প্রতিদিন বদলে যাই নতুন প্রকাশে

নবপ্রকাশ

Daily Naboprokash ❍ ঢাকা ❍ রেজি নং- ৬৭৩৫ ❍ বর্ষ- ০৪ ❍ সংখ্যা- ২৪৯ ❍ ৮ পৃষ্ঠার দাম ৫ টাকা

রবিবার
৩০ আগস্ট, ২০২৬
১৫ ভাদ্র, ১৪৩৩
১৬ রবিঃ আউঃ, ১৪৪৮ হিজরি

/naboprokash
www.naboprokash.com

২ নতুন পরিচয়ে আসছেন জেফার

২ মক্কা চুক্তির বিষয়ে সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার : আইনমন্ত্রী

৭ কিছু দুষ্কৃতকারী সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে : কৃষিমন্ত্রী

৭ গোলের রেকর্ড গড়ে যা বললেন রোনালদো

গুম-খুনের শিকার এবং জুলাইয়ে শহীদ ও আহত পরিবারের ৭৪ জনকে চাকুরির নিয়োগপত্র প্রদান প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত হওয়া পরিবারের ৭৪ জনকে চাকুরির নিয়োগপত্র প্রদান করেছেন।
গতকাল শনিবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময়ে প্রধানমন্ত্রী ১০ জনের হাতে নিজে এই নিয়োগপত্র তুলে দেন।
প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত

২ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। - পিআইডি

গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করে বিচার শুরু করেছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

গুমকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করে বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে গুমের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধে পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হচ্ছে।
আজ ৩০ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষ্যে আজ দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধানমন্ত্রী ওই বাণীতে বলেন, 'আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল গুম হওয়া ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জানাই।'
তিনি বলেন, বিশ্বের নিকৃষ্টতম অপরাধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধ হচ্ছেড় গুম বা এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স। এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং মানবাধিকারের চরমতম লঙ্ঘন। বিশেষ করে বিশ্বের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনেক সময় সরকারবিরোধী আন্দোলন বা ভিন্নমতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এ ধরনের নির্দয়, নির্মম ও নিষ্ঠুর পথ বেছে নেয়।
তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের পতিত, পরাজিত ও পলাতক ফ্যাসিস্ট সরকার দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার দমন করার জন্য গুম-অপহরণের অমানবিক পথ বেছে নিয়েছিল। গুম-অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর ধরে আটক রাখার জন্য তৈরি করেছিল গোপন বন্দিশালা। পলাতক ফ্যাসিস্ট আমলের এসব গোপন বন্দিখানা জনপরিসরে 'আয়নাঘর' নামে পরিচিতি পেয়েছিল।
দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাব উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

২ এর পাতায় দেখুন

গুম মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ

বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক

গুমকে 'মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ' বলে উল্লেখ করেন গুম সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী। 'বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে তিনি একথা বলেন।
বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গুম আসলে মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ। মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা শোক প্রকাশ করতে পারেন এবং দাফন-কাফনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু কেউ গুমের শিকার হলে পরিবার জানতেই পারে না সে কোথায় আছে। গুমের

২ এর পাতায় দেখুন

গণআন্দোলনের শহীদদের স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ এবং ভুক্তভোগীদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।'
সরকারের পক্ষ থেকে গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহীদ পরিবারগুলোর পাশে থাকার দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সীমিত সম্পদের মধ্যেও আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে আপনাদের পাশে থাকার। যে অপূরণীয় ক্ষতি আপনাদের হয়েছে, তা কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তবুও আমরা আপনাদের সাথে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।'
গতকাল শনিবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। গুম-খুনের শিকার পরিবার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহীদ পরিবারের ৭৪ জন সদস্যের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
আবেগময় কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা এমন কিছু মানুষকে স্মরণ করছি, যাদের আজ আমাদের মাঝে থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা নেই। তাঁদের এই মহান ত্যাগের বিনিময়েই আজ দেশের ২০ কোটি মানুষ ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে।'
তিনি বলেন, 'আজ যারা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত তারা কোথায় কি অবস্থায় আছে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন। আমাদের উচিত হবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে দোয়া করা যাতে আল্লাহ সে মানুষগুলোকে সর্বোচ্চ ভালো অবস্থায় রাখেন।'
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন সময়ের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং সর্বশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের কথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, '১৯৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন সময়ে গুম-খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিবর্গ এবং জুলাই আন্দোলনের শহীদ ও ক্ষতিগ্রস্তদের যে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল-এই সরকার তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। হয়তো বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে অনেক সময় দ্রুত সবকিছু সম্ভব হয় না, কিন্তু আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাভাবিকভাবে বড় কিছু অর্জন করতে গিয়ে যারা বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তারা অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই। যারা আছে তাদের বলবো, আপনারা এ দেশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবে, আপনারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২ এর পাতায় দেখুন

মজুদ ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহই মূল চ্যালেঞ্জ : খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখাই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা।
শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার উপজেলার ধানকোড়া গিরিশ ইনস্টিটিউট স্কুল প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন ও ধানকোড়া ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'খাদ্যের মজুদ যাতে যথেষ্ট থাকে, যেকোনো সংকট এলে যেন আমরা তা সামাল দিতে পারি, সে ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য রাখছি। অর্থাৎ খাদ্যের মজুদ এবং নিরাপদ খাদ্য সরবরাহই মূল চ্যালেঞ্জ। আমি আশা করি, এই চ্যালেঞ্জ আমি মোকাবিলা করতে পারব।'
খাদ্যমন্ত্রী

২ এর পাতায় দেখুন

কিয়েভের কাছে গুদামে রুশ হামলা, নিহত ২৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছে একটি গুদামে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪২ জন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় এক মেয়রও রয়েছেন। শনিবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানিয়েছেন।
কিয়েভের আঞ্চলিক গভর্নর তিমুর তকাচেঙ্কো বলেন, কিয়েভের পশ্চিমে বুচা জেলার একটি গুদামে শুক্রবার রাতে রুশ ড্রোন আঘাত হানে। হামলার পর সেখানে বিস্ফোরণ হয় এবং বড় ধরনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন আশপাশের আবাসিক ভবন ও একটি রেস্তোরাঁতেও ছড়িয়ে পড়ে।
তকাচেঙ্কো জানান, হামলায় অন্তত ৫০টি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই এলাকা থেকে ৩৮০ জনের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দিমিত্রিভস্কা গ্রামের মেয়র তারাস দিদিচ রয়েছেন।
ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, গুদামটিতে বিস্ফোরক সামগ্রী সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। এ ধরনের সামগ্রী আবাসিক এলাকার কাছে কীভাবে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ইউক্রেনের প্রসিকিউটররা এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছেন। গুদামে বিস্ফোরক সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি ও সরকারি অনুমোদন ছিল কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হবে। এ ঘটনায় দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের অপরাধমূলক অবহেলা ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, কিয়েভের কাছে মিলা গ্রামের একটি গুদামে রুশ হামলার পর বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি বলেন, আবাসিক এলাকার কাছে গোলাবারুদ সংরক্ষণের বিষয়ে স্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে।
জেলেনস্কি আরও বলেন, এ ঘটনায় অপরাধমূলক কার্যক্রমের আওতায় তদন্ত হবে। তার ভাষ্য, 'বিধিনিষেধ রয়েছে- আবাসিক এলাকা বা বাড়ির কাছে গোলাবারুদ সংরক্ষণ করা যায় না।'
ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী সের্হি কোরেতস্কি ঘটনাটিকে 'অপরাধমূলক অবহেলা'

২ এর পাতায় দেখুন

> ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছে একটি গুদামে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন।

গুমের অন্ধকার অধ্যায়কে সামনে এনেছে 'গুম দিবস'

নিজস্ব প্রতিবেদক

> জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস, যা সাধারণভাবে 'গুম দিবস' নামে পরিচিত।

জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস, যা সাধারণভাবে 'গুম দিবস' নামে পরিচিত। বাংলাদেশ যখন এটি পালন করছে, তখন দেশটি তার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম উদ্বেগজনক অধ্যায়ের সম্মুখীন হচ্ছে।
অধ্যায়টি ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে ব্যাপক জোরপূর্বক গুমের অভিযোগে জর্জরিত।
ভুক্তভোগীদের সম্মান জানানো, তাদের পরিবারকে সহায়তা করা এবং গোপন আটক ও জোরপূর্বক অপহরণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর ৩০ আগস্ট দিবসটি পালন করা হয়।
বছরের পর বছর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কথিতভাবে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। অনেক সময় তাদের স্বজনরা জীবিত না মৃত, সে বিষয়েও কোনো তথ্য জানতে পারেনি পরিবার।
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার গুম সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করলে বিষয়টি আরো জোরালোভাবে সামনে আসে।
২০২৬ সালের জানুয়ারিতে জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কমিশন জানায়, তারা ১ হাজার ৯১৩টি অভিযোগ পেয়েছে এবং যাচাইয়ের পর তাদের তথ্যমতে, ১ হাজার ৫৬৯টি ঘটনাকে জোরপূর্বক গুম হিসেবে শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে ২৮৭টি ঘটনাকে এমন মামলা হিসেবে

২ এর পাতায় দেখুন

লুণ্ঠিত ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে নতুন পুরস্কার ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

লুণ্ঠিত ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করতে তথ্য প্রদানকারীদের জন্য বড় অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। একইসঙ্গে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদক নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
মন্ত্রী গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগস্থ 'বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়াম'-এ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স আয়োজিত ত্রৈমাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সম্মেলনে (এপ্রিল-জুন ২০২৬: দ্বিতীয় কোয়ার্টার) প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান শেষে আয়োজিত

২ এর পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গতকাল ঢাকায় রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে ত্রৈমাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হচ্ছে

সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের সর্বস্তরে জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার এক নম্বর খট্টা মাধবপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, সরকারি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও

২ এর পাতায় দেখুন

আপিল বিভাগে নবনিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি

মো: হাবিবুল গনির শপথ গ্রহণ আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নবনিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি মো: হাবিবুল গনি-কে আজ রোববার সকালে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।
সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো: শফিকুল ইসলামের দেয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী আজ সকাল সাড়ে ৯টায় আপিল বিভাগের নবনিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি মো: হাবিবুল গনি-কে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে এই শপথ গ্রহণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. হাবিবুল গনিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে গত বৃহস্পতিবার নিয়োগ দেয়া হয়।
সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাকে এ

২ এর পাতায় দেখুন

সরকার গুম, খুন, অত্যাচার ও নির্যাতনমুক্ত দেশ গড়তে কাজ করছে : মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান বলেছেন, বর্তমান সরকার গুম, খুন, অত্যাচার ও নির্যাতনমুক্ত দেশ গড়তে কাজ করছে। দেশে আর গুম, অত্যাচার ও নির্যাতন নামে কোনো শব্দ থাকবে না।
তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই যেখানে গুম, অত্যাচার ও নির্যাতন থাকবে না।
আজ আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের ভেন্যু পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী বলেন, বিএনপি দীর্ঘ ১৮ বছর গুম, খুন ও নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চায়।
তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজেও গুম ও খুনের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন

২ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে : জেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের পর দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসায় বাংলাদেশের বাজার সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ নতুন করে মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে জাপানি কোম্পানিগুলো। এতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজুইকি কাতাওকা।
সম্প্রতি বাসসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কাতাওকা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা জাপানি বিনিয়োগকারীদের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল।
তবে নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত হওয়ায় কোম্পানিগুলো এখন মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন

২ এর পাতায় দেখুন

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

একক প্রার্থী নির্ধারণে প্রস্তুতি বিএনপিতে

মাঠে সক্রিয় জামায়াত ও এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি। কোন্দল, নিষ্ক্রিয়তা ও সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে দ্রুত সব স্তরের কমিটি পুনর্গঠনের ওপর জোর দিচ্ছেন দলটির হাইকমান্ড। একই সঙ্গে প্রতীকবিহীন স্থানীয় নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এড়াতে একক প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিয়মিত স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করছেন।
অন্যদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সাংগঠনিক শক্তি যাচাইয়ের বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। অধিকাংশ এলাকায় সম্ভাব্য একক প্রার্থী বাছাই করে মাঠে তৎপরতা শুরু করেছে দল দুটি। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসসহ অন্য দলগুলোও নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর স্থানীয় নির্বাচনেও বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মাঠে বিএনপির একাধিক প্রার্থী : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নজর বিএনপির। সম্ভাব্য প্রার্থীরা এরই মধ্যে এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেছেন। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে আগ্রহীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় হচ্ছেন। অনেক এলাকায় পোস্টার, ফেস্টুন ও ব্যানারে সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রচারও শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে প্রচার।
দলীয় সূত্র জানায়, প্রার্থী বাছাইয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের জনপ্রতিনিধি ও জেলার শীর্ষ নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তফসিল ঘোষণার আগেই অধিকাংশ এলাকায় প্রার্থী বাছাই শেষ করতে চায় বিএনপি। কোনো এলাকায় একাধিক প্রার্থী থাকলে জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও বিজয়ের সম্ভাবনা বিবেচনায় একক প্রার্থী নির্ধারণ করা হবে। একই সঙ্গে 'বিদ্রোহী' প্রার্থী ঠেকাতেও কঠোর অবস্থানে দলটি। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কেউ প্রার্থী হলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে।
দলীয় সূত্র আরও জানায়, গত ৪ জুলাই থেকে রাজধানীর গুলশানে রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের জেলা নেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক সাংগঠনিক বৈঠক করছেন তারেক রহমান। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পর্যায়ক্রমে খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
সর্বশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনা জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে স্থানীয় নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল

২ এর পাতায় দেখুন

অর্থনীতির নতুন দুয়ার চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া টার্মিনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ডেনমার্কের সহযোগিতায় লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালের আনুষ্ঠানিক নির্মাণকাজের সূচনা হতে যাচ্ছে আজ।
চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় লালদিয়া প্রজেক্ট সাইটে আজ রোববার বেলা ১১টায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি ও বিশেষ অতিথি থাকবেন নৌপরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, এমপি।
চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে

পরিচালিত হয়।
ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে গতি আনা এবং আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই প্রেক্ষাপটে লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আধুনিক অবকাঠামো ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ টার্মিনাল দেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
একই সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম আরও দক্ষ ও গতিশীল হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিকস খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
ডেনমার্কের সহযোগিতায় নির্মিতব্য এ টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কনটেইনার পরিবহন ও হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক ৭ এর পাতায় দেখুন

জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকার পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে

মীর শাহে আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক

জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকার পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের প্রয়োজন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুপরিকল্পিত ও টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
গতকাল শনিবার নবগঠিত বগুড়ার মোকামতলা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান প্রতিমন্ত্রী। এ সময় দলের নবগঠিত
৭ এর পাতায় দেখুন

গরম হচ্ছে হিমালয় বিপন্ন প্রাণিকুল

নিউজ ডেস্ক

উষ্ণতা বৃদ্ধিতে হাজার বছরের জমা বরফ গলে যাচ্ছে। হিমালয়ের বুক চিরে হঠাৎ নেমে আসছে বরফ, পাথর, কাদা আর পানির ভয়ংকর স্রোত। মুহূর্তেই ভেসে যাচ্ছে সড়ক, সেতু, বসতি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। প্রাণ যাচ্ছে শত শত মানুষ ও প্রাণীর। নেপাল-তিব্বত সীমান্তের সাম্প্রতিক ভয়াবহ পাহাড়ি ঢল নতুন করে সামনে এনেছে হিমালয়ের ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ঝুঁকি। একসময় যেখানে বছরের অধিকাংশ সময় বরফের চাদরে ঢাকা থাকত, সেখানে এখন উন্মুক্ত হচ্ছে পাথর ও মাটি। হিমালয়ের এই নীরব রূপান্তর শুধু নদী, পানি কিংবা মানুষের জীবনেই প্রভাব ফেলছে না, বদলে দিচ্ছে হাজার হাজার বছরের বিবর্তনে তৈরি প্রাণীদের আবাসস্থলও। ২৬ আগস্ট কোনো সংকেত না দিয়েই নেপাল-তিব্বত সীমান্তের লেন্দে খোলা নদীতে বিপুল পরিমাণ বরফ, শিলা ও ধ্বংসাবশেষ নেমে আসে। নদীর পানি অত্যন্ত দ্রুত ফুলে ওঠে। নিচের দিকে ভয়াবহ ফ্ল্যাশ ফ্লাড তৈরি হয়। স্যাটেলাইট বিশ্লেষণেও হিমবাহ ও পাহাড়ের অংশবিশেষ ভেঙে পড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ২০২৪ সালে থামে উপত্যকায় একটি হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণেও ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন সংস্থার গবেষণাতেও বলা হয়েছে- উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত বরফ হারাচ্ছে এবং এতে হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণজনিত বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে।
গবেষণা বলছে, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যের ভান্ডার হিমালয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এই বাস্তুতন্ত্রের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। ২০২৫ সালের একটি গবেষণায় হিমালয়ান ট্রান্সবাউন্ডারি ল্যান্ডস্কেপের বাস্তুতন্ত্রকে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানব কর্মকাণ্ডের কারণে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এশিয়ার হিমবাহগুলো দীর্ঘমেয়াদে বরফ হারাচ্ছে। এতে বদলে যাচ্ছে পর্বতের প্রাণীদের আবাসস্থল, খাদ্য, পানি ও প্রজননের পরিবেশ। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে এমন প্রাণীরা- যাদের বেঁচে থাকার জন্য নির্দিষ্ট ঠান্ডা পরিবেশ জরুরি এবং যাদের পক্ষে দ্রুত উচ্চতর এলাকায় সরে যাওয়া সম্ভব নয়।
তুষার চিতা : পাহাড়ের শীর্ষ শিকারি। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের ঠান্ডা পরিবেশে অভিযোজিত এই শিকারি প্রাণীর টিকে থাকা নির্ভর করে পাহাড়ি তৃণভূমি, পাথুরে ঢাল এবং তার শিকার প্রাণীদের ওপর। উষ্ণতা ও বরফ গলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার বিস্তৃতি ও গাছের সীমারেখা উচ্চতার দিকে সরে যেতে পারে। ফলে তুষার চিতার আবাসস্থল সংকুচিত ও খণ্ডিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বাড়তে পারে খাদ্যসংকট। ফলে প্রাণীটির অস্তিত্ব ঝুঁকিতে পড়বে।
রেড পান্ডা : পূর্ব হিমালয়ের ঠান্ডা, আর্দ্র বন এবং বাঁশঝাড় তার প্রধান আবাস। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরন বদলালে ঝুঁকিতে পড়তে পারে প্রাণীটির অস্তিত্ব। রেড পান্ডার অতীত জনসংখ্যা ও বিস্তৃতি নিয়ে ২০২১ সালে ন্যাচার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ুগত পরিবর্তনের সঙ্গে এর আবাসস্থল ও ৭ এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের প্রেশার কম

বিদ্যুৎ না থাকলে অপেক্ষা আরও বাড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে একদিন পর আবারও তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। শুক্রবার পাম্পগুলোতে গ্যাসের প্রেসার কিছুটা ভালো থাকলেও শনিবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে তা আবার কমে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সিএনজিচালিত পরিবহনের চালকেরা। সকাল থেকে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ফিলিং স্টেশনের সামনে দীর্ঘ লাইনে কাটছে তাদের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর মিলছে ৪০-৫০ টাকার গ্যাস।
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শনিবার একটি সিএনজিতে ৪০-৫০ টাকার বেশি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাইভেটকারে সর্বোচ্চ ১২০ টাকার গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। যেখানে গতকাল শুক্রবার (২৮ আগস্ট) ১৫০ টাকা পর্যন্ত গ্যাস পেয়েছেন সিএনজি অটোরিকশার চালকরা। আর প্রাইভেটকারের চালকরা ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা পর্যন্ত গ্যাস নিতে পেরেছেন।
চালকদের ভাষ্য অনুযায়ী, স্বাভাবিক সময়ে আকারভেদে সিএনজি-চালিত অটোরিকশায় ৬০০ টাকা পর্যন্ত গ্যাস নেওয়া যায়। আর ৬০ লিটারের সিলিন্ডার থাকা প্রাইভেটকারে প্রায় ৬০০ টাকার গ্যাস এবং ৯০ লিটারের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত গ্যাস নেওয়া যায়।
এদিকে এমনিতে গ্যাসের প্রেসার কম, তার ওপর

বিদ্যুৎ চলে গেলে গ্যাস সরবরাহও বন্ধ থাকে। দিনে বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ চলে যায়। একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে তা আসতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। বিদ্যুৎ আসার পর মেশিন চালিয়ে গ্যাসের প্রেসার স্বাভাবিক হতে আরও আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। ফলে গ্যাস নিতে গিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়ছেন চালকেরা।
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।
মিরপুরে দীর্ঘ লাইন
গাবতলী, কল্যাণপুর, কালশী, কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়া এলাকার সিএনজি স্টেশনগুলোতে গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। গ্যাস সরবরাহ কম থাকায় ব্যক্তিগত গাড়ি, মাইক্রোবাস ও অটোরিকশাকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।
গাবতলীর মোহনা ফিলিং স্টেশনে অপেক্ষমাণ প্রাইভেটকার চালক খলিল বলেন, গ্যাস সংকট আরও বেড়েছে। গভীর রাতে সামান্য পাওয়া গেলেও দিনে পাওয়া যাচ্ছে না। দেড় ঘণ্টার মতো লাইনে দাঁড়িয়ে যে গ্যাস পেয়েছি, তা দিয়ে মাত্র দুটি ট্রিপ দিতে পেরেছি। এখন আবার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দুঃখ দেখার কেউ নেই।
ডেমরায় দুই ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা
ডেমরা এলাকাতেও একই অবস্থা। সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাসের জন্য দুই ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করতে হচ্ছে পরিবহন চালকদের। প্রতিটি স্টেশনের ৭ এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ভয়াবহ যানজট

চরম দুর্ভোগে ঢাকামুখী যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

একদিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে সামনে-পেছনে শুধু গাড়ির দীর্ঘ সারি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শত শত বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ও ব্যক্তিগত গাড়ি। কেউ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটছেন, কেউ আবার ব্যাগ হাতে বিকল্প যানবাহনের খোঁজ করছেন। শিশুদের কান্না, অসুস্থ যাত্রীর উৎকণ্ঠা আর নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারার দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পরিবেশ।
শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুর থেকে শুরু হওয়া ভয়াবহ যানজট শনিবারও পুরোপুরি কাটেনি। একপর্যায়ে কুমিল্লার চান্দিনা থেকে নারায়ণগঞ্জের আষাঢ়িয়ার চর পর্যন্ত প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ঢাকামুখী লেনে যানবাহনের দীর্ঘ সারি। বিভিন্ন সময়ে যানজটের বিস্তৃতি কুমিল্লার আরও ভেতরের অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায়
৭ এর পাতায় দেখুন

নেপাল ও চীনের সীমান্তে ভয়াবহ বন্যায় নিখোঁজ প্রায় ৩ হাজার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

নেপাল ও চীনের সীমান্তে হিমালয় অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের কয়েক দিন পরও শনিবার হাজার হাজার নিখোঁজ মানুষের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে। সুনামির মতো পানির প্রবল স্রোত, কাদা ও ধ্বংসাবশেষের ঢলে বেশ কয়েকটি গ্রাম তলিয়ে গেছে।
খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র।
দুই দেশের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, শনিবার নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজারে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত ৬৩৩টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া কিছু মরদেহ নেপালের নদীর স্রোতে ভেসে ভারতের অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বিপুলসংখ্যক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো প্রকল্প থাকা এই এলাকায় নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিখোঁজের তালিকায় নতুন করে ৯৩৩ জন জলবিদ্যুৎকর্মীর নাম যুক্ত করেছে। এর আগে ওই তালিকায় ট্রেকার ও তিব্বতের পবিত্র কৈলাস পর্বতে তীর্থযাত্রায় যাওয়া ব্যক্তিদের নাম রয়েছে।
দুর্যোগ থেকে যারা প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন, তারা জানিয়েছেন, তারা প্রায় সবকিছু হারিয়েছেন। এখন নিখোঁজ স্বজনদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সেই উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাদের। একই সঙ্গে শূন্য থেকে নতুন করে জীবন শুরু করার কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন তারা।

প্রাণহানি ৬৩৩

বন্যায় বেঁচে যাওয়া বুদ্ধি রাম দাঙ্গোল এএফপিকে বলেন, 'নদীর কাছের সব বসতি ভেসে গেছে। সেখানে এখন আর কিছুই নেই।'
সামঝানা থিং জানান, নিখোঁজ ভাইয়ের কোনো খবর পাওয়ার আশায় তিনি তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছেন।
তিনি বলেন, 'আমরা কিছুই জানি না। আশা করছি, সে নিরাপদ কোনো জায়গায় আছে।'
'ভয়াবহ' মানসিক আঘাত
রেড ক্রস জানিয়েছে, বুধবারের এই ভয়াবহ দুর্যোগে মানুষের ওপর ব্যাপক মানসিক ও শারীরিক আঘাত নেমে এসেছে। এতে ৯৩ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে জীবিতদের উদ্ধারে উদ্ধারকারী দলগুলো দ্রুত ৭ এর পাতায় দেখুন

আগামী গ্রীষ্মে বিদ্যুতের ঘাটতি অনেকটাই কমবে

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী গ্রীষ্মে দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি অনেকটাই কমে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেছেন, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে সরকার। এর ফলে আগামী গ্রীষ্মের আগেই দেশে অন্তত ৩ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা তৈরি হবে।
শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে যশোর পিটিআই অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসনের
৭ এর পাতায় দেখুন

সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়ছে স্কুল শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

ছোট বয়স থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে ব্যাংকমুখী হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যাংক হিসাব খোলা এবং সেখানে নিয়মিত সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, জুন ২০২৬ শেষে দেশের ৫৯টি ব্যাংকে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০ লাখ ৫৯ হাজার ৬১৫টি।
এসব হিসাবে জমা হয়েছে ৩ হাজার ৫১৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট সঞ্চয় মিলেই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি আমানত। এক বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব খোলার ও সঞ্চয়ের প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। গত বছরের জুন শেষে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব ছিল ৪৫ লাখ ৭৫ হাজার ৫৪৫টি। এক বছরের ব্যবধানে তা বেড়েছে ২৪ লাখ ৮৪ হাজার ৭০টি বা ৫৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। একই সময়ে এসব হিসাবে আমানত বেড়েছে ৩ হাজার ৫১৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা বা ৫৭ দশমিক ৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস ও আর্থিক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। শুরুতে এ কার্যক্রম 'স্কুল ব্যাংকিং' নামে পরিচিত ছিল। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। তবে শিক্ষার্থীরা টাকা জমা রাখার সুযোগ পায় ২০১১ সালে। আর ২০১৩

সালের ২৮ অক্টোবর স্কুল ব্যাংকিংয়ের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা জারি করা হয়। তবে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জারি করা সংশোধিত নির্দেশনায় এর নাম পরিবর্তন করে 'স্টুডেন্ট ব্যাংকিং' করা হয়। নতুন নীতিমালায় ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই হিসাব খোলার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কলেজ ও উচ্চশিক্ষায় থাকা শিক্ষার্থীরাও এর আওতায় রয়েছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ছোটবেলা থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টাকা জমানোর অভ্যাস তৈরি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তাদের আরও উপযোগী করে তোলা।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, জুন শেষে মোট স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের ৫৬ দশমিক ০৮ শতাংশ বা ৩৯ লাখ ৫৯ হাজার ১৭০টি হিসাব খোলা হয়েছে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীদের রয়েছে ৩১ লাখ ৪৪৫টি হিসাব, যা মোট হিসাবের ৪৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। তবে আমানতের ব্যবধান আরও বেশি। শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের হিসাবে জমা রয়েছে ২ হাজার ৫১৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকা, যা মোট আমানতের ৭১ দশমিক ৪৭ শতাংশ। গ্রামীণ এলাকার হিসাবে রয়েছে ১ হাজার ৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, যা মোট আমানতের ২৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ। অর্থাৎ হিসাবের দিক থেকে শহরাঞ্চলের অংশ ৫৬ শতাংশ হলেও আমানতের ক্ষেত্রে তা ৭১ শতাংশের বেশি। বিপরীতে গ্রামীণ এলাকায় মোট হিসাবের প্রায় ৪৪ শতাংশ থাকলেও আমানতের অংশ ২৯ শতাংশের নিচে।
হিসাব খোলা ও আমানতে এগিয়ে ছেলেরা : স্টুডেন্ট ব্যাংকিংয়ে ছেলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কিছুটা বেশি। জুন শেষে মোট ৭০ লাখ ৫৯ হাজার ৬১৫টি হিসাবের মধ্যে ছেলেদের নামে রয়েছে ৩৮ লাখ ২২ হাজার ১৯০টি বা ৫৪ দশমিক ১৪ শতাংশ ৭ এর পাতায় দেখুন

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে সারাদেশে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাদকের ভয়াবহ বিস্তার রোধে সরকার ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি এখন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পুলিশ, র‍্যাব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) সমন্বিতভাবে সারাদেশে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনি কাঠামোয় অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজার বিধান রয়েছে। বর্তমানে মাদক সংক্রান্ত সকল অপরাধের বিচার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসি পর্যন্ত হয়।
আইনের প্রথম তফসিলে মাদককে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' শ্রেণি: সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাদক। যেমন- হেরোইন, কোকেন, ইয়াবা (অ্যামফিটামিন), পেথিডিন, আফিম, কোকা গাছ, প্রিকারসর কেমিক্যালস। এই শ্রেণির জন্য শাস্তি সবচেয়ে বেশি।
'খ' শ্রেণি: গাঁজা, ভাং, চরস ইত্যাদি। 'গ' শ্রেণি: অ্যালকোহল, বিয়ার, দেশি মদ, রেকটিফাইড স্পিরিট ইত্যাদি।
সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড:
আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা ৩৬(১) এর সারণিতে দণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। প্রথম তফসিলের 'ক' শ্রেণিভুক্ত মাদক যেমন- হেরোইন, কোকেন, ইয়াবা (অ্যামফিটামিন) এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। ধারা ৩৬(১) এর ক্রমিক ৭ ও ৮ অনুযায়ী, 'ক' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত হেরোইন, কোকেন, মরফিন জাতীয় মাদকের পরিমাণ ২৫ গ্রাম বা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হলে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, আমদানি-রফতানি, ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর-যে কোনো অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। একইভাবে ক্রমিক ১০ অনুযায়ী, 'ক' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত ইয়াবা বা অ্যামফিটামিন জাতীয় মাদকের ক্ষেত্রে ৪০০ ৭ এর পাতায় দেখুন

শোকে স্তব্ধ নরওয়ে

অষ্টম হাকনের নেতৃত্বে নতুন যুগের সূচনা

নিউজ ডেস্ক

দীর্ঘ ৩৫ বছর সিংহাসনে থাকা ঐক্যের প্রতীক রাজা পঞ্চম হ্যারাল্ডের মৃত্যুর পর শনিবার তার ছেলে রাজা অষ্টম হাকনের নেতৃত্বে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে নরওয়ে।
শুক্রবার সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে ৮৯ বছর বয়সে রাজা হ্যারাল্ডের মৃত্যুর পর স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশটিতে জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়।

খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র।
শুক্রবার রাজধানী অসলোতে হাজার হাজার মানুষ রাজপরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হন। তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুল দেন।
৫৩ বছর বয়সী হাকন এমন একটি রাজতন্ত্রের দায়িত্ব নিচ্ছেন, যা আধুনিক ও সাধারণ জীবনযাপনের জন্য প্রশংসিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক কেলেঙ্কারিতে চাপে পড়েছে।
নতুন রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোর এক ভাষণে বলেন, 'একটি যুগের অবসান হয়েছে। নতুন একটি যুগ শুরু হয়েছে। রাজা মারা গেছেন। রাজা দীর্ঘজীবী হোন।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা রাজা হ্যারাল্ডকে তার জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এবং আমাদের প্রতি তার অটুট আস্থার জন্য স্মরণ করব।'
শুক্রবার সন্ধ্যায় হ্যারাল্ডের মরদেহের কফিন অসলো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে রাজপ্রাসাদে ৭ এর পাতায় দেখুন

স্থাপনা নির্মাণে নেই নিয়মের বালাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) সম্প্রতি একটি উচ্চক্ষমতা পরিদর্শন টিম গঠন করে। যারা নগরের স্থাপনাগুলোর অনিয়ম দেখা শুরু করে। দল পরিদর্শন শুরুর পর যতগুলো ভবন পরিদর্শন করেছেন হেন কোনো ভবন বা স্থাপনা পাননি যেখানে অনিয়ম নেই। গত ২০ জুলাইয়ের পর থেকে সিডিএ প্রায় অর্ধশত স্থাপনা পরিদর্শন করে। প্রতিটিতে ব্যাপক অনিয়ম শনাক্ত করে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার এক দিনে ১১টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে নানা অনিয়মে ৪১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
সিডিএ সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম নগরীতে জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসা যানজট নিরসনের উদ্যোগ নেয় সংস্থাটি। তারা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক যানজটকে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে। এরপর ২০ জুলাই থেকে সড়কের পাশে থাকা বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সুপারশপে সরেজমিন পরিদর্শন করে পার্কিং ও ভবনের নকশা তদারকি করে। গত বৃহস্পতিবার আগ্রাবাদ এক্সেস রোডে পার্কিয়ের জায়গায় ব্যবসা পরিচালনা করায় সুপারশপ উৎসবকে ৮ লাখ টাকা ও আরেকটি সুপারশপকে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করে। সেফস লাউঞ্জ নামের একটি রেস্টুরেন্ট কোনো ধরনের পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না রেখেই ব্যবসা পরিচালনা করায় প্রতিষ্ঠানটিকে সিলগালা করা হয়। অভিযানে তিনটি ভবনের অনুমোদনহীন অংশ ভেঙে দেওয়া, চারটি ভবনকে সিলগালা করা ও ভবন মালিক হতে মুচলেখা নেওয়া হয়।
অভিযানের বিষয়ে সিডিএ চেয়ারম্যান প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন বলেন, এক মাস ধরে পরিচালিত অভিযান-পরিদর্শনে দেখা যায়, বড় বড় হাসপাতাল, ল্যাব, প্রতিষ্ঠান সুপারশপগুলোর অনেকেই নিয়ম মানে না। গত বৃহস্পতিবার এক দিনেই ৪১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানেই অনিয়ম শনাক্ত হচ্ছে। তবে কাউকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। আমি প্রত্যাশা করব, সবাই যেন সিডিএর ডিজাইন অনুযায়ী স্কুল, কলেজ, হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে।
নিয়ম না মানার বিষয়ে স্থপতি মিজানুর রহমান বলেন, ভবন অনুমোদন নেওয়ার সময় সব আইনবিধি মেনে নেওয়া হয়। পরে অনেকেই ভবন বৃদ্ধি, আবাসিকের জন্য নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যবহার, ৭ এর পাতায় দেখুন

কাদের গনি চৌধুরী

সাংবাদিকদের সুরক্ষা না থাকলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের,(বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী বলেছেন, সাংবাদিকদের সুরক্ষা না থাকলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হবে।
গতকাল কক্সবাজার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক ইউনিয়ন, কক্সবাজার-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
সাংবাদিক ইউনিয়ন, কক্সবাজার-এর সভাপতি নুরুল ইসলাম হেলালী এতে সভাপতিত্ব করেন। বিএফইউজে'র সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন, কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি মাহবুবর রহমান, কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এস এম আমিনুল হক চৌধুরী, কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন বাহারি, সহ-সভাপতি কামাল হোসেন আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক ইকরাম চৌধুরী টিপু, সাংবাদিক ইউনিয়ন, কক্সবাজার-এর
৭ এর পাতায় দেখুন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক- **আশিকুর রহমান, শাহিদুর রহমান শাহিদ** কর্তৃক এএইচ টাওয়ার (৭ম তলা), প্লট- ৫৬, রোড- ২, সেক্টর- ৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ থেকে প্রকাশিত এবং ১৯৪/৫ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০, শামীম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত।
বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়- ৬৭/১ নয়াপল্টন, চায়না টাউন, ঢাকা- ১০০০। ফোন- ০১৯২৪৯৩১৮৩০, ০১৮৬৯১১০৩৭২, বিজ্ঞাপন- ০১৭০৫৩১১১২২। ইমেল- noboprokash138@gmail.com

নতুন পরিচয়ে আসছেন জেফার

বিনোদন ডেস্ক

একক গান নয়, এবার অ্যালবাম প্রকাশ করতে যাচ্ছেন নন্দিত কণ্ঠশিল্পী জেফার রহমান। এই ঘোষণার পাশাপাশি সময়ের আলোচিত এই তারকা জানিয়েছেন, নতুন অ্যালবামটি শুধু কণ্ঠশিল্পী নয়, সুরকার জেফারেরও একটি নিরীক্ষাধর্মী আয়োজন হতে চলেছে। তাঁর কথায়, বহুদিন ধরে চলছে তাঁর গান লেখা ও সুর করা।

আর সেই কাজে তিনি বরাবরই চেষ্টা করেছেন, কাজের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু আনার; যা সময়কে ছাপিয়ে যাবে। সংগীত নিয়ে যত ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায়, তা করার চেষ্টা করেন। নতুন অ্যালবামেও সেই চিন্তাধারার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে নিজ সুরে একক অ্যালবাম প্রকাশের ঘোষণা দিলেও সেই অ্যালবামের নাম ও গানের সংখ্যা, সংগীতের ধরন এসব বিষয়ে মুখ খোলেনি জেফার। শুধু আশ্বাস দিয়েছেন, অ্যালবামের বাকি তথ্য খুব শিগগিরই সবাইকে জানিয়ে দেবেন।

এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে জেফারকে একক গান ও অ্যালবাম প্রকাশনার চেয়ে প্লেব্যাকে বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। তাঁর প্লেব্যাকের বেশকিছু গান শ্রোতাদের মাঝে আলোড়নও তুলেছে। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে প্রতিটি মাধ্যমে যেমন গান করে যাচ্ছেন, তেমনি অভিনেত্রী ও মডেল হিসেবেও দর্শক নজর কেড়েছেন। কিন্তু এর বাইরে তিনি যে একজন সুরকার ও গীতিকবি সেই পরিচয় কিছুটা আড়ালে রয়ে গেছে।

নতুন অ্যালবামের মাধ্যমে সেই পরিচয় আরও জোরালোভাবে সবার কাছে উঠে আসবে বলে আশা করছেন এ সময়ের আলোচিত এই তারকা।

একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, একসময় জেফার ছিলেন অগণিত শ্রোতার প্রিয় কণ্ঠশিল্পী। সুরকার হিসেবেও কিছু মানুষের সুনাম কুড়িয়েছেন। সময়ের পালাবদলে জেফার এখন অগণিত দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছেন প্রিয় অভিনেত্রী হিসেবেও। পরিণত শিল্পী হয়ে উঠার তৃষ্ণা যে তাঁর আছে, এর প্রমাণ মেলে পর্দায় চরিত্রের উপস্থাপনা দেখে। এখন যেমন কান পাতলে শোনা যাচ্ছে তাঁর সুবাহ চরিত্রটির কথা। যেটি জেফার তুলে ধরেছেন শিহাব শাহীন পরিচালিত ‘তুমি আমি শুধু’ নামে ওয়েব সিনেমায়।

‘তুমি আমি শুধু’র আগেও জেফার দর্শক নজর কেড়েছেন ওয়েব সিনেমা ‘লাস্ট ডিফেন্ডার অব মনোগামী’ ও সিরিজ ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন-২’-এ অভিনয় করে। শুধু অভিনয় নয়, এই দুই সিনেমা ও সিরিজের দর্শক-শ্রোতার হৃদয় জয় করেছেন প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবেও। তাঁর গাওয়া ফোক ফিউশন ‘সুন্দরী কমলা’ এবং ভিন্ন আঙ্গিকের গান ‘বৈয়াম পাখি ২.০’ অনুরাগীদের মাঝে দারুণ সাড়া ফেলেছে। একইভাবে ‘তুমি আমি শুধু’ ওয়েব সিনেমাতেও জেফারকে অভিনেত্রীর পাশাপাশি প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবেও পাওয়া গেছে।

সিনেমায় তাঁর গাওয়া ‘তোর ছায়া’ গানটিও দারুণ সাড়া ফেলেছে সংগীতপ্রেমীদের মাঝে। অভিনব আয়োজন আর ভিন্ন ধাঁচের পরিবেশনা দিয়ে বাংলা গানের শ্রোতা হৃদয় জয় করতেও সময় লাগেনি তাঁর। কারণ একটাই, গানের পসরা তিনি সাজিয়ে চলেছেন মেলো-রোমান্টিক থেকে শুরু করে পপ-রক, টেকনো, ফোক ফিউশনসহ নানা ধরনের গানে। যার সুবাদে জেফারকে দর্শক-শ্রোতা প্রতিবারই নতুনভাবে আবিষ্কারের সুযোগ পেয়েছেন।

‘ঝুমকা’, ‘তীর’, ‘আড়ালে হারালে’ থেকে শুরু করে ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে গাওয়া ‘লিচুর বাগানে’, ‘দাগি’র ‘নিয়ে যাবে কি’, ‘ইনসাফ’র ‘ধামাকা’, ‘ন ডরাই’র ‘হারবো না’সহ অন্যান্য গানগুলো এখনও অনুরণন তুলে যাচ্ছে শ্রোতামনে। গানে গানে যেমন সংগীতপ্রেমীদের মনে ছাপ ফেলেছেন, তেমনি সেরা শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেয়েছেন কাজের স্বীকৃতি।

যে কারণে দিনের পর দিন জেফারের কাছে দর্শক-শ্রোতার কাছে প্রত্যাশাও বেড়ে চলেছে। আর সেই প্রত্যাশা পূরণে এতটুকু কার্পণ্য করবেন না বলেই জানিয়েছেন নন্দিত এই কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেত্রী। তাই নতুন অ্যালবামের ঘোষণা আসার পর থেকে এর গানগুলো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিয়েছেন অনুরাগীরা।

মক্কা চুক্তির বিষয়ে সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার : আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশ যুক্ত হবে কিনা, এ বিষয়ে সবকিছু বিবেচনা হরে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার (২৯ আগস্ট) ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, ভারত-বাংলাদেশ যে যার মতো পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী কাজ করবে। এমনকি যার যার নিজেদের সিদ্ধান্তে তাদের দেশে চলবে।

তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকার সন্তুষ্ট কিনা সেটি বিষয় না, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র ফেরাতে গত ১৬ থেকে ১৭ বছরে ফ্যাসিস্টরা সাড়ে চার হাজারের বেশি সহযোদ্ধাকে ক্রসফায়ারে হত্যা করেছে। তাদের অপরাধ ছিল তারা গণতন্ত্র চেয়েছিলেন এবং নিজের ভোট নিজে দিতে চেয়েছিলেন। একটি দাবির জন্য এত মানুষকে স্বজনহারা হতে হয়েছে। নিহতদের স্বজনরা এখনও নামাজের পাটিতে বসে কাঁদেন।

তিনি বলেন, আমরা এমন বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাই, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা থাকবে। বিশেষ করে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সেসময় তিনি ই-জুডিশিয়ারি (বিচকর বিভাগের ডিজিটালাইজেশন) নিয়ে সরকার ও আইন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়নে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী।

গণআন্দোলনের শহীদদের

সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন সময়ের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং সর্বশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের কথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, ‘১৯৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন সময়ে গুম-খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিবর্গ এবং জুলাই আন্দোলনের শহীদ ও ক্ষতিগ্রস্তদের যে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল-এই সরকার তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। হয়তো বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে অনেক সময় দ্রুত সবকিছু সম্ভব হয় না, কিন্তু আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাভাবিকভাবে বড় কিছু অর্জন করতে গিয়ে যারা বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তারা অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই। যারা আছে তাদের বলবো, আপনারা এ দেশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবে, আপনারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে। ‘

সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে সরকারের কাজের মূল প্রেরণা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘অনেকে বলতে পারেন সরকার এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি বলব- আপনাদের এই ত্যাগ, সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই সরকার পূর্ণ উদ্যমে কাজ করার সাহস পাচ্ছে। আপনারাই আমাদের শক্তি ও উদ্দীপনার মূল উৎস।’

শহীদ পরিবারের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরাও চাই আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমাদের উৎসাহ দেবেন। যাতে আমরা শহীদসহ সকল আত্মত্যাগী গণতান্ত্রিক যোদ্ধা যারা আছেন তাদের যে প্রত্যাশা দেশ ও জাতিকে নিয়ে সে প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে পারি। আপনার সর্বাত্মক সমর্থন যেনো আমরা পাই।’

অনুষ্ঠানে গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যারা বক্তব্য রাখেন। এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, উপ প্রেস-সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি, হাসান শিপলু. সুজাউদ্দৌলা, শাহাদাৎ স্বাধীন, সহকারি প্রেস সচিব একেএম নাজমুল হক, শাহরিয়ার পামির, আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্য মোকছেদুল মোমিন মিথুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুম-খুনের শিকার এবং

প্রেস-সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ কথা জানান।

নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন, ‘গুমের শিকার ইফতেখার আহমেদ দিনারের ভাই ইশফাক আহমেদ, নুরুজ্জামান জনির ভাই মনিরুজ্জামান হীরা, আনোয়ার হোসেন মাহবুবের ভাই আনান হোসেন নূর, সেলিম রেজা পিন্টুর ভাই হাসনাইন রেজা এবং খালেদ হোসেন সোহেলের স্ত্রী শাম্মী সুলতানা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধা দৃষ্টিশক্তিহীন আলাল আহমেদ, শহীদ আলভীর বাবা মো. আবুল হোসাইন, শহীদ আহনাফের মা জারতাজ পারভীন, আহত যোদ্ধা কাজী সাইমুম সিরাজ এবং ইসরাফিল ইসলামের ভাই মাহবুব আলম প্রমুখের হাতে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগপত্র তুলে দেন।

নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ইশফাক আহমেদ, শাম্মী সুলতানা, আলাল আহমেদ, শহীদ আনভীর বাবা মমতাজ হোসেন, শহীদ আহনাফের মা জারতাজ পারভীন, জুলাই যোদ্ধা কাজী সাইমুম সিরাজ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তারা গুম-খুনের সাথে জড়িতদের বিচার দাবি করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক ও প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস-সচিব আতিকুর রহমান রুমন।

অনুষ্ঠানে গুম-খুনের শিকার ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্যারা বক্তব্য রাখেন। এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি, হাসান শিপলু. সুজাউদ্দৌলা, শাহাদাৎ স্বাধীন, সহকারি প্রেস-সচিব একেএম নাজমুল হক, শাহরিয়ার পামির, আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্য মোকছেদুল মোমিন মিথুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মজুদ ও নিরাপদ

এই চ্যালেঞ্জ আমি মোকাবিলা করতে পারব।’

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ‘খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মজুদ ব্যবস্থাপনায় কোনো ধরনের অনিয়ম ও গাফিলতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এজন্য সারাদেশে খাদ্য গুদাম ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিদর্শন করা হবে।’

সার সংকটের কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে সারের কোনো সংকট নেই। তবে সরবরাহ ও সঠিক ব্যবহারে কিছু সমস্যা রয়েছে।’

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আফরোজা খানম রিতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আমাকে বিমান মন্ত্রণালয় থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে আমি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। এখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে মূল কাজ হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য সংগ্রহ করা।’

কিয়েভের কাছে

কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, কিয়েভের কাছে মিলা গ্রামের একটি গুদামে রুশ হামলার পর বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি বলেন, আবাসিক এলাকার কাছে গোলাবারুদ সংরক্ষণের বিষয়ে স্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে।

জেলেনস্কি আরও বলেন, এ ঘটনায় অপরাধমূলক কার্যক্রমের আওতায় তদন্ত হবে। তার ভাষ্য, ‘বিধিনিষেধ রয়েছে- আবাসিক এলাকা বা বাড়ির কাছে গোলাবারুদ সংরক্ষণ করা যায় না।’

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী সের্হি কোরেতস্কি ঘটনাটিকে ‘অপরাধমূলক অবহেলা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এর আগে জুলাই মাসে কিয়েভের কাছে ভিশনেভে একটি গোলাবারুদ গুদামে প্রাণঘাতী হামলার পর তদন্তে গুরুতর অনিয়মের বিষয়টি উঠে এসেছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান আবাসিক ভবন থেকে নিরাপদ দূরত্বে গোলাবারুদ সংরক্ষণের নিয়ম মানেনি বলেও ওই তদন্তে জানা যায়।

কোরেতস্কি বলেন, যুদ্ধের পঞ্চম বছরে একই ধরনের ভুল বারবার হওয়া মেনে নেওয়া যায় না। এ ঘটনায় দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনার কথাও বলেন তিনি।

এদিকে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ও ২৬৭টি ড্রোন ছুড়েছে রাশিয়া।

গুদামে হামলার বাইরে শনিবার রুশ হামলায় ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় ওদেসা এলাকায় একজন এবং কিয়েভের উপশহর বোরিসপিলে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরী নিহত হয়েছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় অন্তত তিনজন নিহত ও নয়জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্রিমিয়ার সেভাস্তোপলেও ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন বলে সেখানকার রুশ নিয়োগকৃত গভর্নর জানিয়েছেন।

সূত্রঃ আল-জাজিরা

গুমের অন্ধকার

পারেন। কারণ, অনেক ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার কখনোই কমিশনের কাছে আসেনি।

কমিশন জোরপূর্বক গুমকে মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং বলেছে, তাদের তদন্তে তৎকালীন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কমিশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শনাক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে- বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম, সালাহউদ্দিন আহমদ ও হুম্মাম কাদের চৌধুরী, জামায়াত নেতা আবদুল্লাহিল আমান আজমি, ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাসেম এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামানের ঘটনা।

অভিযোগগুলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বছরের পর বছর এমন ব্যক্তিদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যাদের কথিতভাবে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা সদস্যরা তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যেতেন এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটকে রাখতেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) এক মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো ২০০৯ সাল থেকে ৭০৮টি কথিত জোরপূর্বক গুমের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, আর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ২ শতাধিক কথিত গুমের ঘটনায় জড়িত ছিল।

ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটি এই প্রবণতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, তার একটি হলো বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়া। ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল গাড়িচালকসহ তিনি নিখোঁজ হন। তার অবস্থান সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, বিএনপি নেতা চৌধুরী আলমের নিখোঁজ হওয়া। ২০১০ সালের ২৫ জুন ঢাকায় তাকে সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তা সদস্যরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তার কোনো সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

কমিশনের অনুসন্ধানের ফলাফল এসব দীর্ঘদিনের ঘটনাকে আবারো জাতীয় আলোচনায় নিয়ে এসেছে। ২০২৬ সালের জুনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এক সাক্ষী বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় সাবেক জ্যেষ্ঠ র‍্যাব কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের কথিত ভূমিকা নিয়ে সাক্ষ্য দেন।

কথিত গুমের শাসনব্যবস্থার অন্যতম শিহরণ জাগানো প্রতীক ছিল ‘আয়নাঘর’, যে শব্দটি এমন গোপন আটককেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, যেখানে ভুক্তভোগীদের কথিতভাবে স্বাভাবিক বিচারিক প্রক্রিয়ার বাইরে আটকে রাখা হতো।

জোরপূর্বক গুম বিষয়ে তদন্ত কমিশন বলেছে, তাদের তদন্তে গোপন আটককেন্দ্র এবং এমন একটি ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেখানে অভিযানগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে খণ্ডিতভাবে পরিচালিত হতো, ফলে দায় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়তো।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কমিশনের প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে বলা হয়, তারা ইতোমধ্যে ১ হাজার ৬৭৬টি অভিযোগ পেয়েছে এবং অনুমান করেছে যে, জোরপূর্বক গুমের সংখ্যা ৩ হাজার ৫০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এতে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার গুমের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এসব ঘটনা গোপন রাখার লক্ষ্যে একটি ‘সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা’র কথা বলা হয়।

পরবর্তী সময়ে তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার বলেছিল, সারা দেশে এ ধরনের শত শত গোপন আটককেন্দ্র ছিল, আর অনেক ভুক্তভোগী মাস বা বছর ধরে বন্দি থাকার পর ফিরে এসেছেন এবং অন্যরা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।জোরপূর্বক গুম বিষয়ে তদন্ত কমিশন গুমের ঘটনায় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক মাত্রা খুঁজে পেয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, জীবিত ফিরে আসা ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছিলেন জামায়াত-শিবিরের নেতা বা কর্মী এবং ২২ শতাংশ বিএনপি ও এর সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমিশনের মতে, যারা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন, তাদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং ২২ শতাংশ জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এই অনুসন্ধান দীর্ঘদিনের সেই অভিযোগকে আরো জোরালো করেছে যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানো, নীরব করা বা নিষ্ক্রিয় করার জন্য জোরপূর্বক গুমকে ব্যবহার করা হয়েছে।

একই সময়ে সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জোরপূর্বক গুমের কোনো নীতি পরিচালনার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আওয়ামী লীগের পুরো মেয়াদজুড়েই বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ছিল। নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারগুলো তাদের স্বজনদের বিষয়ে তথ্যের দাবিতে বারবার বিক্ষোভ, মানববন্ধন ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

ভুক্তভোগীদের পরিবারগুলোর গঠিত প্ল্যাটফর্ম ‘মায়ের ডাক’ সত্য ও জবাবদিহির দাবিতে অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়।

২০২৪ সালের ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় পরিবারগুলো ও অধিকারকর্মীরা মামলাগুলোর আন্তর্জাতিক মানের তদন্তের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেন। ভুক্তভোগীদের স্বজনরা বছরের পর বছর ধরে চলা অনিশ্চয়তা ও মানসিক যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় তদন্তের দুয়ার খুলে দেয়।

বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট জোরপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন করে, যা অপরাধটি প্রতিরোধ এবং ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে দেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকে আরো শক্তিশালী করে।

পরবর্তী সময়ে তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুমোদন করে। যাতে তদন্ত, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা, ক্ষতিপূরণ, আইনি সহায়তা এবং গুমের ঘটনাগুলোর জাতীয় তথ্যভাণ্ডারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

অধ্যাদেশে গোপন আটককেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ব্যবহারকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সরকার পরবর্তীতে একটি স্থায়ী আইনি কাঠামোর দিকে এগিয়ে যায়। ২০২৬ সালের মে মাসে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে পরামর্শের পর যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে, যাতে দায়ীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা যায় এবং বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুম আর কখনো ফিরে আসতে না পারে।

‘জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৬’ শিরোনামের খসড়া আইনটি জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ, দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত এবং ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের সুরক্ষা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

এতে জোরপূর্বক গুমকে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এতে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, যার মধ্যে মৃত্যুর ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে এবং ভুক্তভোগীদের পরিবারকে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও ক্ষতিপূরণ তহবিল পাওয়ার জন্য ‘গুম সনদ’ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

গত ৪ আগস্ট থেকে জনমত গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খসড়া আইনটি বর্তমানে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

জুলাই স্মৃতি জাদুঘর প্রকল্প জানিয়েছে, তারা ওই সময়ের নথি সংরক্ষণ করবে, যার মধ্যে জোরপূর্বক গুম, হত্যাকাণ্ড এবং কথিত আয়নাঘর আটকব্যবস্থার বিষয়ও থাকবে।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গুম ও হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে বলে কথিত অডিও রেকর্ডিংও সংগ্রহ করেছে।

বাংলাদেশ যখন ‘গুম দিবস’ পালন করছে, তখন নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর গল্প এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। পরিবারগুলোর দাবি শুধু ক্ষতিপূরণ বা স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা জানতে চায়, তাদের ছেলে, মেয়ে, স্বামী, বাবা ও ভাইদের কী হয়েছিল এবং তারা চায় দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করা হোক।

তদন্ত কমিশনের অনুসন্ধান, চলমান ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রম এবং প্রস্তাবিত আইনি কাঠামো জোরপূর্বক গুমের বিষয়টি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

এখন চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করা, ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকে ন্যায়বিচার ও প্রতিকার নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আর কখনো এমনভাবে ব্যবহার করতে না দেওয়া।

গুম মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ

সামাজিক কলঙ্ক, আর্থিক সংকট ও একঘরে হয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, আগের (আওয়ামী লীগের) সরকারের আমলে গুম ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। সে সময় চরম নৃশংসতা বিদ্যমান ছিল এবং যেখানে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কেন্দ্রে ছিল গুম। শেষ পর্যন্ত চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।

বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায়ই ভুক্তভোগীদের অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করত, যাতে এসব কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়া যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে ‘মানবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন ও দানবায়িত’ করা হয়েছিল, যাতে এসব কাজ সহজে সম্পন্ন হয়।

গুমের প্রতিটি ঘটনা

প্রতিকার বিল, ২০২৬’ উত্থাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল, ২০২৬’-ও জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। সরকার আশা করে, উত্থাপিত বিলগুলো যথানিয়মে আইনে পরিণত হলে ভবিষ্যতে আর কেউ গুম কিংবা অপহরণের মতো মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধের পথ বেছে নেবে না।

তিনি বলেন, গুম কিংবা অপহরণ শুধু একটি সংখ্যা নয় কিংবা একজন ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া নয়; বরং একটি পরিবারের স্বপ্ন, সাধ ও আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু। একটি পরিবারের সামনে থমকে যাওয়া ভবিষ্যৎ। গুম হয়ে যাওয়া মানুষের অপেক্ষায় থাকা স্বজনদের দিন কাটে এক অনিশ্চিত বাস্তবতায়, যেখানে কোনো সমাপ্তি নেই, নেই শোক পালনের স্বাভাবিক সুযোগ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে ২০২৪ সালে বীর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট চক্রের পতনের পর সৌভাগ্যবান কেউ কেউ ফিরে এসেছেন। অপরদিকে ইলিয়াস আলী কিংবা চৌধুরী আলমের মতো অসংখ্য মানুষের আজও খোঁজ মেলেনি।

তিনি বলেন, আইসিসির রোম সনদের ৭(২) অনুচ্ছেদে গুমকে মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং গুমের ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক গুম বা এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেককে জাগিয়ে রাখতে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘ভিক্টিমস ফার্স্ট, অ্যাকশন্স নাউ’।

এই মনুষ্যত্বহীন অপরাধে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচার ও জবাবদিহিতার জন্য দুনিয়াজুড়ে ঐক্য ও সংহতির আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

লুণ্ঠিত ও অবৈধ

এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এবং পুলিশ বাহিনীকে জনবান্ধব ও জনপ্রত্যাশিত সংস্থায় পরিণত করে এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে নিয়মিত কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, লুণ্ঠিত ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে বিশেষ ইউনিট গঠন করে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। অবৈধ ও লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিয়ে সহায়তাকারীদের জন্য সরকার পুরস্কারের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, যারা ভারী অস্ত্র (হেভি ওয়েপনস) উদ্ধারের জন্য তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন, তাদেরকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কৃত করা হবে। পিস্তল, রিভলবার বা শটগান জাতীয় অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিয়ে সহায়তাকারীদের ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া সাউন্ড গ্রেনেড, লুণ্ঠিত টিয়ারগ্যাস শেল এবং অন্যান্য লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে খবর দিয়ে যারা সহায়তা করবেন, তাদেরকেও ক্ষেত্রবিশেষে ১০ হাজার, ১৫ হাজার ও ২০ হাজার টাকা করে পুরস্কৃত করা হবে।

তথ্য প্রদানকারীদের সুরক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী দৃঢ়ভাবে আশ্বস্ত করে বলেন, তথ্যদাতাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব অস্ত্রের বাতিলকৃত লাইসেন্স জমা দেওয়া হয়নি, সেগুলোকে ইতোমধ্যেই অবৈধ অস্ত্র হিসেবে গণ্য করে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং সেগুলো উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

অপরাধ দমনে পুলিশের দায়বদ্ধতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী জানান, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, কোনো কর্মকর্তা এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, সারাদেশে অবৈধ অস্ত্র, মাদক, চোরাচালান ও চাঁদাবাজি রোধে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সহায়তায় বিশেষ কৌশলগত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) মোঃ আলী হোসেন ফকির’র সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খন্দকার রফিকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সদর দফতরের অতিরিক্ত আইজিপি (প্রশাসন) একেএম আওলাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিভিন্ন রেঞ্জের ডিআইজি, বিভিন্ন মেট্রোপলিটন এলাকার পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এবং জেলার পুলিশ সুপারগণের (এসপি) বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ও মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়ন

সাহায্য-সহযোগিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে বণ্টন করা হচ্ছে। দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি প্রত্যেক পাড়া, মহল্লা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে বিএনপির কর্মী বাড়ানোর জন্য নেতাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার তাগিদ দেন।

তিনি দরিদ্র ও সমাজে অনগ্রসর পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান এবং সরকারি সহযোগিতা সঠিকভাবে বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিশুদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশি বেশি সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে প্রত্যেক নেতাকর্মীকে জনসাধারণের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করারও আহ্বান জানান তিনি।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গড়া, দেশের সর্ববৃহৎ দল বিএনপি সবসময় ঐক্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। বিএনপি কখনো একা চলার বা বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে তারা কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বানও জানান তিনি।

পরাজিত স্বৈরাচারী শক্তির দোসররা গোপনে সংগঠিত হয়ে বিভিন্নভাবে বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপে উসকানিমূলক বার্তা ছড়িয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিএনপির প্রত্যেক নেতাকর্মী এবং সব গণতান্ত্রিক নাগরিককে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে যারা দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, গুম, খুন, সন্ত্রাস ও লুটপাট চালিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে প্রচলিত আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা হবে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- খট্টা মাধবপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী লাবু, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী, হাকিমপুর পৌর বিএনপির সভাপতি মো. ফরিদ খান, সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হকসহ খট্টা মাধবপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি ও এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বর্তমানে দিনাজপুর-৬ নির্বাচনী এলাকার হাকিমপুর, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট–এই চার উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভায় তৃণমূল নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে একের পর এক মতবিনিময় সভা করে যাচ্ছেন।

সরকার গুম, খুন

বলেন, বিএনপি দীর্ঘ ১৮ বছর গুম, খুন ও নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চায়।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজেও গুম ও খুনের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তিনি নিজে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং তার ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্র ও দেশের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি।

মন্ত্রী বলেন, আগামীকাল সারা দেশে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হবে। সকাল ১০টায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বর্তমান নির্বাচিত সরকার দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সরকার, যা গুম, খুন বা কোনো ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনে বিশ্বাস করে না।

তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে আমাদেরকে এ দিবস পালন করতে দেওয়া হয়নি। এখন সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে দেশপ্রেমিক সরকারের উদ্যোগে আমরা দিবসটি সফলভাবে পালন করব বলে আশা করছি।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেন, আমরা দেশের মানুষকে বার্তা দিতে চাই– দেশে গুমের দিন শেষ হয়ে গেছে। ভয়াবহ সেই কালো অধ্যায় অতিক্রম করে আমরা একটি ন্যায়বিচারের দেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

তিনি বলেন, এ ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ আর কখনো দেশে সংঘটিত হতে দেওয়া যাবে না। আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। অতীতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোরও বিচার হবে এবং সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে আমরা এ দিবস পালন করব। বিগত দেড় দশকের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিএনপি ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। দেশে আর কখনো যাতে গুম, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয় সে জন্য সরকার কাজ করছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালে দেশে যে রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল এবং এক মাসের ব্যবধানে প্রায় দুই হাজার নিরীহ ছাত্র-জনতাকে যারা হত্যা করেছে তারা জেলে থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তদন্ত চলছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তাদের বিচার হবে।

একক প্রার্থী নির্ধারণে

করছেন তারেক রহমান। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পর্যায়ক্রমে খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

সর্বশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনা জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে স্থানীয় নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দূর করে একক প্রার্থী বাছাইয়ের নির্দেশ দেন তারেক রহমান। বিতর্কিত কাউকে দলের সমর্থন না দেওয়া এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়।

বিএনপির নেতারা বলছেন, দলীয় প্রতীক না থাকায় প্রভাবশালী অনেক নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চাইতে পারেন। একাধিক প্রার্থী থাকায় তৃণমূলে গ্রুপিং ও কোন্দল বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে অনেক এলাকায় সম্ভাব্য প্রার্থীরা অনুসারীদের নিয়ে আলাদাভাবে শোডাউন করছেন। ফলে বিদ্রোহী প্রার্থী ঠেকানো বিএনপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একক প্রার্থী দিচ্ছে জামায়াত-এনসিপি : স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আপাতত এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি। জামায়াত এরই মধ্যে মাঠপর্যায়ে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান সারা দেশের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনি প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

জামায়াত সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি এলাকায় সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর থেকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য-বিভিন্ন পদে প্রার্থী বাছাই করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগত সমীকরণের কারণে মনোনয়ন না পাওয়া যোগ্য ও সিনিয়র নেতাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কোথাও দলের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থনের কৌশলও নেওয়া হচ্ছে। এনসিপি সূত্র জানায়, স্থানীয় নির্বাচনে আপাতত দলীয়ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তফসিল ও নির্বাচনি জোটের বিষয়টি এখনো পরিষ্কার না হওয়ায় আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বিভিন্ন দলের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির সদস্য রুহুল কবির রিজভী বলেন, তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে বিভিন্ন জেলা ও মহানগর নেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন তারেক রহমান। প্রার্থী বাছাইয়ে জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা, আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা এবং বিজয়ের সম্ভাবনা বিবেচনা করা হবে। জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে দলের পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে। এখন সেটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে সব এলাকায় শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভালো ফল অর্জন করা যায়।

এনসিপির কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতিটি পদে একক প্রার্থী দেবে এনসিপি।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায়

প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল।

তবে নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত হওয়ায় কোম্পানিগুলো এখন মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেট্রোর ২০২৫ অর্থবছরের ‘বিদেশে কার্যরত জাপানি কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক পরিস্থিতি’ শীর্ষক জরিপের তথ্য উল্লেখ করে কাতাওকা বলেন, বাংলাদেশে কার্যরত জাপানি কোম্পানিগুলোর ৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ ‘অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে’ বিনিয়োগের ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা যে জাপানি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল, সেটিই প্রতিফলিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

কাতাওকা বলেন, ‘বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা কোম্পানিগুলোকে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিকে সহজ করে দেয়।’

সম্প্রতি টোকিওতে জাপানি কোম্পানিগুলোর প্রধান কার্যালয় এবং সিঙ্গাপুরের মতো আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সফর বেড়েছে বলেও জানান তিনি।

কাতাওকা বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল হওয়ায় অনেক কোম্পানি বাংলাদেশের বাজার সম্ভাবনা ও ব্যবসায়িক সুযোগ নতুন করে মূল্যায়ন করছে। এই প্রবণতা বাড়ার পেছনে এটিও একটি কারণ।’

আপিল বিভাগে নবনিয়োগপ্রাপ্ত

গনিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে গত বৃহস্পতিবার নিয়োগ দেয়া হয়।

সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাকে এ পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। এই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এ নিয়োগ তার শপথ গ্রহণের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার অব সোশ্যাল সায়েন্স (এমএসএস) এবং আইন বিষয়ে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৮৯ সালের ৩ এপ্রিল জেলা আদালত এবং ১৯৯২ সালের ১১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

পরবর্তীতে তিনি ২০১০ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে উন্নীত হন এবং ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল একই বিভাগে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি তার দীর্ঘ বিচারিক জীবনে ওয়ার্ল্ড পিস ফোরাম আয়োজিত আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সফরে তিনি কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, হংকং ও ভারত ভ্রমণ করেন।

স্থাপনা নির্মাণে নেই

ব্যবহার, ছাদের আয়তন বৃদ্ধিসহ নানাভাবে আইন ভেঙে অনেক কাজ করে। তার পরামর্শ, সিডিএকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। স্থাপনা নির্মাণের সময়ই তদারকি বাড়াতে হবে, নিজস্ব ইন্সপেক্টর দিয়ে নিয়মিত সার্ভে করতে হবে। তবে সঙ্গত কারণে একই ইন্সপেক্টরকে একই এলাকায় বেশি দিন রাখা যাবে না। তিনি বলেন, নিয়মিত পরিদর্শন করে স্থাপনা নির্মাণের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই আছে। সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত ভবন স্থাপনাগুলো কখনো এক ইঞ্চিও কম বেশি হতে পারে না। এটি মনিটরিংয়ের ফল। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পরিদর্শন করা প্রতিটি হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সুপারশপসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভয়াবহ অনিয়ম ধরা পড়ে। প্রতিটি স্থাপনায়ই অবকাঠামোগত অনিয়ম শনাক্ত করা হয়। আবাসিক ভবনের অনুমোদন নিয়ে বাণিজ্য করা এবং বাণিজ্যিক বা আবাসিক ভবনের অনুমোদন নিয়ে হাসপাতাল পরিচালনা করা, পার্কিংয়ের স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার রাখা, ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন ও ডাস্টবিন রাখা, পার্কিং ব্যবস্থা মোটেও না থাকা, ভবনের নকশা না থাকা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা অপ্রতুল থাকা, জরুরি বহির্গমন সিঁড়িতে ময়লার স্তূপ থাকা, অনুমোদিত নকশার বিচ্যুতি ঘটা, নকশার বাইরে লিফট নির্মাণ, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় চরম অব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করা হয়। সিডিএ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব অনিয়ম সংশোধন করতে সময় বেঁধে দিয়ে কঠোর নির্দেশনা দেয়।

কিছু দুষ্কৃতকারী সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশে সারের কোনো সংকট নেই, কিছু দুষ্কৃতকারী সংকট তৈরি করছে। পর্যাপ্ত মজুত থাকার পরও কেউ কেউ কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করছে। এরকম সারের কৃত্রিম সংকট যারা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গতকাল শনিবার দুপুরে সদর উপজেলার হলরুমে ফরিদপুরের পেঁয়াজ ও পাটচাষিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো সার ও কৃষি উপকরণ বিতরণ নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। এ ছাড়া ফরিদপুর অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত ভালো।'
তিনি আরও বলেন, 'এ কারণে অন্যান্য অনেক এলাকার তুলনায় এখানে চাষাবাদে তুলনামূলক কম পরিমাণে সার ব্যবহার করেই ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব। আর এসব কারণে এ অঞ্চলে পেঁয়াজ ও পাট চাষাবাদ খুব ভালো হয়। আগামী দিনে পেঁয়াজ এবং পাট বীজ উৎপাদন করে দেশকে স্বাবলম্বী করার সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'
ফরিদপুরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলার পেঁয়াজ ও পাটচাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো. মাজহারুল ইসলাম।
মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, ফরিদপুর সদর-৩ আসনের সংসদ সদস্য চৌধুরী নায়াব ইউসুফ, ফরিদপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বাবুল, ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ড. মো. ইলিয়াস হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুর রহিম, জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. আফজাল হোসেন খান পলাশসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর ফরিদপুরের পেঁয়াজ ও পাটচাষি, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

গোলের রেকর্ড গড়ে যা বললেন রোনালদো

খেলা ডেস্ক

এক ম্যাচ পরই গোলের দেখা পেয়ে আল নাসরকে জেতালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। একই সঙ্গে সৌদি প্রো লিগে ক্লাবটির হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তবে এমন কীর্তির পরও কৃতিত্বটা শুধু নিজের বলে মনে করেন না তিনি।
শুক্রবার ঘরের মাঠে আল তাওউনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। ম্যাচে ১১ মিনিটে বাসসাম আল হুরাইজি গোল করে আল তাওউনকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সামু কস্তা সমতা ফেরান। বিরতির পর ৫০তম মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন রোনালদো। মোহামেদ সিমাকানের শট জালের দিকেই যাচ্ছিল। খুব কাছ থেকে পা ছুঁইয়ে সেটিকে গোলে পরিণত করেন ৪১ বছর বয়সী রোনালদো।
এই গোলের মাধ্যমে সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে তার গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৪। ১১০ ম্যাচে ১০৪ গোল করে ক্লাবটির হয়ে প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন তিনি। ছাড়িয়ে গেছেন মোহাম্মেদ আল সাহলাওয়িকে, যিনি ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আল নাসরের হয়ে ২০৫ ম্যাচে ১০৩ গোল করেছিলেন।
রেকর্ডের পর উচ্ছ্বসিত রোনালদো বলেন, 'আমি খুব, খুব খুশি। এটি একটি দারুণ অর্জন। তবে এটি কেবল আমার একার অর্জন নয়।'
এই কীর্তির জন্য সতীর্থ ও সমর্থকদেরও কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। রোনালদো বলেন, 'আমাকে আমার সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। কারণ তাদের ছাড়া এটি সম্ভব হতো না। আমি ভক্তদের জন্যও খুব খুশি। তারা আমাকে সব সময় সমর্থন দিয়ে যান।'
চলতি লিগে তিন ম্যাচে রোনালদোর গোলসংখ্যা এখন দুটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্যারিয়ারে তার গোল ৯৭৮টি। অর্থাৎ ১ হাজার গোলের মাইলফলক ছুঁতে আর প্রয়োজন ২২ গোল।
এবারের সৌদি প্রো লিগে দারুণ ছন্দে আছে আল নাসরও। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রথম চার ম্যাচের সবকটিতেই জয় পেয়েছে তারা। ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে দলটি।

বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে

ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর-যে কোনো অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। একইভাবে ক্রমিক ১০ অনুযায়ী, 'ক' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত ইয়াবা বা অ্যামফিটামিন জাতীয় মাদকের ক্ষেত্রে ৪০০ গ্রামের ঊর্ধ্বে হলে একই দণ্ড।
'ক', 'খ', 'গ' শ্রেণির শাস্তি :
'ক' শ্রেণির ক্ষেত্রে ৫ গ্রাম পর্যন্ত হলে অনূন্য ১ বছর, অনূর্ধ্ব ৫ বছর, ৫-২৫ গ্রাম পর্যন্ত হলে অনূন্য ৫ বছর, অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড। 'খ' শ্রেণিভুক্ত গাঁজা, ভাং, চরস এর ক্ষেত্রে ধারা ৩৬(১) এর ক্রমিক ১৯ ও ২০ অনুযায়ী, ১ কেজি পর্যন্ত হলে অনূন্য ১ বছর, অনূর্ধ্ব ৩ বছর, ১-৫ কেজি হলে অনূন্য ৩ বছর, অনূর্ধ্ব ৭ বছর এবং ৫ কেজির ঊর্ধ্বে হলে অনূন্য ৭ বছর, অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
'গ' শ্রেণিভুক্ত অ্যালকোহল জাতীয় মাদকের ক্ষেত্রে ক্রমিক ৩২ অনুযায়ী, ৫০ কেজি/লিটার পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ১ বছর, ৫০-৫০০ কেজি/লিটার পর্যন্ত অনূন্য ৬ মাস, অনূর্ধ্ব ২ বছর এবং ৫০০ কেজি/লিটারের ঊর্ধ্বে হলে অনূন্য ২ বছর, অনূর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ড।
মাদক সেবনে শাস্তি :
ধারা ৩৬(১) এর ক্রমিক ১৬ ও ২১ অনুযায়ী, 'ক' ও 'খ' শ্রেণির মাদক সেবনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শাস্তি অনূন্য ৩ মাস, অনূর্ধ্ব ২ বছর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। তবে ধারা ৩৬(৪) অনুযায়ী আদালত সেবনকারীকে কারাদণ্ডের পরিবর্তে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করতে পারেন। চিকিৎসায় অনিচ্ছুক হলে অনূন্য ৬ মাস, অনূর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।
এছাড়া ধারা ৩৬(৫) অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জনশান্তি বিনষ্ট বা যানবাহন চালালে অনূর্ধ্ব ১ বছর কারাদণ্ড, ধারা ৪৬ অনুযায়ী সকল অপরাধ আমলযোগ্য এবং ধারা ৪৭ অনুযায়ী গুরুতর অপরাধে জামিন প্রায় অসম্ভব।
৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার:
আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী সকল মাদক অপরাধ আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য। ধারা ৪৭ অনুযায়ী, আদালত সহজে জামিন দিতে পারবে না, যদি না সে নারী, শিশু বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়। ধারা ৪৮ ও ৫১ অনুযায়ী গুরুতর অপরাধের বিচার দ্রুত, ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে শেষ করতে হবে।
মোবাইল কোর্ট- সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড:
৩৬(১) এর ক্রমিক ১৬: 'ক' শ্রেণির মাদক সেবন (ধারা ৯(১)(গ) লঙ্ঘন)- শাস্তি অনূন্য ৩ মাস, অনূর্ধ্ব ২ বছর। যেমন - ইয়াবা, হেরোইন সেবনরত অবস্থায় ধরা পড়লে। ধারা ৩৬(১) এর ক্রমিক ২১ ও ২৫: 'খ' শ্রেণি (গাঁজা) ও 'খ' শ্রেণির ৩ নং (অ্যালকোহল) সেবন-শাস্তি ৩ মাস থেকে ২ বছর।
ধারা ৩৯: তল্লাশি ও গ্রেফতারের ক্ষমতার অপব্যবহার -কোনো অফিসার যদি বিনা কারণে কাউকে হয়রানিমূলক তল্লাশি বা গ্রেফতার করে, তার বিচারও মোবাইল কোর্টে হবে। শাস্তি অনূর্ধ্ব ১ বছর।
ধারা ৪২(১): যে অপরাধের জন্য স্বতন্ত্র কোনো শাস্তির উল্লেখ নেই, সেই সব লঘু অপরাধ-শাস্তি অনূর্ধ্ব ১ বছর।এসব ধারায় কোকেন, হেরোইন, ইয়াবাসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের 'ক' তফসিলের মাদকদ্রব্য সেবন বা ব্যবহারসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য ৩ মাস থেকে সর্বোচ্চ ২ বছরের সাজার বিধান রয়েছে।
এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট খালিদ হোসাইন রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস'কে বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন সময়োপযোগী আইন। এই আইনে ধারা ৩৬ অনুযায়ী ২৫ গ্রাম হেরোইন বা ২০০ গ্রামের বেশি ইয়াবার জন্য মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তি রাখা হয়েছে যা সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে ধারা ৩৬(৪) ও ধারা ১৮-তে মাদকসেবীকে অপরাধী না ভেবে রোগী হিসেবে চিকিৎসার সুযোগও রাখা হয়েছে। এটি অত্যন্ত মানবিক।
তিনি বলেন, আইনটির ধারা ৫৭ অনুযায়ী মোবাইল কোর্টকে ২ বছর পর্যন্ত শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ায় মাঠ পর্যায়ে মাদক প্রতিরোধে দ্রুত বিচার সম্ভব হচ্ছে।
ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আকতার হোসেন রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসকে বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কোন ভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে

যানজট শনিবারও পুরোপুরি কাটেনি। একপর্যায়ে কুমিল্লার চান্দিনা থেকে নারায়ণগঞ্জের আষাঢ়িয়ার চর পর্যন্ত প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ঢাকামুখী লেনে যানবাহনের দীর্ঘ সারি। বিভিন্ন সময়ে যানজটের বিস্তৃতি কুমিল্লার আরও ভেতরের অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায়
যানজটের প্রধান কারণ হিসেবে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের আষাঢ়িয়ার চর সেতুর জরুরি সংস্কারকাজকে দায়ী করা হচ্ছে। সেতুর ঢাকামুখী লেনে বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে শুক্রবার সকালে সংস্কারকাজ শুরু করে সড়ক বিভাগ। তাই একটি লেন বন্ধ রেখে অপর লেন দিয়ে সীমিত পরিসরে যানবাহন চলাচল করছে। এতে দ্রুতই যানবাহনের চাপ বেড়ে গিয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
কিন্তু সমস্যা শুধু একটি সেতুতে আটকে থাকেনি। ওই অংশে তৈরি হওয়া জট ধীরে ধীরে পেছনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে দাউদকান্দি, গৌরীপুর, মেঘনা টোলপ্লাজা, ইলিয়টগঞ্জ, চান্দিনা হয়ে কুমিল্লার বিভিন্ন অংশে। ফলে স্বাভাবিক সময়ে এক-দেড় ঘণ্টায় যে পথ পাড়ি দেওয়া যায়, সেটি অতিক্রম করতেই যাত্রীদের লাগছে ৮-১০ ঘণ্টা, কোথাও তারও বেশি।
চার ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার
দাউদকান্দি টোলপ্লাজা এলাকায় আটকে থাকা খন্দকার আরিফ হোসেনের অভিজ্ঞতা ছিল আরও তিক্ত। তিনি জানান, কুমিল্লা থেকে সকালে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে চান্দিনা থেকে দাউদকান্দির প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ আসতেই চার ঘণ্টা লেগেছে। গাড়ি যেন সামনে চলছে না। ছোট শিশুরা প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলেও জানান তিনি।
ঢাকার যাত্রী মোহাম্মদ হোসাইনের ভোগান্তিও ছিল চরমে। পরিবার নিয়ে দুপুর ১২টায় কুমিল্লা থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। কিন্তু দাউদকান্দি আসার আগেই যানজটে আটকে পড়েন।
তিনি বলেন, রাস্তায় ভয়াবহ যানজট। গাড়ির চাকা মাঝে মধ্যে একটু একটু করে ঘুরছে। বেশিরভাগ সময় গাড়ি একজায়গায় আটকে আছে। এভাবে গাড়ির ভেতরে বসে থাকা খুবই কষ্টকর। আমরা যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছি। মেয়েরা ওয়াশ রুমে যেতে পারছে না। কী যে চরম ভোগান্তিতে পড়েছি, বলে বোঝাতে পারবো না।
কুমিল্লা থেকে ঢাকার পথে থাকা আরেকযাত্রী মনির হোসেনের অভিজ্ঞতাও একই। বিমানবন্দরে যাওয়ার তাড়া থাকায় চান্দিনা থেকে অটোরিকশায় গৌরীপুর পর্যন্ত যেতে হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে যে পথে অল্প খরচে যাওয়া যায়, যানজটের কারণে সেখানে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হয়েছে। চার ঘণ্টায় কুমিল্লা থেকে গৌরীপুরে পৌঁছানোর পরও সামনে ছিল দীর্ঘ যানজট।
নারী-শিশু-বয়স্কদের দুর্ভোগ বেশি
দীর্ঘ সময় বাসের ভেতরে বসে থাকায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন নারী, শিশু ও বয়স্করা। কোথাও গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে যাত্রীরা অপেক্ষা করেছেন, আবার কোথাও প্রয়োজনের তাগিদে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। খাবার ও পানির সংকটেও পড়তে হয়েছে অনেককে।
আয়েশা নামের একজন বলেন, দুপুরে কুমিল্লার কোটবাড়ি এলাকা থেকে ঢাকার বাসায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেয়। পাঁচ ঘণ্টায় দাউদকান্দি পর্যন্ত আসতে পেরেছি। ওয়াশ রুমে যাওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু ওয়াশ রুম কোথায় পাবো। ছেলেরা রাস্তার ধারে কাজ সারছে, আমরা নারীরা তো তা পারিনি। খুবই অস্বস্তির মধ্যে আছে। জানি না কখন ঢাকায় পৌঁছাতে পারবো। এভাবে থাকলে মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়বো।
ছোট শিশু সন্তানকে নিয়ে ঢাকার কলাবাগানের বাসায় যাবেন তানিয়া আক্তার। দাউদকান্দি এলাকায় কথা হয় এই চাকরিজীবী নারীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ছুটির দিন হওয়ায় শুক্রবার কুমিল্লায় বাবার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আগামীকাল রোববার অফিস আছে, তাই ঢাকায় ফিরছি। কিন্তু রাস্তায় ভয়াবহ যানজটের মধ্যে পড়েছি। বাবু অনেক কান্নাকাটি করছে। ঢাকায় যাওয়ার বিকল্প কোনো উপায় নেই। তাই অসহনীয় দুর্ভোগ মেনে নিয়ে এভাবে রাস্তায় আটকে রয়েছি। কখন ঢাকার বাসায় পৌঁছাতে পারবো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।
ঢাকা থেকে কুমিল্লার আবাসিক ট্রেনিং করতে এসেছিলেন আব্দুর রহমান। তিনি বলেন, দুপুরের খাবার খেয়ে কুমিল্লা থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা করি। চান্দিনায় এসে যানজটে পড়ি। ৪-৫ ঘণ্টায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার এসেছি। গাড়ির ভেতরে সবাই খুবই অস্বস্তির মধ্যে আছি। এভাবে রাস্তায় আটকে থাকা খুবই কষ্টকর। এটা যে কী ধরনের কষ্ট বলে বোঝানো যাবে না।
বিপাকে পরিবহন শ্রমিকরাও
শুধু যাত্রীরাই নন, দীর্ঘ যানজটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসের চালক, হেলপার ও অন্যান্য পরিবহনকর্মীরাও। দীর্ঘ সময় গাড়ি আটকে থাকায় তাদের কর্মঘণ্টা বেড়েছে, আবার যাত্রীদের অসন্তোষও সামলাতে হচ্ছে।
বাসচালক নবী হোসেন জানান, পাখির মোড় এলাকা থেকে যানজটে পড়ার পর ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছাতেই প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে। অন্যদিকে ট্রাকচালক আলাউদ্দিন জানান, ভবেরচর এলাকা থেকে যানজটে আটকে ভাটেরচর পর্যন্ত আসতেও প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে।
এশিয়া এয়ারকন পরিবহনের চালকের সহকারী মো. আকাশ বলেন, কুমিল্লা থেকে গাড়ি ছেড়ে গৌরিপুর এসে যানজটে পড়ি। কয়েক ঘণ্টায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার আসতে পেরেছি। যে রাস্তা পার হতে ১০ মিনিটের মতো সময় লাগে, সেই রাস্তায় ঘণ্টার ওপরে লাগছে।
তিনি বলেন, যাত্রীরা অস্বস্তি প্রকাশ করছেন। যাত্রীরা মাঝে মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছেন। কিন্তু আমাদের গাড়ি সব সময় চালু রাখতে হচ্ছে। এতে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক বেশি তেল পুড়ছে। এতে অনেক লোকসান। কিন্তু কিছুই তো করার নেই।
আর এক পরিবহনের চালক ইলিয়াস আলী বলেন, এমন পরিস্থিতিতে যাত্রীদের যেমন গন্তব্যে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা থাকে না, তেমনি গাড়ির সময়সূচিও পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। একটি গাড়ি কয়েক ঘণ্টা আটকে গেলে পরবর্তী ট্রিপও বাতিল বা বিলম্বিত হয়। ফলে পুরো পরিবহন ব্যবস্থায় এর প্রভাব পড়ে।
তিনি বলেন, রাস্তায় স্টিয়ারিং ধরে যানজটে আটকে থাকলে আমাদেরও ভালো লাগে না। কিন্তু কিছুই তো করার নেই, ভয়াবহ যানজটে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে রয়েছি। স্বাভাবিক সময়ে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় যেতে ২ ঘণ্টার মতো সময় লাগে, আজ ১০ ঘণ্টাতেই যেতে পারবো কি না জানি না। এই পুরো সময় গাড়ি চালু রাখতে হবে। সুতরাং স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আজ আমাদের একটিপে তেল খরচ প্রায় ১০ গুণ।

অর্থনীতির নতুন

বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) বিনিয়োগ, যার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। প্রকল্পের আওতায় কনটেইনার ইয়ার্ড, জেটি, গেট, আধুনিক কার্গো হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে উঠবে।
প্রস্তাবিত টার্মিনালের বার্ষিক হ্যান্ডলিং সক্ষমতা হবে প্রায় ০.৮ মিলিয়ন এঞউটং এবং জেটির দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬১৫ মিটার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক এসটিএস ক্রেনসহ উন্নত কার্গো হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা এখানে স্থাপন করা হবে।
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা উপস্থিত থাকবেন।

সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়ছে

হিসাবগুলোয় জমা রয়েছে ২০ হাজার ২১৩ দশমিক ২৩ মিলিয়ন টাকা বা ২ হাজার ২১ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যা মোট আমানতের ৫৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ। মেয়েদের হিসাবে রয়েছে ১৪ হাজার ৯৭৫ দশমিক ৫৩ মিলিয়ন টাকা বা ১ হাজার ৪৯৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকা, যা মোট আমানতের ৪২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ মোট হিসাবের ব্যবধানের পাশাপাশি আমানতের ক্ষেত্রেও ছেলে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে রয়েছে। তবে মোট স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের প্রায় ৪৬ শতাংশই মেয়েদের নামে, যা শিক্ষার্থীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরে।
বেসরকারি ব্যাংকেই ৭৩ শতাংশ হিসাব : ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আধিপত্য রয়েছে। জুন শেষে মোট হিসাবের ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশই রয়েছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয়। সর্বশেষ প্রান্তিকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৬৭টি। এক বছরের ব্যবধানে এ শ্রেণির ব্যাংকে হিসাব বেড়েছে ৬২ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় হিসাব রয়েছে ১৬ লাখ ৪২ হাজার ৩৩৫টি; এক বছরে বেড়েছে ৩৭ দশমিক ৮৪ শতাংশ। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোয় হিসাবের সংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার ১৪৩টি, যা এক বছরে ৩০ দশমিক ১০ শতাংশ বেড়েছে। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় রয়েছে ২ হাজার ৭৭০টি হিসাব। আমানতের ক্ষেত্রেও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এগিয়ে। জুন শেষে এসব ব্যাংকে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং আমানত দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৬৩৫ দশমিক ২২ মিলিয়ন টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে রয়েছে ৫ হাজার ৫৯৪ দশমিক ২৬ মিলিয়ন টাকা, বিশেষায়িত ব্যাংকে ৯০৭ দশমিক ১৮ মিলিয়ন এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ৫২ দশমিক ১০ মিলিয়ন টাকা।
হিসাব খোলায় শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক, আমানতে ডাচ্ বাংলা : ব্যাংকভিত্তিক হিসাবে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব খোলায় শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ব্যাংকটির হিসাব সংখ্যা ১৬ লাখ ২৩ হাজার ৬১৭টি, যা মোট হিসাবের ২৩ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি। তাদের স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব ১৫ লাখ ১৯ হাজার ২৩৪টি বা মোটের ২১ দশমিক ৫২ শতাংশ। এরপর সোনালী ব্যাংক পিএলসি ৫ লাখ ৭৭ হাজার ৫০২টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি ৪ লাখ ২৮ হাজার ৫টি এবং অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৭৮২টি হিসাব নিয়ে শীর্ষ পাঁচে রয়েছে। এই পাঁচ ব্যাংক মিলে মোট স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের ৬৪ দশমিক ২৫ শতাংশ খুলেছে। তবে আমানতের হিসাবে শীর্ষে রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক। ব্যাংকটির স্টুডেন্ট ব্যাংকিং আমানত ৯ হাজার ৪২ দশমিক ৬ মিলিয়ন টাকা, যা মোট আমানতের ২৫ দশমিক ৭০ শতাংশ। দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি ৬ হাজার ১০৭ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন টাকা বা ১৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এরপর রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও জনতা ব্যাংক পিএলসি।
১০০ টাকা দিয়েই হিসাব খোলার সুযোগ : স্টুডেন্ট ব্যাংকিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের ছোট বয়স থেকেই ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত এবং নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করা। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো কোনো সার্ভিস চার্জ ছাড়াই সর্বনিম্ন ১০০ টাকা আমানত নিয়ে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারে। নির্ধারিত লেনদেন সীমার মধ্যে এসব হিসাবে এটিএম বা ডেবিট কার্ড, এসএমএস ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো সুবিধা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে ব্যাংকগুলোকে বিনামূল্যে ডেবিট কার্ড, বৃত্তি, শিক্ষামূলক উপহার ও পুরস্কারের মতো প্রণোদনা দেওয়ার জন্যও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া 'ওয়ান ব্রাঞ্চ ওয়ান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট' নীতির আওতায় ব্যাংক শাখাগুলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে হিসাব খোলা ও আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

জনগণের প্রত্যাশা পূরণে

প্রতিমন্ত্রী দেশের চলমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি, স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং ই-রিকশা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।
দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে সরকারের স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তুলে ধরবেন।
স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের গুরুত্ব রয়েছে। চলমান অর্থবছরের মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে জানান তিনি।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রতিটি উদ্যোগের মূল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ, সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দেশের উন্নয়নকে আরও গতিশীল করা। এ লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ও সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সাংবাদিকদের সুরক্ষা না

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন বাহারি, সহ-সভাপতি কামাল হোসেন আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক ইকরাম চৌধুরী টিপু, সাংবাদিক ইউনিয়ন, কক্সবাজার-এর সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাফর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।
বিএফইউজে'র মহাসচিব বলেন, স্বাধীন ও মুক্ত সাংবাদিকতা করতে না পারলে দেশ ও গণতন্ত্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে সাংবাদিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকদের সুরক্ষা না থাকলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হবে। তিনি গণমাধ্যমের সুরক্ষার পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সাংবাদিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
কাদের গনি চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকরা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জ শেষ হয়নি। দেশে সাংবাদিকতার পরিবেশ নানা কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।
রাজনৈতিক প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক চাপ এবং পেশাগত অনিরাপত্তাড়সব মিলিয়ে অনেক সাংবাদিক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না।
তিনি বলেন, সাংবাদিকদের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ যেমন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে, তেমনি অপসাংবাদিকতা ও পেশাগত দক্ষতার অভাবও বড় সমস্যা। একই সঙ্গে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও কখনো কখনো এমন চাপ তৈরি হয়, যা সাংবাদিকদের নৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে।
দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে হলে শুধু নিরাপত্তাই নয়, সাংবাদিকদের ন্যায্য বেতন, কর্মপরিবেশ এবং পেশাগত মর্যাদাও নিশ্চিত করতে হবে। অধিকাংশ গণমাধ্যম ওয়েজবোর্ড মেনে বেতন দেয় না। অনেক গণমাধ্যমে সাংবাদিকদের বেতন দেন মালিকের ড্রাইভারের বেতনের চেয়েও কম। এসব বন্ধ করতে হবে।
আমরা সরকারকে বলেছি "নো ওয়েজবোর্ড, নো মিডিয়া" নীতি কার্যকর করতে। এটা করা গেলে গণমাধ্যমের ভেতরের অনেক নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব হবে।
বিএফইউজে মহাসচিব বলেন, সাংবাদিকতা নিছক চাকরি নয়। দেশে গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার, সব ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা এবং বৈষম্য দূর করায় সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গণমাধ্যমের যদি উচ্চকণ্ঠ না থাকে, তাহলে সমাজে অনেক ধরনের অপরাধ ছড়িয়ে পড়ে।
তিনি বলেন, সাংবাদিকতা স্বাধীন ও শক্তিশালী না হলে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন বিচার বিভাগের পাশাপাশি স্বাধীন গণমাধ্যমকে আলাদা করে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত মামলা, নির্যাতন ও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন।
সরকারের উদ্দেশে সাংবাদিকদের এ নেতা বলেন, স্বাধীন সাংবাদিকতা হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা সরকারকে সত্য কথা বলবে। মিডিয়া যা বলছে তা যাচাইয়েরও সরকারের সুযোগ আছে।কাদের গনি চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকদের জাতির বিবেক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতির বিবেক যদি সাংবাদিক হন, আর সেই বিবেকের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যদি হয় কলম, তাহলে সেই কলম থামিয়ে দেওয়া মানে শুধু একজন সাংবাদিকের কণ্ঠ রোধ করা নয়ড় এটি সত্য প্রকাশের পথকে সংকুচিত করে।
কাদের গনি চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকের ওপর আঘাত মানে বিবেকের ওপর আঘাত। একজন সাংবাদিক যখন দুর্নীতি, অনিয়ম, সন্ত্রাস, অব্যবস্থাপনা কিংবা মানুষের ওপর অন্যায়ের ঘটনা তুলে ধরেন, তখন তিনি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করেন। তার প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমস্যার বিষয়ে জানতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু সত্য প্রকাশের কারণে যদি কোনো সাংবাদিক হামলা, হুমকি বা হয়রানির শিকার হন, তাহলে এর প্রভাব শুধু তার ওপরই পড়ে না। এতে অন্য সাংবাদিকদের মধ্যেও ভয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে সত্য জানলেও অনেকে তা প্রকাশ করতে সাহস করবেন না। মনে রাখবেন কলমকে থামানো যায়, সত্যকে নয়।
তিনি বলেন, সাংবাদিকের হাতে থাকা কলম কোনো ধ্বংসের অস্ত্র নয়। এটি মানুষের কথা বলার, সত্য তুলে ধরার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার মাধ্যম।
তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকের কলম মানুষের কষ্টের কথা বলে। এই কলম অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে। এই কলম মানবিক বাংলাদেশের কথা বলে। এই কলম থামানো যাবে না। এতে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সাংবাদিকের কলমকে ভয় না পেয়ে তাকে লিখতে দেওয়া, ক্ষমতাবানদের প্রশ্ন করতে দেওয়া এবং ক্ষমতাবানদের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণের। ভুলে গেলে চলবে না একটি জাতির উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করে না। একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার ন্যায়বোধ, মানবিকতা, জবাবদিহি এবং সত্য বলার সাহসের মধ্যে নিহিত। সাংবাদিকরা যদি নিরাপদে কাজ করতে না পারেন, যদি সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে হামলার শিকার হন, যদি প্রশ্ন করার কারণে হুমকি পানড়তাহলে সমাজে ভয় ও নীরবতার সংস্কৃতি তৈরি হয়।
তিনি বলেন, যখন জাতির বিবেক নীরব হয়ে যায়, তখন অন্যায়কে অন্যায় বলার মানুষও কমে যায়। তাই সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা শুধু সাংবাদিকদের স্বার্থ নয়; এটি সাধারণ মানুষের জানার অধিকার রক্ষারও অংশ। কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার সমাধান হতে হবে আইন ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। হামলা, ভয়ভীতি বা চাপ প্রয়োগ করে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না।

নেপাল ও চীনের

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে জীবিতদের উদ্ধারে উদ্ধারকারী দলগুলো দ্রুত কাজ করছে। তবে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে অনেক এলাকায় খাবার ও পানির সরবরাহ ফুরিয়ে আসছে।
নিখোঁজদের উদ্ধারে তৎপরতার মধ্যেই নতুন করে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
প্রচণ্ড স্রোতে বরফ ও কাদা জমে বিভিন্ন স্থানে বিশাল জলাধারের মতো পানি জমেছে। এর মধ্যে একটি জলাধার এখন সেখানে নিখোঁজদের সন্ধানে কাজ করা উদ্ধারকর্মীদের জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নেপালের পুলিশ সব উদ্ধারকর্মীকে 'অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার' আহ্বান জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, তিব্বত প্রান্তে আবারও একটি বাঁধ ভেঙে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।
তিব্বতে বিদেশি সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত এবং সেখানে চীনা কর্তৃপক্ষই মূলত তথ্য দিচ্ছে। নতুন করে বন্যার আশঙ্কায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত গিরং এলাকায় চীনের উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল। পরে কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিস্থিতির ঝুঁকি কিছুটা কমেছে।
চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া শনিবার ভোরে জানিয়েছে, ওই এলাকায় দুই গ্রামবাসীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।
নেপাল সীমান্তের দিকে ত্রিশূলী-৩ এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি সুড়ঙ্গে কয়েকজন মানুষ আটকা পড়েছেন বলে শনাক্ত করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। তাদের উদ্ধারে সুড়ঙ্গে প্রবেশের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।
নেপালি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র রাজা রাম বাসনেত এএফপিকে বলেন, 'দুটি হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে। তবে উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ সুড়ঙ্গের প্রবেশপথগুলোই ঠিকমতো শনাক্ত করা কঠিন।'
তিনি জানান, ওই এলাকা থেকে প্রায় ৩৫০ জন শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে একই এলাকায় আটকা পড়া আরও শতাধিক মানুষকে উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
ত্রিশূলী উপত্যকার অন্যান্য বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উদ্ধার হওয়া শ্রমিকরা জানিয়েছেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বুদ্ধ তামাং এএফপিকে বলেন, বন্যার সময় তিনি কর্মস্থলের একটি সুড়ঙ্গের ভেতরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।
২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সেখানে আটকা থাকার পর বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে করে তাকে উদ্ধার করা হয়। তামাং বলেন, 'অন্য পাশে কাজ করা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবাই ভেসে গেছেন।'
শুক্রবার নেপাল জানিয়েছে, দেশটিতে বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৭৯ জনে দাঁড়িয়েছে।
নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশটিতে ১ হাজার ৯২৪ জনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাদের মধ্যে ৫১৭ জন বিদেশি নাগরিক। এর আগে নিখোঁজের সংখ্যা ছিল ৯৭৭।
ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নেপাল থেকে প্রবাহিত নদীগুলো থেকে তারা সাতটি মরদেহ উদ্ধার করেছে। এসব মরদেহ বন্যায় ভেসে যাওয়া ব্যক্তিদের বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কৈলাস তীর্থযাত্রার পথে বিপর্যয়
নেপাল-চীন সীমান্তে নিখোঁজদের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বহু হিন্দু তীর্থযাত্রীও রয়েছেন। তাদের অনেকেই তিব্বতের পবিত্র কৈলাস পর্বতে তীর্থযাত্রায় যাচ্ছিলেন।
৪৬ বছর বয়সী শিবরঞ্জনী মুথুনাথান ৫৬ জনের সঙ্গে একটি বাসে করে চীনের সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তারা যানজটে আটকে পড়েছেন বলে মনে করেছিলেন।
মুথুনাথান শুক্রবার এএফপিকে বলেন, 'এরপর কুয়াশা, ধোঁয়াড়এমন কিছু একটা আমাদের হঠাৎ ঘিরে ফেলল।' এ সময় তিনি নিজের মোবাইলে ধারণ করা পানির প্রবল স্রোত তাদের দিকে ধেয়ে আসার একটি ভিডিওও দেখান। তাদের চারপাশে গাড়িগুলো পানির স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল এবং কাদার নিচে চাপা পড়ছিল।
তিনি বলেন, 'একজন একজন করে আমরাও চালকের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসি। এরপর দৌড়ে একটি পাহাড়ের ওপর উঠে যাই।'

গরম হচ্ছে হিমালয়

জনসংখ্যার ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।
মস্ক ডিয়ার : বরফে ঘুরে বেড়ানো হরিণের এই প্রজাতিটি ইতোমধ্যে বিপন্নের তালিকায় উঠে গেছে। শিকার ও আবাসস্থল ধ্বংস এর বড় হুমকি। জলবায়ু পরিবর্তন সেই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, প্রজাতিটি জলবায়ু পরিবর্তনে কিছুটা অভিযোজনক্ষমতা দেখাতে পারলেও শিকার ও আবাসস্থল ধ্বংস নিয়ন্ত্রণ না করলে প্রাণীটি হারিয়ে যাবে।
পিকা : হিমালয়ের উচ্চভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র প্রাণী। ৬.৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। সূর্য ওঠার আগে বেশি সক্রিয় থাকে। গত জুনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় হিমালয়ান পিকার বিভিন্ন প্রজাতির জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, পরিবর্তিত আবহাওয়ায় কিছু প্রজাতি টিকে থাকতে পারলেও অনেকগুলোই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি অতিসংবেদনশীল। আর পাহাড়ের এই ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী কমে গেলে বড় শিকারি প্রাণীর খাদ্যজালেও প্রভাব পড়বে।
মোনাল : হিমালয় অঞ্চলের সুদর্শন পাখি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে গাছের সীমারেখা ওপরে উঠে আসতে পারে। এতে মোনালের টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলপাইন তৃণভূমি সংকুচিত হতে পারে। অনিয়মিত তুষারপাত এবং দীর্ঘ শুষ্ক সময় খাদ্যের প্রাপ্যতা ও প্রজননেও প্রভাব ফেলতে পারে।
ব্রাউন বিয়ার : এভাবে বরফ গলতে থাকলে প্রাণীটির খাদ্য ও আবাসস্থলে পরিবর্তন ঘটতে পারে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীটির বসবাস উপযোগী অঞ্চল সংকুচিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ফলে এই প্রাণীটিও ঝুঁকিতে রয়েছে।
নদীর প্রাণীর বড় বিপদ : হিমালয়ের জীববৈচিত্র্যের সংকট শুধু পাহাড়ে সীমাবদ্ধ নয়। হিমবাহের পরিবর্তন নদীর প্রবাহ, পানির তাপমাত্রা ও পলির গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে। ফলে উজানের নদী থেকে শুরু করে নিচের অববাহিকা পর্যন্ত জলজ প্রাণীর ওপর প্রভাব পড়তে পারে। একই সঙ্গে আকস্মিক হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণ বা পাহাড়ধস নদীর পরিবেশে হঠাৎ বিপর্যয় ঘটাতে পারে। অর্থাৎ হিমালয়ের বরফ গলার প্রভাব শেষ পর্যন্ত নদীর মাছ, জলজ পোকামাকড়, উভচর প্রাণী এবং নদীভিত্তিক পুরো খাদ্যশৃঙ্খলেও পড়বে।
বাংলাদেশের জন্যও সতর্কবার্তা : হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলোই বাংলাদেশসহ গোটা গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হিমবাহের পরিবর্তন মানে শুধু পাহাড়ে বরফ কমে যাওয়া নয়; এর সঙ্গে যুক্ত নদীর প্রবাহ, বন্যা, পানির প্রাপ্যতা, নদীর নাব্যতা, কৃষি এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গেও সম্পর্কিত।
পরিবেশবিদরা বলছেন, প্রাণী সাধারণত একদিনে বিলুপ্ত হয় না। আগে কমে যায় তার আবাসস্থল। তারপর কমে খাদ্য। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দলগুলো। প্রজননের সুযোগ কমে। শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো প্রজাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন।

আগামী গ্রীষ্মে বিদ্যুতের

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মানসম্মত ও নৈতিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সৌদি আরব তো তেলের ওপর ভাসছে। সেখানে কেন তেলের দাম বাড়ল? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন তেল-গ্যাসের দাম বাড়ল? বিশ্ববাজারে দাম বাড়ছে। সেখানে আমাদের মতো একটি দেশে সরকার কতদিন সমন্বয় না করে থাকবে?' তিনি বলেন, 'তারপরও সরকার জনগণের কথা বিবেচনা করে সমন্বয় করছে। এজন্য নিজেদের মধ্যে পরিমিতিবোধ তৈরি করার পাশাপাশি শিশুদেরও সম্পদের পরিমিত ব্যবহার শেখাতে হবে।'
শিক্ষকদের উদ্দেশে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের নৈতিক শিক্ষার ভিত গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা ও মানসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করতে হবে।
অর্থের অভাবে কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো শিক্ষার্থী আর্থিক সংকটে পড়লে সরকারের পক্ষ থেকে তার পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া হবে।
নিজ দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'দলীয় বা রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার কিংবা অরাজকতা সৃষ্টি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। কেউ এমনটি করলে তার বিরুদ্ধে প্রথমে সাংগঠনিক এবং পরে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক দেলোয়ার হোসেন খোকন।

অষ্টম হাকনের নেতৃত্বে

দাদার মতো হাকনও ট্রনহেইম ক্যাথেড্রালে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার রাজত্বের আনুষ্ঠানিক আশীর্বাদ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ১৮১৪ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এই ক্যাথেড্রালেই নরওয়ের রাজাদের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হতো।
'দাদার মতো'
ইউরোপের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ক্ষমতাসীন রাজা হ্যারাল্ড ১৭ আগস্ট থেকে অসলোতে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রক্তের লোহিত কণিকা অস্বাভাবিক দ্রুত ধ্বংস হওয়ার কারণে সৃষ্ট হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়াতে ভুগছিলেন তিনি। এ রোগে সাধারণত দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
স্টোর বলেন, ১৯৯১ সালে সিংহাসনে বসা হ্যারাল্ড ছিলেন 'তার সময়ের উপযোগী এবং সময়ের দাবি পূরণ করা একজন রাজা।'
তিনি বলেন, কয়েক দশকের ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হ্যারাল্ড নরওয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই সময়ে দেশটি 'আরও ধনী হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে এবং সমাজ আরও বৈচিত্র্যময় হয়েছে।'
শুক্রবার দিনভর হাজার হাজার নরওয়েজিয়ান অসলো রাজপ্রাসাদের সামনে জড়ো হন। সন্ধ্যায় ভারী বৃষ্টি শুরু হলেও মানুষের উপস্থিতি কমেনি।
তারা সেখানে ফুল, কার্ড এবং লাল-সাদা-নীল জাতীয় পতাকা রেখে শ্রদ্ধা জানান। অনেককে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে এবং একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায়।
৪৯ বছর বয়সী লাইন স্টুসল্যান্ড ফুলের তোড়া রাখার আগে এএফপিকে বলেন, 'তিনি আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঐক্যবদ্ধকারী রাজা, জনগণের রাজা।'
তিনি আরও বলেন, 'তিনি যেন পুরো জাতির দাদার মতো ছিলেন।'
হ্যারাল্ডকে উদার ও সহনশীল নরওয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যাপকভাবে দেখা হতো।

গ্যাসের প্রেশার কম

সামনে গাড়ির দীর্ঘ লাইন। যাত্রী টানতে না পারায় রুজি-রোজগার ও পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বেশির ভাগ চালক। গ্যাস বিক্রি কম হওয়ায় লোকসান গুনতে হচ্ছে ফিলিং স্টেশন মালিকদেরও।
রাসেল ফিলিং অ্যান্ড সিএনজি স্টেশনে রেন্ট-এ-কার চালক মো. বশির হাওলাদার বলেন, ঠিকমতো গ্যাস না পাওয়ায় প্রতিদিন লোকসান গুনতে হচ্ছে। দূরপাল্লার যাত্রী নিতে পারছি না। যাত্রী গাড়িতে রেখে এখন আর গ্যাস নেওয়া যায় না। কারণ ২-৩ ঘণ্টা লাইনে থাকতে হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের পরিবারের সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে।
সবুজবাগে চাপ সর্বনিম্ন
মুগদা, মানিকনগর, সবুজবাগ, খিলগাঁও, বনশ্রী ও হাজীপাড়া এলাকায় অন্যদিনের তুলনায় বেশি গ্যাস সংকট দেখা গেছে। গ্যাসের চাপ সর্বনিম্ন থাকায় বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন সিএনজিচালিত যানবাহনের চালকেরা। অনেক ফিলিং স্টেশনে 'গ্যাস নেই' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখতেও দেখা গেছে।
শান্ত ফিলিং স্টেশনে লাইনে থাকা চালক কবির হোসেন বলেন, সকাল ৯টায় লাইনে দাঁড়িয়েছি, এখন দুপুর ২টা। কিন্তু সিরিয়াল পাইনি। দিন যত যাচ্ছে গ্যাসের সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। গ্যাস না পেলেও মালিককে প্রতিদিন ১ হাজার ২০০ টাকা জমা দিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে কী করব বুঝতে পারছি না।
উত্তরায় সরবরাহ বন্ধ, কোথাও দীর্ঘ লাইন
উত্তরায় গ্যাস সংকট ছিল তীব্র। গ্যাসের অভাবে অধিকাংশ সিএনজি ফিলিং স্টেশনে সরবরাহ বন্ধ ছিল। যেসব স্টেশন চালু রাখা হয়েছিল, চাপ কম থাকায় সেগুলোতে পরিবহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়।
খন্দকার ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার কামাল আহমেদ বলেন, পরিবহনের বড় একটি অংশ গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। ফলে গ্যাসের চাপ কম থাকায় পরিবহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানে আমাদের কিছুই করার নেই।
সিএনজিচালক জসিম বলেন, রাত থেকে লাইনে আছি, এখনো গ্যাস পাইনি। এভাবে চলতে থাকলে সংসার চালাব কীভাবে। সামনে বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দেব কীভাবে। এত মানসিক চাপ আর নিতে পারছি না।
বাসাবাড়িতেও গ্যাস সংকট
শুধু সিএনজি ফিলিং স্টেশন নয়, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বাসাবাড়িতেও গ্যাস সংকট চরমে। গ্যাস না থাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বলছে না চুলা। বাধ্য হয়ে অধিকাংশ পরিবার সিলিন্ডার ও বৈদ্যুতিক চুলায় রান্না করছে। বিকল্প হিসেবে অনেকে হোটেলের খাবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।
এ ছাড়া দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার পথে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও স্থবির হয়ে পড়ছে।
উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের বাসিন্দা জাহানারা বেগম বলেন, ভোরে গ্যাস থাকলে সারা দিনের রান্না করে রাখা যায়। কিন্তু গত তিন দিন ধরে গ্যাস নেই বললেই চলে। বাধ্য হয়ে হোটেল থেকে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে।
বনশ্রী এলাকার গৃহিণী চম্পা খাতুন বলেন, সকাল থেকে বাসায় কোনো গ্যাস নেই। বৈদ্যুতিক চুলায় রান্না করতে হয়েছে। এখন তো বিদ্যুৎই আমাদের ভরসা হয়ে গেছে। আবার কারেন্ট চলে গেলে বসে থাকতে হয়। আমরা সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছি।
ডেমরার গৃহিণী আফরোজা বেগম বলেন, গ্যাস তো আজ অনেক দিন নেই। আমরা বৈদ্যুতিক চুলাতেই রান্না করছি। বিদ্যুৎ চলে গেলে সেই রান্নাও বন্ধ। গ্যাসের সমস্যা সমাধানে সরকার কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। আমাদের এলাকায় অনেক বাসাবাড়িতেই গ্যাস নেই।
বাড্ডার গৃহিণী শায়লা বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ; দুটোরই সমস্যা। আমরা খুবই সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাসাবাড়ির গ্যাস সংকটে রাজধানীর হাজার হাজার পরিবার এখন বিকল্প উপায়ে রান্না করছে। ইনডাকশন চুলা ও রাইস কুকারের দামও বেড়ে গেছে।

একের পর এক ভয়ংকর খুন

ঘরে-বাইরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

> গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিএনপি সরকার গঠনের শুরুতেই তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির বিষয়টিকে রেখেছিল। তবে গত ছয় মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেওয়া পদক্ষেপগুলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি এবং নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ফেরানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েই গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছিল নাগরিক নিরাপত্তা। গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিএনপি সরকার গঠনের শুরুতেই তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির বিষয়টিকে রেখেছিল। তবে গত ছয় মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেওয়া পদক্ষেপগুলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি এবং নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ফেরানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েই গেছে। গত সপ্তাহে রংপুরের মেছুয়াপাড়ায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের হত্যাকাণ্ড নতুন করে নাগরিকদের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগের সামষ্টিক অনুভূতি তৈরি করেছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের কারণ নিয়ে পুলিশের প্রাথমিক ভাষ্য ভুক্তভোগী পরিবার এবং জনমনে সংশয় ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

রংপুরের এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না। গত ২৫ জুন লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে মা ও তিন মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করেন এক যুবক। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, ছয় মাসে একই পরিবারের একাধিক সদস্য খুনের ঘটনা ঘটেছে ১৮টি। এসব ঘটনায় ৪৭ জন হত্যার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি ঘটনা ঘটেছে নিজেদের বাড়ি বা ঘরের মধ্যে। এসব ঘটনায় শিশুরাও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ঘর বা আবাসস্থল মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিত, সেখানেই একেকটা পরিবারের একাধিক সদস্য খুন হচ্ছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এসব খুন গোটা সমাজেই নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করে। খুনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এর পেছনে মাদক, সম্পত্তি বা জমির বিরোধ, দাম্পত্য বা পারিবারিক কলহের মতো কারণ জড়িত। রংপুরের চার খুনে গ্রেপ্তার সন্দেহভাজন দুই আসামি মাদকাসক্ত বলে পুলিশ জানিয়েছে। লক্ষ্মীপুরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত যুবকও ছিলেন মাদকাসক্ত। সম্প্রতি দ্য আইরিশ টাইমস বাংলাদেশে ইয়াবা আসক্তির মহামারি নিয়ে এক প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছিল 'এই জিনিসটা মানুষকে পশু বানিয়ে দেয়'। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ বেড়ে যাওয়ার পেছনে ইয়াবাসহ সিনথেটিক মাদকের বিস্তারকে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মিয়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে দেদার ইয়াবার মতো ভয়ংকর মাদক আসছে। আর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সেটা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে মাদক প্রবেশের উৎসমুখ বন্ধ না করে এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তিশালী না করে যতই মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হোক, সেটা শেষ পর্যন্ত অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হতে বাধ্য। রংপুরের আলোচিত চার খুনের কারণ নিয়ে জনমনে যে সংশয় ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের মাধ্যমেই পুলিশকে তার সুরাহা করতে হবে। এ রকম একটা সংবেদনশীল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভাষ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পুলিশ কতটা পেশাদারত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, সেটাও বড় একটা প্রশ্ন। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে যৌক্তিকভাবে তদন্ত শেষ করে দোষী ব্যক্তিদের বিচার নিশ্চিত করাটাই আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যই বলছে, ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসের তুলনায় এ বছরের প্রথম সাত মাসে খুনের সংখ্যা বেড়েছে। ধর্ষণ, নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য অপরাধের লেখও উর্ধ্বমুখী।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা: যেভাবে পুশ-পুলের ফাঁদে আমাদের তরুণেরা

হাবিব রহমান

অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে আমার পরিচিত এক শ্রীলঙ্কান শিক্ষার্থী আছে। একসময় আমরা একই বাসায় থাকতাম। তার দৈনন্দিন জীবন ছিল একটানা ছুটে চলার মতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে কখনো রেস্তোরাঁয়, কখনো ক্লিনিং কোম্পানিতে কাজ করত। এর বাইরে উবারে খাবারও ডেলিভারি দিত। প্রায়ই মাঝরাতের পর বাসায় ফিরত। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে রেস্তোরাঁর কাজে চলে যেত। একদিন কাজ করতে গিয়ে তার হাত ভেঙে যায়। কয়েক দিন কাজে যেতে না পারায় ম্যানেজার তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেন।

দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স করতে সে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে। এই ডিগ্রি অর্জনে বাংলাদেশি মুদ্রায় তার প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হবে। তার বাবা চিকিৎসক। বোন পড়তে গেছে বেলারুশে, সেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়ে এই তরুণকে যেভাবে টিকে থাকার লড়াই করতে হচ্ছে, সেটিই আজকের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীজীবনের এক নির্মম বাস্তবতা।

বাংলাদেশের বহু শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাও খুব ভিন্ন নয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব শহরেই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশকে পড়াশোনার পাশাপাশি কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন চালাতে হয়। বিদেশে নিকটজন বা আত্মীয়স্বজন না থাকলে বিপদে পাশে দাঁড়ানোর কিংবা সহযোগিতা পাওয়ার মানুষও সহজে মেলে না। উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও অনেকের কাছে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়ড় কীভাবে টিকে থাকা যায়।

কেন দেশ ছাড়তে চান তরুণেরা

বিদেশে উচ্চশিক্ষার সিদ্ধান্তকে সাধারণত দুটি ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়ড়'পুশ' ও'পুল' ফ্যাক্টর। পুশ ফ্যাক্টর হলো সেই সব বাস্তবতা, যা মানুষকে নিজের দেশ ছাড়তে বাধ্য বা উৎসাহিত করে। এর মধ্যে রয়েছে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সীমিত সুযোগ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা।

অন্যদিকে পুল ফ্যাক্টর হলো গন্তব্য দেশের আকর্ষণ। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণার সুযোগ, আন্তর্জাতিক ডিগ্রির মর্যাদা, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা, উন্নত জীবনযাত্রা এবং তুলনামূলক নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ শিক্ষার্থীদের বিদেশে টানে। তবে এই পুশ-পুল কাঠামো দিয়ে পুরো বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তির ক্যারিয়ার-পরিকল্পনা, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, একাডেমিক উৎকর্ষের স্বপ্ন এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব সক্ষমতা ও উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মেধা, যোগ্যতা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণের যে ক্ষমতা, সামাজিক বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'এজেন্সি' বলা হয়, বিদেশে উচ্চশিক্ষার সিদ্ধান্ত তারও প্রকাশ।

ব্রনফেনব্রেনারের সামাজিক পরিবেশতত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির বিকাশ শুধু ব্যক্তিগত সক্ষমতার ফল নয়। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশড়সবকিছুই ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে। বিদেশে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্তও তাই কেবল ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়। এর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বপ্ন যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত দেশের শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বৈশ্বিক ব্যবস্থার বাস্তবতা।

দেশের ভেতরে স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতা

বাংলাদেশে আজ অনেক তরুণের জীবনে স্বপ্নভঙ্গ যেন নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। বিশ্ববিদ্যালয় নামের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সেগুলোর সবই প্রকৃত অর্থে উচ্চশিক্ষার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেনি। পরিকল্পনাহীন সম্প্রসারণ, শিক্ষকসংকট, অনিয়ম এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কার্যকর উচ্চশিক্ষার পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই, নেই মানসম্মত গবেষণাগার, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার কিংবা পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত সুবিধা। শিক্ষকসংকট রয়েছে। গবেষণার পরিবেশ অত্যন্ত সীমিত। ফলে প্রতিষ্ঠান বাড়লেও শিক্ষার মান ও পরিবেশ সেই অনুপাতে উন্নত হয়নি।

এর পরিণতি ভোগ করছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা। অনেকেই সেশনজট, দীর্ঘসূত্রতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় হতাশার মধ্যে কাটান। পড়াশোনা শেষ করেও তাঁদের সামনে থাকে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা। মেধা ও যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। একটি দেশের তরুণেরা যদি বছরের পর বছর নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকে, তাহলে তাঁদের সামনে বিদেশই স্বাভাবিকভাবেই বিকল্প ভবিষ্যতের প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে শুধু উন্নত জীবনের স্বপ্ন নেই; দেশের ভেতরে সুযোগের অভাব এবং বারবার স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স করতে সে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে। এই ডিগ্রি অর্জনে বাংলাদেশি মুদ্রায় তার প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হবে। তার বাবা চিকিৎসক। বোন পড়তে গেছে বেলারুশে, সেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার বাজার ও তরুণদের ব্যবহার

দেশীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন করে তোলে। আর এই বাস্তবতা সম্পর্কে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীরাও অজ্ঞ নন। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষার অংশগ্রহণকারী নন; তাঁরা অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উন্নত দেশগুলোর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চ টিউশন ফি থেকে বিপুল অর্থ আয় করে। আবার বিদেশি শিক্ষার্থীদের একটি অংশ পরবর্তী সময়ে সেই দেশের দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষা যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত অর্থনীতি, শ্রমবাজার, অভিবাসননীতি এবং রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল।

প্রয়োজনের সময় বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বাজার উন্মুক্ত করা হয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে ভর্তির নিয়ম ও সুযোগ সহজ করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলালে নীতিও দ্রুত বদলে যায়। তখন টিউশন ফি বাড়ানো হয়, ইংরেজি ভাষার দক্ষতার শর্ত কঠোর করা হয়, বয়সসীমা ও শিক্ষাজীবনের বিরতি নিয়ে নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। উন্নয়নশীল বা রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল দেশগুলোর নাগরিকদের ক্ষেত্রে ভিসার ঝুঁকি বাড়ে। বিশাল অঙ্কের আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে হয়। পছন্দের বিষয়েও সীমাবদ্ধতা তৈরি করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় এমন একটি ব্যবস্থার মুখোমুখি হন, যেখানে তাঁদের প্রয়োজনের সময় স্বাগত জানানো হলেও নীতি পরিবর্তনের পর তাঁরাই প্রথম বলি হন।

বাংলাদেশি ডায়াস্পোরার রাজনৈতিক ভূমিকা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ

পড়তে গিয়ে যখন পড়াশোনাই গৌণ

বিদেশে পৌঁছানোর পর শুরু হয় আরেক যুদ্ধ। বাংলাদেশ থেকে কেউ যখন উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে যান, তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রধান কাজ হওয়ার কথা পড়াশোনা।

লাইফস্টাইল

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং সত্যিই কি উপকারী, যা বলছে গবেষণা

লাইফস্টাইল ডেস্ক

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা অন্তর্বর্তী উপবাস এখন ওজন কমানো ও সুস্থ থাকার অন্যতম জনপ্রিয় খাদ্যাভ্যাস। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিনে উপবাস করা কিংবা দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাবার গ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখাই এই পদ্ধতির মূল ধারণা। অনেকেই মনে করেন, সাধারণ ক্যালরি কমানোর তুলনায় এটি ওজন কমাতে বেশি কার্যকর। এমনকি ক্যানসার, স্মৃতিশক্তি হ্রাসসহ নানা রোগের ঝুঁকি কমানোর দাবিও রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, এসব সুবিধার সবগুলো এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ের পুষ্টিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্রিস্টা ভারাডির মতে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং অন্য যেকোনো ডায়েট কৌশলের মতোই কার্যকর হতে পারে। তবে গবেষণার ফলাফল সব সময় এক নয়। কোনো গবেষণায় এটি কার্যকর, আবার কোনো গবেষণায় তুলনামূলক কম কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি একটি গবেষণায় হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ে শরীরে কী ঘটে?

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের ধারণা এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্যাভ্যাস থেকে। জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির স্নায়ুবিজ্ঞানী মার্ক ম্যাটসন বলেছেন, মানুষ এমন পরিবেশে বিবর্তিত হয়নি যেখানে দিনে তিন বেলা খাবারের সঙ্গে দুইবার নাশতাও থাকে। উপবাসের সময় শরীরের বিপাকক্রিয়া প্রথমে চিনি পোড়ানো থেকে রক্তে সঞ্চালিত চর্বি পোড়ানোর দিকে যায়। এই পরিবর্তনে কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রোটিন পুনর্ব্যবহার শুরু করে, যাকে বলা হয় অটোফ্যাজি। তাত্ত্বিকভাবে এখান থেকেই দীর্ঘায়ু, ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি কমার দাবিগুলোর সূত্রপাত।

তবে এই আকর্ষণীয় ফলাফলের বড় অংশ এসেছে ইঁদুর, মাছি ও কৃমির ওপর গবেষণা থেকে। মানুষের ক্ষেত্রে ফলাফল এতটা স্পষ্ট নয়।

মানুষের ক্ষেত্রে ফল কতটা কার্যকর?

অধ্যাপক ভারাডির মতে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের ধরন অনুযায়ী মানুষের শরীরে প্রায় ৫ শতাংশ ওজন কমতে পারে। তবে এটি অন্য যেকোনো ডায়েট কৌশলের মতোই কার্যকর। সামান্য ওজন কমলেও কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের মতো বিপাকীয় ঝুঁকির কিছু সূচক কমতে পারে। পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের উপসর্গও কিছু ক্ষেত্রে কমতে পারে।

তবে একদিন পরপর উপবাসের মতো কঠোর পদ্ধতি পেশির ভর কমিয়ে বিপাকীয় স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্মৃতিশক্তি ও ক্যানসার প্রতিরোধের দাবির ক্ষেত্রেও প্রাণীর গবেষণার তুলনায় মানুষের গবেষণায় ফলাফল অনেক বেশি মিশ্র।

ইঁদুরের ফল মানুষের ক্ষেত্রে একই নয়

ইঁদুরের বিপাকীয় হার মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের পুষ্টিবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক কোর্টনি পিটারসনের মতে, একটি ছোট কৃন্তক প্রাণীর ১৬ ঘণ্টার উপবাস মানুষের ক্ষেত্রে কয়েক দিনের উপবাসের সমান হতে পারে। তাছাড়া গবেষণায় ব্যবহৃত ইঁদুরগুলো সাধারণত জেনেটিকভাবে প্রায় একই ধরনের, যেখানে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। আরও বড় সমস্যা হলো মানুষ আসলে কী খাচ্ছে, তা সঠিকভাবে জানা কঠিন।

খাবারের হিসাবেও থাকে ভুল

গবেষণায় অংশ নেওয়া মানুষকে ফুড ডায়রি রাখতে বলা হলেও অনেকে খাবারের তথ্য ভুলে যান বা বাদ দেন। ক্রিস্টা ভারাডির অনুমান, তার গবেষণায় অংশ নেওয়া মাত্র প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ খাবারের রেকর্ড ফেরত দেন। কেউ কেউ তথ্যও বানিয়ে লিখতে পারেন।

থোমাস উইলসনের মতে, প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ নিজেদের খাবার গ্রহণের পরিমাণ কম করে উল্লেখ করেন। ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, মানুষ গড়ে ৪০০ থেকে ৮০০ ক্যালরি বা তারও বেশি কম রিপোর্ট করতে পারে। এমনকি কেউ দিনে ১,৬০০ থেকে ২,০০০ ক্যালরি খাওয়ার কথা জানালেও 'ডাবলি লেবেলড ওয়াটার' পরীক্ষায় প্রকৃত শক্তি গ্রহণ প্রায় ৩,৫০০ ক্যালরি হতে দেখা গেছে।

প্রযুক্তিই দিতে পারে নতুন উত্তর

খাদ্যাভ্যাসের সঠিক তথ্য পেতে গবেষকেরা এখন প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছেন। ইনপেশেন্ট ফিডিং ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীরা কী এবং কতটা খাবেন, তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত থাকে। এমন গবেষণায় ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের ফলে রক্তে শর্করা ও রক্তচাপ কমা, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস এবং অটোফ্যাজি বৃদ্ধির মতো প্রভাব দেখা গেছে। তবে এসব পরীক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণত ছোট ও স্বল্পমেয়াদি হয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখ শুকিয়ে যায় কেন?

রান্না পুড়ে গেলে পোড়া গন্ধ দূর করবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক

রান্না করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত প্যান বা কড়ার তলা পুড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু খাবার চুলা থেকে নামিয়ে ফেললেই বিপদ শেষ হয় না। পোড়া খাবারের গন্ধ দ্রুত রান্নাঘর পেরিয়ে পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করেও সেই গন্ধ ঢাকা যায় না। বরং পোড়া গন্ধের সঙ্গে সুগন্ধি মিশে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতিতে গন্ধ ঢাকার বদলে প্রথমে এর উৎস দূর করতে হবে।

প্রথমেই বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন: রান্না পুড়ে গেলে প্রথম কাজ হিসেবে রান্নাঘরের জানালা ও দরজা খুলে দিন। এতে ঘরের ভেতরের পোড়া গন্ধযুক্ত বাতাস বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পাবে।

হাতে লেখা না টাইপিং কোনটি ব্রেনের জন্য ভালো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক

একসময় দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাতা-কলম ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী। বাজারের তালিকা, পড়াশোনার নোট, ব্যক্তিগত ডায়েরি কিংবা অফিসের প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা হতো হাতে।

এখন সেই জায়গা অনেকটাই দখল করেছে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ও ট্যাব। কয়েক সেকেন্ডেই টাইপ করে সংরক্ষণ করা যায় প্রয়োজনীয় তথ্য। এতে সময় বাঁচলেও হাতে লেখার অভ্যাস হারিয়ে যাওয়ায় মস্তিষ্কের ওপর কী প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। হাতে লেখার সময় মস্তিষ্কের ব্যস্ততা বাড়ে: কলম দিয়ে কাগজে লেখার সময় শুধু হাতই কাজ করে না। চোখে অক্ষর দেখা, হাতের নড়াচড়া এবং কী লেখা হচ্ছে তা বোঝার কাজ একসঙ্গে চলে। ফলে তথ্য গ্রহণের সময় মস্তিষ্ককে তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয় থাকতে হয়। অক্ষরের আকার তৈরি করা, শব্দ সাজানো এবং বাক্য গঠন করার এই পুরো প্রক্রিয়া শেখার সঙ্গে হাতের কাজকে যুক্ত করে। তাই কোনো বিষয় মনে রাখার ক্ষেত্রে হাতে লেখা নোট অনেকের জন্য কার্যকর হতে পারে। নোট লেখার সময় আসলে শেখাও হয়: ক্লাসে শিক্ষক বা মিটিংয়ে কেউ কথা বললে প্রতিটি শব্দ হাতে লিখে ফেলা সম্ভব নয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বেছে নিতে হয়। এরপর সেগুলো নিজের মতো করে সংক্ষেপে লিখে রাখতে হয়। এই সময় শুধু শোনা নয়, বিষয়টি বোঝা এবং কোন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করাও প্রয়োজন হয়। ফলে নোট নেওয়াটা হয়ে ওঠে শেখার একটি অংশ। অন্যদিকে, কিবোর্ডে দ্রুত টাইপ করা যায় বলে অনেক সময় বক্তার কথা প্রায় হুবহু তুলে রাখা সম্ভব। এতে তথ্য জমা থাকে ঠিকই, কিন্তু সবকিছু গভীরভাবে বোঝার সুযোগ সবসময় নাও হতে পারে।

শিশুদের জন্য হাতে লেখা আরও জরুরি: শিশুরা যখন পেনসিল বা কলম ধরে অক্ষর লেখে, তখন চোখ ও হাতের সমন্বয় তৈরি হয়। অক্ষরের আকার চেনা, মনে রাখা এবং সেটি কাগজে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

মুখে কামড় লেগে রক্তপাতে চিনি দিয়ে সত্যিই কি বন্ধ হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক

খাবার খেতে খেতে অসাবধানতাবশত নিজের দাঁতের কামড়ে জিভ কিংবা গালের ভেতরে ক্ষত তৈরি হওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা। এক মুহূর্তেই তীব্র ব্যথা, জ্বালাপোড়া এবং কখনো কখনো রক্তপাত শুরু হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বাড়িতেই বয়স্করা ক্ষতস্থানে এক চিমটি চিনি বা গুড় চেপে ধরার পরামর্শ দেন।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই ঘরোয়া পদ্ধতি নিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, চিনি দিলে আসলে কী হয়? এটি কি সত্যিই রক্তপাত বন্ধ করে, নাকি শুধুই প্রচলিত ধারণা?

কেন মুখের ক্ষতে চিনি দেওয়া হয়?

চিনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি পানি বা আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। ঘন চিনির সংস্পর্শে ক্ষতস্থানের আর্দ্রতা কিছুটা কমে যায়। এই প্রক্রিয়াকে অসমোসিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিনি ক্ষতস্থানের সব পানি বা আর্দ্রতা শুষে নেয়। ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষতিকর জীবাণু বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন। আর্দ্রতা কমে গেলে ক্ষতস্থানে ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং জায়গাটি প্রাকৃতিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত হতে শুরু করে।

ব্যথা কিছুটা কম মনে হতে পারে

মুখে চিনি দিলে মিষ্টি স্বাদের কারণে জিহ্বার স্বাদগ্রাহী স্নায়ুগুলো সক্রিয় হয়। মিষ্টির অনুভূতির সংকেত পৌঁছালে ব্রেন 'এন্ডোরফিন' নামক এক ধরণের প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হরমোন নিঃসরিত করে। এটি কামড় লাগার তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতির তীব্রতাকে সাময়িকভাবে কমিয়ে দেয়।

রক্তপাত বন্ধে চিনি কতটা কার্যকর?

জিভ কিংবা গালের ভেতরের ছোট ক্ষত স্থানে চিনি চেপে রাখলে তা সাময়িকভাবে রক্তনালির মুখের ওপর প্রলেপ বা ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার তৈরি করে। এর ফলে তরল রক্তের গতি কিছুটা কমে এবং লালার সংমিশ্রণে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

চিনি কখন ব্যবহার করবেন যদি হঠাৎ তীব্র কামড় লাগে এবং হাতের কাছে কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক বা বরফ না থাকে, তবে রক্তপাত থামাতে বা ব্যথা কমাতে এক চিমটি চিনি দেওয়া সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও কার্যকর। তবে যাদের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকে, তাদের মুখের ভেতরের রক্তনালি ও লালায় শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারেন। চিনি দিলে রক্তে শর্করা না বাড়লেও মুখ ও মাড়িতে ফাঙ্গাল ইনফেকশন (যেমন-ওরাল ক্যান্ডিডায়াসিস) বা ফাঙ্গাসের আক্রমণ হতে পারে।

এছাড়া মুখে দীর্ঘক্ষণ চিনি রাখলে দাঁতের ফাঁকে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াগুলো মিষ্টি পেয়ে দ্রুত অম্ল বা অ্যাসিড তৈরি করে, যা পরবর্তীতে দাঁতের এনামেল নষ্ট করে 'ক্যাভিটি' বা ডেন্টাল ক্যারিজের সৃষ্টি করতে পারে। মুখে কামড় লাগলে যা করবেনজিভ বা গালের ভেতরে কামড় লেগে গেলে প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। রক্তপাত হলে পরিষ্কার গজ বা নরম কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে কয়েক মিনিট হালকা চাপ দিন। ফোলা বা ব্যথা থাকলে বাইরে থেকে কাপড়ে মোড়ানো ঠান্ডা প্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্ষত পরিষ্কার রাখার জন্য হালকা গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে কুলকুচি করাও আরাম দিতে পারে। তবে খুব জোরে কুলকুচি না করাই ভালো, কারণ এতে ক্ষতস্থানে আবার রক্তপাত শুরু হতে পারে। এছাড়া চিনির বদলে খাঁটি মধু ব্যবহার করুন। মধুতে প্রাকৃতিক 'হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড' ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান থাকে, যা কোনোরূপ সংক্রমণ ছাড়াই জিভ ও গালের ক্ষত দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া বা মুখের সংক্রমণের সমস্যা থাকলে মুখের ক্ষতকে অবহেলা করা ঠিক নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে ঘরোয়া পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। সামান্য কামড়ের ক্ষত সাধারণত নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষত গভীর হলে, দীর্ঘ সময় চাপ দেওয়ার পরও রক্তপাত বন্ধ না হলে, অতিরিক্ত ফোলা বা তীব্র ব্যথা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

রেকর্ড দামে ম্যানচেস্টার সিটিতে বুয়াদ্দি

স্পোর্টস ডেস্ক

অবশেষে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিলেন লিলের তরুণ মিডফিল্ডার আইয়ুব বুয়াদ্দি। ১৮ বছর বয়সী মরক্কোর এই ফুটবলারের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করেছে ইংলিশ জায়ান্টরা।
বুয়াদ্দিকে দলে ভেড়াতে শুরুতেই ৮ কোটি ১৪ লাখ পাউন্ড খরচ করছে ম্যানচেস্টার সিটি। পারফরম্যান্সভিত্তিক বিভিন্ন শর্ত পূরণ হলে ট্রান্সফার ফিতে আরও ৪২ লাখ পাউন্ড যোগ হতে পারে।
এই দলবদলের মধ্য দিয়ে নতুন রেকর্ডও গড়েছেন বুয়াদ্দি। ইংলিশ শীর্ষ লিগের কোনো ক্লাবের ২০ বছরের কম বয়সী খেলোয়াড়কে কেনার ক্ষেত্রে এটিই এখন সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি। এর আগে রেকর্ডটি ছিল রোমিও লাভিয়ার দখলে। ২০২৩ সালে সাউদাম্পটন থেকে চেলসিতে যোগ দেওয়ার সময় তার জন্য ৫ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড খরচ হয়েছিল।সিটিতে ৩২ নম্বর জার্সি পরবেন বুয়াদ্দি। নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আজকের দিনটি আমার ও আমার পরিবারের জন্য সত্যিই বিশেষ। আমার কাছে ম্যানচেস্টার সিটিই বিশ্বের সেরা ক্লাব। এখানে আসতে পারা এবং নিজেকে সিটির খেলোয়াড় বলতে পারা আমার স্বপ্ন ছিল।’
সিটির খেলার ধরনও বুয়াদ্দিকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেন, ‘আমি বহু বছর ধরে সিটির খেলা দেখেছি। তাদের খেলার ধরন আমার ভীষণ ভালো লাগে। সিটি সবসময় মানসম্পন্ন ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। একই সঙ্গে তারা নিজেদের বিজয়ী দল হিসেবেও প্রমাণ করেছে।’
মরক্কোর হয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপেও আলো ছড়িয়েছেন বুয়াদ্দি। দলটির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে ছয় ম্যাচের পাঁচটিতে মূল একাদশে ছিলেন এই মিডফিল্ডার। টুর্নামেন্টে তার পারফরম্যান্স নজর কাড়ে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর।
২০২৩ সালে লিলের মূল দলে অভিষেকের পর ফরাসি ক্লাবটির হয়ে ৯৬ ম্যাচ খেলেছেন বুয়াদ্দি। গত মৌসুমে লিগ ওয়ানে লিলের তৃতীয় হয়ে মৌসুম শেষ করার পথেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার।এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ম্যানচেস্টার সিটির মাঝমাঠে বড় পরিবর্তন এসেছে। রদ্রিকে ৬ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে বার্সেলোনায়, তিজ্জানি রেইন্ডার্সকে ৫ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডে আল-কাদসিয়াহতে এবং নিকো গনজালেজকে ৫ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের চুক্তিতে নিউক্যাসলে ছেড়ে দিয়েছে সিটি।

ভারতের ক্রিকেটে জেন-জি আন্দোলনের ঢেউ

স্পোর্টস ডেস্ক

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম শীর্ষ আসর রঞ্জি ট্রফিতে উত্তর প্রদেশ থেকে একটি নয়, তিনটি দল রাখার অভিনব দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন তরুণ ‘জেন-জি’ ক্রিকেটার ও তাদের অভিভাবকেরা।
রোববার লক্ষ্ণৌর অটল বিহারী বাজপেয়ী একনা স্টেডিয়ামে প্রায় ২৫০ জন তরুণ ক্রিকেটার ও তাদের অভিভাবক এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন।
‘উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন’ এবং ‘ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব পূর্বাঞ্চল’-এর ব্যানারে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।
আন্দোলনকারীদের যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার দিক থেকে উত্তর প্রদেশ ভারতের বিশাল একটি রাজ্য। এখানে কেবল একটি রঞ্জি দল থাকায় রাজ্যের হাজার হাজার প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের মেলে ধরার পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা তরুণদের জন্য ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করতে রাজ্যটির ক্রিকেট কাঠামো আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন।
প্রধানত পূর্বাঞ্চল ও মধ্য উত্তর প্রদেশ থেকে আসা এই বিক্ষোভকারীরা দাবি জানিয়েছেন,
রাজ্যটিতে যেন তিনটি পৃথক ক্রিকেট সংস্থা গঠন করা হয় এবং সেই সংস্থাগুলোর অধীনে তিনটি আলাদা রঞ্জি দল মাঠে নামানো হয়।উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি অরবিন্দ সিং বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানান, উত্তর প্রদেশের মতো এত বড় ও জনবহুল রাজ্যের জন্য একাধিক রঞ্জি দল থাকার পক্ষে এর আগেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছিলেন।
তবে এখন পর্যন্ত এর কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায়নি।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে দেশটির জেন-জি রাস্তায় নেমে এসেছিল।
তরুণদের এই আন্দোলনে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান নামের ওই মন্ত্রী।

শুরু হচ্ছে ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগ

স্পোর্টস ডেস্ক

ইউরোপের ক্রিকেটে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন এক ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতাইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগ (উএঞচখ)। প্রথম আসরেই ফাফ ডু প্লেসি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও স্টিভ স্মিথের মতো তারকা ক্রিকেটারদের উপস্থিতিতে আলোচনায় এসেছে ছয় দলের এই টুর্নামেন্ট।
শুধু ক্রিকেটার নয়, ক্রিকেট বিশ্বের আরও বেশ কিছু পরিচিত মুখও যুক্ত হয়েছেন নতুন এই লিগের সঙ্গে। কেমন হবে প্রতিযোগিতার কাঠামো, কোন দলের নেতৃত্বে থাকছেন কারা এবং কোথায় হবে ম্যাচড়একনজরে দেখে নেওয়া যাক।
আজই মাঠে গড়াচ্ছে লিগ
উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে রটারডাম ডকার্স ও আমস্টারডাম ফ্লেমস। নেদারল্যান্ডসের ভুরবার্গের স্পোর্টপার্ক ডুইভেস্টেইনে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে প্রথম ম্যাচ।
৩২ ম্যাচের আসর
ছয় দলের এই প্রতিযোগিতা চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পুরো টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত হবে ৩২টি ম্যাচ। লিগ পর্বে প্রতিটি দল অন্য পাঁচ দলের বিপক্ষে দুবার করে খেলবে। ফলে প্রত্যেক দলের ম্যাচ হবে ১০টি এবং লিগ পর্বে মোট ম্যাচ ৩০টি।
এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে কোয়ালিফায়ার। এক দিন পর, ২০ সেপ্টেম্বর হবে ফাইনাল। টুর্নামেন্টের প্রথম ১৭টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে ভুরবার্গে। এরপর বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের মালাহাইডে। কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালও হবে সেখানেই।
ফাইনালে ওঠার নিয়ম
লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল সরাসরি ফাইনালে চলে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা দল খেলবে কোয়ালিফায়ারে। সেই ম্যাচের বিজয়ী দল ফাইনালে শীর্ষ দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে। তাই লিগের শেষ পর্যন্ত শীর্ষস্থান ধরে রাখার লড়াই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
প্রথম আসরে নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের দুটি করে দল অংশ নিচ্ছে।
কোন দলের অধিায়ক কে?
আমস্টারডাম ফ্লেমস ড় স্কট এডওয়ার্ডস
নেদারল্যান্ডসের উইকেটকিপার-ব্যাটার স্কট এডওয়ার্ডসের নেতৃত্বে খেলবে আমস্টারডাম। দলটিতে রয়েছেন স্টিভ স্মিথ, টিম ডেভিড ও অজিঙ্কা রাহানের মতো ক্রিকেটার।
রটারডাম ডকার্স ড় ফাফ ডু প্লেসি
দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসির নেতৃত্বে মাঠে নামবে রটারডাম। দলে বড় তারকা হিসেবে আছেন হাইনরিখ ক্লাসেন, আনরিখ নরকিয়া ও ডেভিড ভিসা।
বেলফাস্ট উলভস ড় গ্লেন ম্যাক্সওয়েল
অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের কাঁধে থাকবে বেলফাস্টের নেতৃত্ব। দলে তার সঙ্গে আছেন ডেভন কনওয়ে, ডেভিড মিলার, পল স্টার্লিং ও ক্রিস জর্ডান।
ডাবলিন গার্ডিয়ানস রবিচন্দ্রন অশ্বিন
ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেতৃত্ব দেবেন ডাবলিনকে। দলে রয়েছেন জেমস ভিন্স, ড্যারিল মিচেল, জশ লিটল ও বিজয় শঙ্কর। ভারতের সঙ্গে দলটির সম্পর্ক আরও গভীরসহমালিকদের একজন সাবেক ভারতীয় তারকা রাহুল দ্রাবিড়। কোচিং স্টাফেও রয়েছেন ভারতের সাবেক ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। এডিনবরা ক্যাসল রকার্স ড় মিচেল স্যান্টনার নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে খেলবে এডিনবরা। দলটিতে রয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট, টম কারান, লরি ইভান্স ও ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন।
গ্লাসগো কসমিক ড় জর্জ মানসি
স্কটল্যান্ডের ব্যাটার জর্জ মানসির নেতৃত্বে খেলবে গ্লাসগো। তাদের দলে আছেন লিয়াম লিভিংস্টোন, জেসন রয়, জিমি নিশাম, কেশব মহারাজ ও লুঙ্গি এনগিডির মতো তারকারা। নতুন এই লিগের মাধ্যমে ইউরোপের ক্রিকেটে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টির নতুন সম্ভাবনার।

বিনোদন

বিয়ে নিয়ে ‘ভিত্তিহীন’ খবরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রভা

বিনোদন ডেস্ক

সম্প্রতি হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়ে অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভার বিয়ের খবর। শুধু তাই নয়, দাবি করা হয়, গোপনে ‘চুক্তিভিত্তিক বিয়ে’ করেছেন এ অভিনেত্রী। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় মানসিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছেন প্রভা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘খবরটি একেবারেই গুজব ও ভিত্তিহীন।’
মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে প্রভা বলেন, ‘আমি কিছুই জানি না। হঠাৎ শুনলাম, আমার বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে কী বলব! সত্য হলো, আমি বিয়ে করিনি। চুক্তিভিত্তিক বিয়ের কথাও আসে। তাই কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবেদনশীল কোনো অভিযোগ প্রকাশের আগে অনুগ্রহ করে তথ্য যাচাই করুন। আমার সঙ্গে কথা বলুন। তাহলে সত্যটা সহজেই জানা যেত।’’চুক্তিভিত্তিক বিয়ে’র এই ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রভা। কারণ, অনেকেই বিষয়টি ভুলভাবে জানছেন। ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা কোনো ধরনের ভিত্তিহীন গুজব বা অপপ্রচারে কান দিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না। আমার ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত জীবন বা যেকোনো বিষয়ে সঠিক ও সত্য তথ্য সব সময় আমার ফেসবুকের মাধ্যমে জানানো হবে। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমার শক্তি।’
সাদিয়া জাহান প্রভা ২০০৫ সালে মডেলিংয়ের মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করে দর্শকের কাছে পরিচিতি পান। সর্বশেষ একটি সিনেমার শুটিং করেছেন তিনি। প্রভা জানান, সিনেমাটির কিছু কাজ এখনো অসমাপ্ত। শিগগিরই আবার শুটিংয়ে দেখা যেতে পারে তাঁকে। ‘খবরটি একেবারেই গুজব ও ভিত্তিহীন।’
মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে প্রভা বলেন, ‘আমি কিছুই জানি না। হঠাৎ শুনলাম, আমার বিয়ের

বিকিনি পরে ভাইকে রাখি বাঁধবেন কেন: কৃতিকে কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক

অভিনেত্রী ও বিজেপির সংসদ সদস্য কঙ্গনা রনৌত সামাজিক ও রাজনৈতিক নানান বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করে প্রায়ই আলোচনায় থাকেন। এবার বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের একটি বিজ্ঞাপন নিয়ে মন্তব্য করে নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছেন তিনি। রাখিবন্ধন উপলক্ষে করা কৃতির একটি বিজ্ঞাপনে তাঁর পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কঙ্গনা রনৌত।
কেন বিতর্ক
সম্প্রতি একটি গয়নার ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে কৃতি শ্যাননকে। বিজ্ঞাপনে তিনি রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করছেন। তবে বিজ্ঞাপনে তাঁর পোশাক নিয়েই আপত্তি জানিয়েছেন অনেকে। কৃতিকে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে দেখা গেছে। এই পোশাকে তাঁর শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত। তাই কৃতির পোশাক ঘিরে বইছে সমালোচনার ঝড়। এই পোশাকের জন্যই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রীএবার কৃতির সেই বিজ্ঞাপন নিয়েই মন্তব্য করেছেন কঙ্গনা। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কৃতির পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। নানান বিরূপ মন্তব্য করে প্রায়ই চর্চায় উঠে আসেন কঙ্গনা রনৌত? ঠোঁটকাটা স্বভাবের জন্য অনেক সময় সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। তবে এসব মোটেও পাত্তা দেন তিনি।এবার কঙ্গনা রনৌত ইনস্টা স্টোরিতে লিখেছেন, ‘নারীদের জন্য এটা খুবই ভালো সময়। আমাদের আলমারি নানা ধরনের পোশাকে ভরা। আজকের নারীরা “বৈশ্বিক নারী”। ককটেল পোশাক থেকে লেহেঙ্গা-চোলি, জিনস থেকে শাড়ি, বিকিনি থেকে সালোয়ার-কামিজ এত ধরনের পোশাকের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি বিকিনি বা অন্তর্বাস পরে ভাইকে রাখি বাঁধবেন কেন? আপনার সাজপোশাকের আর কোনো বিকল্প পথ কি খোলা নেই?’এরপর কঙ্গনা রনৌত আরও লিখেছেন, ‘হা হা, মনে হচ্ছে বিজ্ঞাপনটি ইচ্ছা করেই অদ্ভুতভাবে তৈরি করা হয়েছে।’ অভিনেত্রীর এ পোস্ট যে কৃতি শ্যাননের উদ্দেশে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কৃতির পোশাকের কড়া সমালোচনা করেছেন, কেউ কৃতির পাশে দাঁড়িয়েছেন। এর মধ্যেই কঙ্গনা রনৌতের মন্তব্য বিষয়টিকে আরও আলোচনায় এনেছে।

অভিনয় ছাড়বেন না জ্যাং, জানালেন বিয়ের চিঠিতে

বিনোদন ডেস্ক

বিয়ে করছেন দক্ষিণ কোরিয়ার অভিনেতা জ্যাং ডং-ইউন। তাঁর হবু স্ত্রীও অভিনেত্রী কিম সেউং-ইউন। আগামী অক্টোবরে তাঁদের বিয়ে হবে বলে জানিয়েছে জ্যাং ডং-ইউনের সংস্থা বিএইচ এন্টারটেইনমেন্ট। বিএইচ এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন জ্যাং ও কিম। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ছোট পরিসরে খ্রিষ্টান রীতিতে তাঁদের বিয়ে হবে।
মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাতে লেখা একটি চিঠি প্রকাশ করে বিয়ের খবর জানান ৩৪ বছর বয়সী জ্যাং ডং-ইউন। চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি। একে অপরের নানা দিক জানার পর আরও ভালোভাবে বুঝতে ও যত্ন নিতে শিখেছি। তাই একসঙ্গে থেকে আনন্দময় ও সুখী জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’বিয়ের পরও অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে জ্যাং বলেন, আরও পরিণত মানুষ ও অভিনেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে কাজ করে যাবেন।
জ্যাং ডং-ইউন ও কিম সেউং-ইউনের সম্পর্কের খবর এত দিন গোপন ছিল। তাই বিয়ের ঘোষণাটি ভক্তদের কাছে কিছুটা চমক হয়ে এসেছে।২০১৫ সালে সিউলের একটি দোকানে ডাকাতির ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে ধরে আলোচনায় আসেন জ্যাং।

দাম্পত্যের টানাপোড়েন, যৌনতা আর অস্বস্তিকর ডিনার পার্টির গল্প

বিনোদন ডেস্ক

দুই দম্পতির ডিনার পার্টিকে ঘিরে সিনেমা এ কথা জানার পরই দর্শক হিসেবে আমাদের মনে প্রত্যাশা তৈরি হয়ে যায়। সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেসব প্রত্যাশা যেন আমাদের ডিএনএর মধ্যেই মিশে আছে। প্রথমে কথাবার্তা হবে হালকা, মজার, ব্যঙ্গাত্মক। সন্ধ্যা যত গড়াবে, ভদ্রতার মুখোশ খুলে যাবে; প্রকাশ পাবে নির্মম কোনো সত্য। অলিভিয়া ওয়াইল্ডের ‘দ্য ইনভাইট’ এই প্রত্যাশাগুলোই পূরণ করে।
একনজরে
সিনেমা: ‘দ্য ইনভাইট’
ধরন: ড্রামা
পরিচালনা: অলিভিয়া ওয়াইল্ড
অভিনয়: সেথ রোগান, অলিভিয়া ওয়াইল্ড, এডওয়ার্ড নর্টন ও পেনেলোপে ক্রুজ
দৈর্ঘ্য: ১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট
স্ট্রিমিং: এইচবিও ম্যাক্স
সিনেমার কেন্দ্রে আছেন জো (সেথ রোগান) ও অ্যাঞ্জেলা (অলিভিয়া ওয়াইল্ড) সান ফ্রান্সিসকোর সাধারণ এক দম্পতি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার উদ্দেশ্যে পাশের ফ্ল্যাটের দম্পতি পিনা (পেনেলোপে ক্রুজ) ও হককে (এডওয়ার্ড নর্টন) রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানান অ্যাঞ্জেলা। বেশ ভদ্র পরিবেশে শুরু হয় রাতের খাবার। চারজনই নিজেদের জীবন, পেশা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দাম্পত্য ও যৌনজীবনের দিকে বাঁক

নেয় কথোপকথনের বিষয়। একপর্যায়ে পিনা ও হকের কাছ থেকে আসে অদ্ভুত এক ‘আমন্ত্রণ’। তখনই সিনেমাটি প্রথার্ধের খানিকটা ঢিমেতাল ভুলে অন্য উচ্চতায় চলে যায়।ছবিটির সবচেয়ে অভিনব দিকগুলোর একটি এর টোন। ওপরে ওপরে এটি দারুণ মজার কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সিরিয়াস। নির্মাণে উডি অ্যালেনের প্রভাব স্পষ্ট, সবচেয়ে স্পষ্ট জো চরিত্রে। জো একসময় একটি ব্যান্ডের সদস্য ছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় এখন একটি কলেজে সংগীত পড়ান। জীবনের প্রতি তাঁর একধরনের হতাশা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিনের বিষণ্নতা, পিঠের ব্যথা আর পেশাগত ব্যর্থতা তাঁকে ক্রমেই খিটখিটে করে তুলেছে। অন্যদিকে অ্যাঞ্জেলা চেষ্টা করেন সংসারটাকে স্বাভাবিক রাখতে। অ্যাঞ্জেলা আর্ট স্কুল থেকে পড়াশোনা করলেও সেই শিক্ষা নিয়ে আর এগোননি। অ্যাঞ্জেলা স্নায়ুচাপে থাকা এক নারী। আর জো যেন উডি অ্যালেন ও ল্যারি ডেভিডের সেই রসিক ও বিরক্তিকর মানুষ যে সবকিছুতেই খুঁত ধরে। দ্য ইনভাইটএর সঙ্গে রোমান পোলানস্কির ‘কারনেজ’এরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইয়াসমিনা রেজার মঞ্চনাটক অবলম্বনে নির্মিত সেই ছবিতেও চারজন মানুষকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সিনেমাটির আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো সংলাপের প্রবাহ। চরিত্রগুলো প্রায়ই একে অন্যের কথার ওপরে কথা বলে যেভাবে বাস্তব জীবনে মানুষ কথা বলে। তার সঙ্গে থাকে বুদ্ধিদীপ্ত পাল্টা জবাব। ফলে এখানে যে ঘরোয়া রাগ ও বিরক্তি দেখানো হয়েছে, সেটিও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। চার অভিনেতাই দুর্দান্ত। সেথ সেথ রোগান তাঁর পরিচিত খসখসে, যুক্তিবাদী চরিত্রের ওপর দাঁড়িয়েই জো চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন।

রয়টার্সের বিশ্লেষণ: হিমবাহ ভেঙে পড়ার কারণেই হয়তো নেপালে বন্যা-ভূমিধস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

প্ল্যানেট ল্যাবস-এর স্যাটেলাইট চিত্র উদ্ধৃত করে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হিমবাহ ভেঙে উপত্যকার তলদেশে আছড়ে পড়ার কারণে নেপালে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালগারির সহযোগী অধ্যাপক এবং ভূ-বিজ্ঞানী ড্যান শুগার জানিয়েছেন, ৫ হাজার ২০০ মিটার উচ্চতায় একটি হিমবাহ ভেঙে প্রায় ১ হাজার ২০০ মিটার নিচে উপত্যকার তলদেশে আছড়ে পড়ার ফলে নেপালের আকস্মিক বন্যা হয়ে থাকতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, চিত্রগুলো দেখে মনে হচ্ছে বিপর্যয়ের আগের ২৪ ঘণ্টায় বিপুল পরিমাণ বরফ গলে গিয়েছিল।তিনি বলেন, 'উপত্যকার কিছু হিমবাহ গতকাল বরফে ঢাকা ছিল এবং আজ সেগুলোতে বেশিরভাগই শুধু খালি বরফ (বেয়ার আইস) দেখা যাচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে সম্ভবত তখন আবহাওয়া উষ্ণ ছিল। যদিও আমি এখনও কোনো আবহাওয়া স্টেশনের ডেটা দেখিনি।' ২০২৩ সালে জাতিসংঘ জানিয়েছিল, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে মাত্র ৩০ বছরের কিছু বেশি সময়ে নেপালের তুষারাবৃত পর্বতগুলো তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বরফ হারিয়েছে। সংস্থাটি ওই বছর আরও যোগ করে, বিশ্বের প্রধান দুই কার্বন নির্গমনকারী দেশড় ভারত ও চীনের মাঝখানে অবস্থিত নেপালের হিমবাহগুলো আগের দশকের তুলনায় গত দশকে ৬৫ শতাংশ দ্রুত গলেছে।

শুগার বলেন, 'প্ল্যানেট ল্যাবসের আজকের সকালের স্যাটেলাইট চিত্রে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটি হিমবাহের নিচের অংশ প্রায় ৫,২০০ মিটার উচ্চতায় ভেঙে পড়ে এবং প্রায় ১,২০০ মিটার নিচে উপত্যকার তলদেশে আছড়ে পড়ে।' তিনি বলেন, 'নির্মাণকাজও এর একটি কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন কোনো ভূমিকা পালন করেছে কি না, তা আমরা নিঃসন্দেহে অদূর ভবিষ্যতে খতিয়ে দেখব।'

হিমবাহটি ঠিক কী কারণে ধসে পড়েছে তা স্পষ্ট নয়, তবে নেপালি কর্মকর্তারা কয়েক মিনিট আগে ওই অঞ্চলে হওয়া একটি ভূমিকম্পকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রয়টার্সের পর্যালোচনা করা প্ল্যানেট ল্যাবস থেকে পাওয়া ওই অঞ্চলের আগের ও পরের স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, সবুজ পাহাড়ের ঢাল এখন বাদামি রঙের ধ্বংসাবশেষ ও পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে আছে।

ভারতের সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি বিশেষজ্ঞ বিক্রম গুপ্তা বলেন, এটি নিশ্চিত যে ওই হিমবাহের সম্মুখভাগের (গ্লেসিয়ার স্নাইউট) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধসে পড়ায় এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। এর সঙ্গে সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে পাথর এবং পলিও যুক্ত ছিল।

বরফ-পাথরের ধস

প্রায় ৫০ হাজার জনসংখ্যার পার্বত্য জেলা রাসুয়ার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে বেশ কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে।

নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ) জানিয়েছে, নেপাল-চীন সীমান্ত ক্রসিংয়ের প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে হওয়া একটি ভূমিধসের কারণে লেন্দে নদীতে এই হিমবাহ-যুক্ত বন্যা দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে এমনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, ওই এলাকায় একটি ভূমিকম্পের কারণে তুষারধস ও বন্যা শুরু হয়ে থাকতে পারে। তবে কর্তৃপক্ষের ভূতাত্ত্বিক প্রকাশ পোখারেল জানিয়েছেন যে এই কারণেই ট্র্যাজেডিটি ঘটেছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট-এর (ইসিমোড) মতে, হিন্দু কুশ হিমালয় অঞ্চল জুড়ে বন্যা, ভূমিধস, তুষারধস এবং খরার তীব্রতা ও প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অঞ্চল জুড়ে পানি, ভূমি ও বাতাসের দ্রুত পরিবর্তন মানুষের জন্য একটি বড় হুমকি তৈরি হচ্ছে।

ইসিমোড জানিয়েছে, আকস্মিক এই বন্যার ফলে ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী ব্যবস্থা দিয়ে পানি, পলি এবং পাথরের এক শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাস ধেয়ে আসে। তারা আরও জানায়, ভাটির দিকে গালচছি এলাকায় নদীর পানির স্তর মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে ৯ মিটার (৩০ ফুট) পর্যন্ত বেড়ে যায়।

উল্লেখ্য, নেপালের রাসুয়া জেলা ও এর আশেপাশে হওয়া আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬২ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় ৪০৩ পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৪১ জনই বিদেশি নাগরিক। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নেপালি পুলিশের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ৬৪ জনের মরদেহ চিতওয়ান জেলার ভাটির দিকের বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং ২৬ জনের মরদেহ নাওয়ালপরাসি ইস্ট এলাকায় উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২৮ জন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।

এআইয়ের সহায়তায় বিশ্বে প্রথমবারের মতো রোগীর মস্তিষ্কের টিউমার অপসারণ, কীভাবে কাজ করে এটি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিশ্বে প্রথমবারের মতো সরাসরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সহায়তায় সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের এক রোগীর মস্তিষ্কের টিউমার অপসারণ করেছেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকেরা বলেছেন, এই অস্ত্রোপচার না করা হলে ওই ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারতেন।৪৮ বছর বয়সী রিস হিবার্ট দুই সন্তানের বাবা। তিনি যুক্তরাজ্যের বেডফোর্ডশায়ারের বাসিন্দা। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা সরাসরি এআইয়ের সহায়তায় তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করেন।

অস্ত্রোপচারের সময় এআইয়ের একটি ব্যবস্থা সরাসরি ভিডিও চিত্র বিশ্লেষণ করে চিকিৎসকদের সহায়তা করে। মস্তিষ্কের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় নাড়এমন রক্তনালি ও স্নায়ুগুলোর সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিত করে চিকিৎসকদের সতর্ক করে দেয় এআইব্যবস্থা। ফলে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই টিউমারটি অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের সময় এআইয়ের একটি ব্যবস্থা সরাসরি ভিডিও চিত্র বিশ্লেষণ করে চিকিৎসকদের সহায়তা করে। মস্তিষ্কের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় নাড়এমন রক্তনালি ও স্নায়ুগুলোর সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিত করে চিকিৎসকদের সতর্ক করে দেয় এআই ব্যবস্থা। ফলে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই টিউমারটি অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

হিবার্ট বলেন, 'রোগীর নিরাপত্তার দিক থেকে এআইয়ের সহায়তার বড় সুবিধা রয়েছে। কারণ, আমাদের মাথার ভেতরে তো আর পথ চেনার কোনো দিকনির্দেশনা থাকে না।'

কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ৪৮ বছর বয়সী হিবার্ট ১৮ মাস আগেও সুস্থ ও কর্মক্ষম ছিলেন। প্রতিদিন দুপুরে তিনি প্রায় দুই মাইল হাঁটতেন। এমনই এক দুপুরে হাঁটার সময় রাস্তায় হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ে যান তিনি এবং তাঁর খিঁচুনি শুরু হয়।স্বাস্থ্য পরীক্ষায় হিবার্টের মস্তিষ্কে ১১ মিলিমিটার আকারের একটি টিউমার ধরা পড়ে। টিউমারটিতে ক্যানসারের ঝুঁকি ছিল না। এটি বেড়ে উঠেছিল পিটুইটারি গ্রন্থিতে। মস্তিষ্কের নিচের দিকে থাকা মার্বেলের মতো ছোট একটি গ্রন্থি পিটুইটারি। এটি শরীরের বৃদ্ধি, বিপাকক্রিয়া এবং রক্তচাপ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে।

পিটুইটারি গ্রন্থির খুব কাছেই রয়েছে ক্যারোটিড ধমনি। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী এই রক্তনালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কাছেই রয়েছে দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী অপটিক স্নায়ু। হিবার্টের টিউমারটি বড় হতে থাকায় তাঁর অপটিক স্নায়ুর ওপর চাপ পড়তে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছিল।

হিবার্টের টিউমারটি বড় হতে থাকায় তাঁর অপটিক স্নায়ুর ওপর চাপ পড়তে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছিল।শুরুতে হিবার্টের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরে ঝাপসা দেখার কারণে তিনি হাঁটার সময় বিভিন্ন জিনিসে হোঁচট খেতে শুরু করেন। একই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্লান্তি ও মাথা ঘোরার সমস্যাও দেখা দেয়।

হিবার্ট বলেন, ১৮ বছর ধরে দাম্পত্য জীবনে তিনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীর জন্য এক কাপ কফি বানাতেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, এই টিউমার তাঁকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

অস্ত্রোপচারের আগে হিবার্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মানসিক ও আবেগজনিত। তাঁর ভাষায়, অনেকে সাহায্যের প্রস্তাব দিলেও তিনি কারও ওপর বোঝা হয়ে থাকতে চাননি।

চিকিৎসকেরা হিবার্টকে তাঁদের তৈরি এআইব্যবস্থা ব্যবহার করে প্রথম রোগী হিসেবে অস্ত্রোপচারে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন।

হিবার্ট বলেন, রোগীরা গবেষণায় অংশ নিতে প্রস্তুত না হলে চিকিৎসকেরা কীভাবে শিখবেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি কীভাবে হবে?অস্ত্রোপচারের সময় হিবার্টের নাক দিয়ে একটি সরু ক্যামেরা প্রবেশ করিয়ে খুলির নিচের অংশে নেওয়া হয়। সেখানে টিউমারটি হাড় ও শক্ত একটি আবরণের আড়ালে ছিল। টিউমারটি বের করার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা শনাক্ত করা সহজ ছিল না। কারণ, প্রত্যেক মানুষের শরীরের অভ্যন্তরীণ গঠন কিছুটা আলাদা।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এ ধরনের অস্ত্রোপচারে টিউমারের পুরোটা অপসারণ করতে না পারার আশঙ্কা ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ। আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি শূন্য দশমিক ৫ থেকে ২ শতাংশ।

এখানেই এআইব্যবস্থা চিকিৎসকদের সহায়তা করেছে।

অস্ত্রোপচারের সময় অন্য একটি পর্দায় এআইব্যবস্থা সরাসরি ভিডিও চিত্র বিশ্লেষণ করেছে। একই সঙ্গে অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর গতিবিধি অনুসরণ করেছে এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি ও স্নায়ু যেখানে থাকার সম্ভাবনা বেশি, সেসব জায়গা চিহ্নিত করেছে। কোন অংশ দিয়ে টিউমার অপসারণ করা তুলনামূলক নিরাপদ, সেটিও দেখিয়েছে।

মুঠোফোনে মুখ শনাক্ত করার প্রযুক্তির মতোই কাজ করেছে এআইব্যবস্থা।

শিশু-কিশোরদের নিরাপত্তায় মেটার ১৮ বিলিয়ন ডলারের সমঝোতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

শিশু-কিশোরদের অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে চলা মামলার নিষ্পত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৫২টি অঙ্গরাজ্য, বিভিন্ন অঞ্চল ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠান মেটা। এই সমঝোতার আওতায় ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী কিশোরদের জন্য নতুন করে বেশ কিছু নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করতে হবে প্রতিষ্ঠানটিকে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, সমঝোতার অংশ হিসেবে মেটাকে সর্বোচ্চ ১৬ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার দিতে হতে পারে। তবে মেটা তাদের বিবৃতিতে অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার বলে জানিয়েছে। এই অর্থ ১০ বছর ধরে প্রতিবছর কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। অর্থের একটি অংশ তরুণদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যভিত্তিক কাজে ব্যয় করা যাবে।সমঝোতা অনুযায়ী, কিশোর ব্যবহারকারীদের জন্য ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে দৈনিক ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। রাতের নির্দিষ্ট সময়ে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাও দিতে হবে। পাশাপাশি স্কুল চলাকালে শিশুদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা, অভিভাবকদের জন্য আরও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের শনাক্ত করতে কার্যকর বয়স যাচাইব্যবস্থা চালু করতে হবে।

মেটার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, শিশুদের সুরক্ষা ও গোপনীয়তা-সংক্রান্ত একাধিক কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য আইন প্রতিষ্ঠানটি লঙ্ঘন করেছে। মামলাকারী অঙ্গরাজ্যগুলোর অভিযোগ, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে মেটা শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করেছে এবং তাদের দীর্ঘ সময় ধরে প্ল্যাটফর্মে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছে। এর ফলে শিশু-কিশোরদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে, প্রতিষ্ঠানটি তা উপেক্ষা করেছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

তবে সমঝোতায় পৌঁছালেও কোনো ধরনের অন্যায় করার অভিযোগ স্বীকার করেনি মেটা।

সমঝোতা ঘোষণার পর ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালব এটিকে 'জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী বিজয়' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, মেটাকে যে নিরাপত্তাব্যবস্থাগুলো চালু করতে হবে, তা তরুণদের ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক ব্যবহারের ধরন মৌলিকভাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করবে।

মেটা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য, বিভিন্ন অঞ্চল ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার মোট ৫২ জন অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে এই সমঝোতা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য, অভিভাবকদের ক্ষমতায়ন এবং কিশোরদের সহায়তা করার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এই চুক্তি করা হয়েছে।

অন্য প্ল্যাটফর্মকেও একই পথে আসার আহ্বান

মেটা মনে করছে, শুধু তাদের প্ল্যাটফর্মে এসব বিধিনিষেধ কার্যকর করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। তাই টিকটক ও ইউটিউবসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মকেও একই ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

মেটারপ্রধান আইন কর্মকর্তা সি জে মাহোনি বলেন, নতুন সময়সীমা, 'নাইট মোড' এবং স্কুল চলাকালে ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার মতো উদ্যোগ পুরো প্রযুক্তি খাতের জন্য সঠিক পথ দেখাচ্ছে। তবে এই কাঠামো তখনই কার্যকর হবে, যখন অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোও এতে যুক্ত হবে।

মেটার ভাষ্য, একটি প্ল্যাটফর্মে কিশোরদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলেও অন্য প্ল্যাটফর্মে তাদের উপস্থিতি বেড়ে যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, আমরা জানি, একটি অ্যাপে কিশোরদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে তারা সহজেই অন্য অ্যাপে চলে যেতে পারে। তাই কিশোরদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব বড় প্ল্যাটফর্মের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।বিবৃতিতে মেটা আরও জানিয়েছে, নতুন এই সমঝোতা কিশোরদের সহায়তা এবং অভিভাবকদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘদিনের উদ্যোগের।

তথ্য গোপন করে মস্কোয় হঠাৎ মার্কিন সামরিক কার্গো বিমান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আগাম কোনো তথ্য ছাড়াই হঠাৎ করেই রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর একটি ভারী সামরিক পরিবহন বিমান। কিন্তু বিমানটি কী বহন করছিল বা এর মস্কো সফর সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার২৪ এর তথ্য অনুযায়ী, ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, 'আরসিএইচ৪৫৫৫' কলসাইন এবং '০৭-৭১৮১' নিবন্ধন নম্বরের বিমানটি মস্কোর স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে লাটভিয়ার রাজধানী রিগা থেকে উড্ডয়ন করে। প্রায় ১০টা ৪ মিনিটে সেটি ভনুকোভো বিমানবন্দরে পৌঁছায়। বোয়িং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার থ্রি যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর একটি ভারী সামরিক পরিবহন বিমান। এটি দীর্ঘ দূরত্বে সেনাসদস্য, সামরিক সরঞ্জাম ও বিভিন্ন ধরনের মালামাল বহনে ব্যবহৃত হয়। সি-১৭ গ্লোবমাস্টার থ্রি যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর একটি ভারী সামরিক পরিবহন বিমান। এটি দীর্ঘ দূরত্বে সেনাসদস্য, সামরিক সরঞ্জাম ও বিভিন্ন ধরনের মালামাল।

ইরান সফরে যাচ্ছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী, কারণ কী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে মধ্যস্থতার চেষ্টা জোরদার করেছে কাতার। এর অংশ হিসেবে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি আজ বৃহস্পতিবার ইরানের রাজধানী তেহরানে যাচ্ছেন।ইরানের বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে তেহরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি দোষারোপের মধ্যেই এই সফরে যাচ্ছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী।ইরানের প্রতিবেশী দেশ কাতার। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে কাতার। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের ক্ষেত্রেও কাতার সরাসরি ভূমিকা রেখেছিল। সেই যুদ্ধবিরতির ফলে সাময়িকভাবে সংঘাত বন্ধ হয়েছিল।তবে যুদ্ধ শুরুর প্রায় ছয় মাস পরও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সমঝোতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দুই পক্ষের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় বিরোধের বিষয় হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ। বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথকে চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে তেহরান।ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী সরু এই জলপথ নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক আংশিকভাবে ভেঙে যায়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বে সরবরাহ হওয়া তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবহন করা হতো।

জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত সোমবার প্রণালিটি দিয়ে প্রতিদিন মাত্র ৫০ লাখ ব্যারেল তেল পরিবহন হয়েছে। এটি গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। যুদ্ধের আগে প্রতিদিন এই প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হতো প্রায় ২ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল।ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, তেহরান সফরে কাতারের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

যুদ্ধের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান হামলায় ইরানের প্রচলিত সামরিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে দেশটির হাতে এখন পর্যাপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন রয়েছে। এসব অস্ত্র দিয়ে উপসাগরীয় যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে, সেসব দেশে হামলা চালানোর সক্ষমতা রয়েছে ইরানের। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর সক্ষমতা ইরানের আছে।ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, তেহরান সফরে কাতারের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সামাজিক।

সব ধরনের ভিসা নয়, শুধু অভিবাসী ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটির ক্ষমতায় আসার পর কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চলছে।যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র গতকাল মঙ্গলবার বলেছেন, বিশ্বজুড়ে সব মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভিসাসেবাসংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হবে।

ট্রাম্প আগ্রাসীভাবে অভিবাসীদের বহিষ্কার ও অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আওতায় ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরায়েলের গাজায় হামলার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার মতো নানা কারণে মার্কিন ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করা হচ্ছে। আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে যেসব অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীর সাক্ষাৎকারের সূচি নির্ধারিত ছিল, তাঁদের ই-মেইলে জানানো হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর এ কঠোর অভিযানের লক্ষ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনকে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে কিছু আইনি বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক প্রশাসনের এমন একটি নীতি বাতিল করেছেন, যার অধীন বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের আবেদনকারীদের অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হয়েছিল।

বিচারক বলেন, ওই নীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁর আইনি ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন।

যুক্তরাজ্যে হাজারো যৌন অপরাধীকে যৌনাকাঙ্ক্ষা কমানোর ওষুধ দেওয়ার পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যৌন অপরাধে দণ্ডিত হাজারো পুরুষ কারাবন্দীকে যৌনাকাঙ্ক্ষা কমানোর ওষুধ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাজ্য সরকার। এক বিশেষজ্ঞের ভাষ্যমতে, ২০২৮ সালের ডিসেম্বর থেকেই এ কর্মসূচি চালু হতে পারে। কারাগারে যৌনাকাঙ্ক্ষা কমানোর ওষুধ ব্যবহারের কার্যকারিতা নিয়ে কাজ করেছেন অধ্যাপক বেলিন্ডা ওয়াইন্ডার। তাঁর হিসাবে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যৌন অপরাধে দণ্ডিত প্রায় চারজনের একজনকে এ চিকিৎসার আওতায় আনার কথা ভাবা হতে পারে। সংখ্যার হিসাবে এটি প্রায় ৩ হাজার ৭৫০।দ্য গার্ডিয়ানকে সরকারি সূত্র জানিয়েছে, কারাগারে বন্দীদের বাড়তি চাপ কমানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় এ ওষুধ ব্যবহারের সুযোগ আরও বাড়াতে আগ্রহী অ্যান্ডি বার্নহ্যামের সরকার।

তবে শিশু যৌন নির্যাতনকারী ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 'রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে খোজাকরণ' বাধ্যতামূলক করার যে প্রতিশ্রুতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ আগে দিয়েছিলেন, সেটি আদৌ কার্যকর করা হবে কি না, তা নিয়ে এখন নতুন করে ভাবছেন সরকারের মন্ত্রীরা।ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার বন্দী যৌন অপরাধে সাজা ভোগ করছেন। এ ছাড়া অনলাইনে শিশু যৌন নিপীড়নের সন্দেহে প্রতি মাসে গ্রেপ্তার হচ্ছেন ৮৫০ জনের বেশি।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যৌন অপরাধে দণ্ডিত পুরুষ বন্দীদের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষা কমানোর ওষুধ ব্যবহারের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর থেকে কারাগারে এটি চালুর প্রস্তুতি নেওয়া হতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত যৌন তাড়না ও মানসিক বিকৃতি নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে 'মেডিকেশন টু ম্যানেজ প্রবলেমেটিক সেক্সুয়াল অ্যারৌসাল' নামের একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু আছে। আগামী নভেম্বরের মধ্যে এটি ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০টি কারাগারে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। পরের ধাপে দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডের বাইরে আরও দুটি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা অঞ্চলড়উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে কর্মসূচিটি সম্প্রসারণ করা হবে।এ চিকিৎসা মূলত তাঁদের জন্য, যাঁরা অনবরত ও বিকৃত যৌন চিন্তায় আক্রান্ত এবং যাঁরা নিজেদের অস্বাস্থ্যকর যৌন তাড়না ও আচরণ কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। পরীক্ষামূলক এ কর্মসূচিতে বন্দীদের দেওয়া হচ্ছে মূলত দুই ধরনের ওষুধ। প্রথমটি সারট্রালিন, যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিকৃত চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টি অ্যান্টি-অ্যান্ড্রোজেন, যা টেস্টোস্টেরন হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রায় নিঃশেষ করে দেয়ড়কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ হরমোনের মাত্রা এক ধাক্কায় নেমে আসে বয়ঃসন্ধির আগের পর্যায়ে। অধ্যাপক ওয়াইন্ডার বলেন, পরীক্ষামূলক কর্মসূচি এগোতে থাকলে আগামী ২৮ মাসের মধ্যে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের কারাগারগুলোয় এ ওষুধ দেওয়ার কর্মসূচি পুরোদমে চালু হতে পারে। তাঁর কথায়, 'অন্তর্বর্তী ফলাফল ইতিবাচক হলে ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কর্মসূচিটি চালু করার জন্য বিচার মন্ত্রণালয় প্রস্তুত হতে পারে।' বন্দীরা যাতে এ ওষুধ সেবন করেন এবং কারাগার থেকে বের হওয়ার পর আবার কোনো যৌন অপরাধে না জড়ান, সে জন্য তাঁদের নিয়মিত উন্নত চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া জরুরি বলে মনে করেন ওয়াইন্ডার। অঞ্চলড় উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে কর্মসূচিটি সম্প্রসারণ করা হবে।এ চিকিৎসা মূলত তাঁদের জন্য, যাঁরা অনবরত ও বিকৃত যৌন চিন্তায় আক্রান্ত এবং যাঁরা নিজেদের অস্বাস্থ্যকর যৌন তাড়না ও আচরণ কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। পরীক্ষামূলক এ কর্মসূচিতে বন্দীদের দেওয়া হচ্ছে মূলত দুই ধরনের ওষুধ। প্রথমটি সারট্রালিন, যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিকৃত চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টি অ্যান্টি-অ্যান্ড্রোজেন, যা টেস্টোস্টেরন হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রায় নিঃশেষ করে দেয়ড়কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ হরমোনের মাত্রা এক ধাক্কায় নেমে আসে বয়ঃসন্ধির আগের পর্যায়ে।

অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াতেন তিনি, এখন স্বামীর চিকিৎসায় চাইছেন সহায়তা

জেলা প্রতিনিধি

এক হাতে স্বামীর ওষুধ, অন্য হাতে জনপ্রতিনিধির দায়িত্বড় এভাবেই দিন কাটছে নাসিমা পারভীনের (৩৮)। যে নারী এক সময় নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আজ স্বামীকে বাঁচাতে তাকেই সাহায্য চাইতে হচ্ছে মানুষের দ্বারে দ্বারে। স্বামীর চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেছে প্রায় ৫০ লাখ টাকার বেশি, বিক্রি করেছেন নিজের থাকার বাড়ি, মাথায় উঠেছে ১৪ লাখ টাকার ঋণ। তবু থামেননি নাসিমা। খাটের এক কোণে অসুস্থ স্বামীকে রেখে কখনো ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, কখনো খাবার তুলে দিচ্ছেন, আবার ছুটছেন ইউনিয়ন পরিষদে মানুষের সেবা করতে। নাসিমা পারভীন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী ইউপি সদস্য । উপজেলার খামার বড়ধুল পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। তার স্বামী আব্দুল মালেক (৫১) দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল রোগে ভুগছেন।

নাসিমার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের ভেতর একটি খাটের এক কোণে শুয়ে আছেন আব্দুল মালেক। পাশে বসে তার সেবা করছেন নাসিমা। কখনো খাবার তুলে দিচ্ছেন, কখনো ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। স্বামীর যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি তাকেই আবার ছুটতে হয় ইউনিয়ন পরিষদে মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে আসা আবেদনের কথা শুনতে।

নাসিমা পারভীন জানান, বড়ধুল বাজারে তার স্বামীর একটি ছোট স্টুডিও ছিল। সেখানে ছবি তোলা ও প্রিন্ট করার পাশাপাশি লুঙ্গি ও জুতার ব্যবসাও করতেন। সেই আয়েই দুই সন্তান ও পরিবার নিয়ে তাদের সংসার ভালোই চলছিল।তিনি বলেন, চার বছর আগে আস্তে আস্তে আমার স্বামীর নানা ধরনের রোগ শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা এবং আমাদের যা কিছু ছিল, সব দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। এ পর্যন্ত ৫০ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো স্বামীকে সুস্থ করতে পারিনি।

নাসিমা জানান, তার স্বামীর দুটি কিডনি ও দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে ওষুধ বাবদ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু এখন সেই খরচ চালানোর সামর্থ্যও তার নেই।

কথা বলতে বলতে নাসিমা বলেন, স্বামীকে ভালো খাবার খাওয়াতে পারছি না। সন্তানদের নিয়ে তিন বেলা পেট ভরে খাব, সেই নিশ্চয়তাও নেই। অথচ একসময় আমিই কত মানুষকে সাহায্য করেছি। আজ নিজের স্বামীর চিকিৎসার জন্য আমাকে মানুষের কাছে হাত পাততে হচ্ছে।

স্বামীর চিকিৎসার জন্য নিজের একটি কিডনি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন নাসিমা। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, অস্ত্রোপচারসহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে এতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা প্রয়োজন হতে পারে বলে জানান তিনি।

স্বামীর চিকিৎসার পাশাপাশি দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তায় নাসিমা। তার বড় ছেলে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে দর্শন বিভাগ থেকে অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা শেষ করেছেন। ছোট মেয়ে পড়ছেন সিরাজগঞ্জ মহিলা কলেজের দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষে।

নাসিমা বলেন, আমি আর পারছি না। আমার স্বামীকে বাঁচাতে চাই। দেশের ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান, বিত্তবান মানুষ এবং সরকারের কাছে সহযোগিতা চাই। কেউ যদি পাশে দাঁড়ান, তাহলে হয়তো আমার স্বামীকে চিকিৎসা করাতে পারব। আমার বড় ছেলের জন্য একটি চাকরিরও ব্যবস্থা হলে সংসারটা অন্তত চালাতে পারতাম।

নাসিমার এই দুর্দিনের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত তার স্বজন ও প্রতিবেশীরাও।

নাসিমার দেবর শহিদুল ইসলাম (৪৭) বলেন, যে মানুষটা একসময় অন্যদের সাহায্য করত, আজ সেই মানুষটাকেই অন্যের সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে হচ্ছে। স্বামীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে তাদের সব শেষ হয়ে গেছে। সরকার ও বিত্তবানরা এগিয়ে এলে পরিবারটি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম (৪০) বলেন, নাসিমারা নিজেরাই মানুষের পাশে দাঁড়াতো। এখন স্বামীর চিকিৎসার জন্য তাকেই মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে হচ্ছে। এটা খুবই নির্মম বাস্তবতা।

৫২ দিন পর তেঁতুলিয়ায় পূর্ণাঙ্গ ইউএনও আনোয়ার হোসাইন, ফিরল প্রশাসনিক গতি

পঞ্চগড় প্রতিনিধি: দীর্ঘ ৫২ দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদ শূন্য থাকার পর অবশেষে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় পূর্ণাঙ্গ ইউএনও হিসেবে যোগদান করেছেন আনোয়ার হোসাইন। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সকালে তিনি তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দেন। নবাগত ইউএনও কার্যালয়ে পৌঁছালে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ার হোসাইন তেঁতুলিয়ায় যোগদানের আগে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর বাড়ি মাগুরা জেলায়। তিনি ৩৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। সীমান্তবর্তী ও পর্যটনসমৃদ্ধ উপজেলা তেঁতুলিয়ায় ইউএনও পদটি দীর্ঘদিন শূন্য থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রমে ভারপ্রাপ্ত ও অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এতে প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকেও ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। এদিকে নতুন ইউএনও দায়িত্ব নেওয়ায় উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করছেন স্থানীয়রা। বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, বাজার মনিটরিং, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের তদারকি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবায় প্রশাসনিক নেতৃত্ব আরও কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা তাদের। নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসাইন বলেন,তেঁতুলিয়া উপজেলায় ইউএনও হিসেবে সদ্য যোগদান করেছি। সরকারি দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। উল্লেখ্য, ইউএনওসহ তেঁতুলিয়া উপজেলার ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংকট নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে একাধিক সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের জনবল সংকটের কারণে এসব দপ্তরে সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার বিষয়টিও উঠে আসে ওইসব প্রতিবেদনে।

ঝালকাঠিতে জপি, পিপিসহ ২৬জন আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ জেলার বিভিন্ন আদালতে জিপি, পিপি, এডিশনাল পিপি, এজিপি ও এপিপি পদে ২৬ জন আইনজীবীকে সরকারি আইন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের (জিপি-পিপি শাখা) সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ফারুক হোসাইন স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রকাশ করা হয়।

নিয়োগপত্রে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত আইনজীবীরা ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং এর অধীন অন্যান্য আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন।

নতুন নিয়োগ অনুযায়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (জিপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট মাহাবুব আলম কবির। দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) পদে পুনরায় নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট মাহেব হোসেন। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে অ্যাডভোকেট মো. আককাস সিকদার এবং শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে অ্যাডভোকেট মো. ফয়সাল খানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা এডিশনাল পিপি (দায়রা জজ আদালত) পদে নিয়োগ পেয়েছেন মো. হুমায়ুন কবীর বাবুল, মো. সোহেল আকন, খান শহিদুল ইসলাম, মোবাশ্বের আলী ভূইয়া ও মুন্সি রেজাউল হক আজিম। এজিপি বা সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (জেলা জজ আদালত) পদে নিয়োগ পেয়েছেন- এমএ হানিফ, মু. আহসান খান, সাকিনা আলম লিজা, মো. শাহআলম মল্লিক ও জহিরুল হক খোকন।

এপিপি বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (দায়রা জজ আদালত) পদে নিয়োগ পেয়েছেন- মো. নুর হোসেন, আনিসুর রহমান খান, এসএম জসিম উদ্দিন, বাহাউদ্দিন হাসান অলি, শামীম আকন, সাকিনা আলম লিজা, মিজানুর রহমান মুবিন, শাখাওয়াত হোসেন রাজু, মুশফিকুর রহমান বাবু, ফিরোজ হোসাইন ও উম্মে সালমা।

নিয়োগসংক্রান্ত আদেশে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সব সরকারি আইন কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল করে নতুন করে এসব আইনজীবীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতগুলোতে মামলা পরিচালনা ও আইনি কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন।

জয়পুরহাটে লোডশেডিংয়ে হিমাগারে আলু পচনের শঙ্কা, জেনারেটরে বাড়ছে খরচ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে জয়পুরহাটের কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগারগুলোতে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের অভাবে সংরক্ষিত বীজ ও খাবার আলুর পচন নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। অপরদিকে তাপমাত্রা ঠিক রেখে আলু রক্ষা করতে জেনারেটর চালিয়ে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে হিমাগার মালিকদের।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলার কালাই উপজেলায় ১৪টি, ক্ষেতলালে ৪টি, পাঁচবিবিতে দুইটি ও আক্কেলপুর উপজেলায় দুটিসহ মোট ২২টি হিমাগার রয়েছে। এসব হিমাগারে প্রায় ২ লাখ টন বীজ ও খাবার আলু সংরক্ষিত রয়েছে। লোডশেডিংয়ের কারণে এসব আলু রক্ষায় জেনারেটর চালু করতে হচ্ছে হিমাগার মালিকদের। তাদের দাবি, বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল হতে হবে। সেটি না হলে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচের চাপ সামলাতে তাদের হিমশিম খেতে হবে। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগের বছরের লোকসানের অঙ্ক তারা পুষিয়ে নিতে পারেননি। এবারও আলুর দাম অনেক কম। লাভের আশায় হিমাগারে আলু রেখেও দাম পাচ্ছেন না। এর মধ্যে লোডশেডিং হওয়াতে তাদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। কৃষক চঞ্চল বাবু বলেন, আমি ১০০ বস্তা আলু হিমাগারে রেখেছি। আলুর দাম না থাকায় খুবই চিন্তিত। আবার লোডশেডিংয়ে আলু পচে গেলে সব শেষ।

গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল, ১২ জেলেকে জীবিত উদ্ধার

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সুন্দরবনের দুবলার চর থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা একটি ফিশিং বোটসহ ১২ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ আগস্ট রাত ৮টার দিকে ১২ জন জেলেকে নিয়ে এফভি মায়ের দোয়া নামের ফিশিং বোটটি সমুদ্রে মাছ ধরছিল। এ সময় দুবলার চর থেকে প্রায় ১২ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে বোটটি সাগরে ভাসতে থাকে। পরে বোটটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে ২৪ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে।

এক জেলে ফোন করে বিষয়টি মালিকপক্ষকে জানান। এরপর বোটের মালিক কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ ফোন করে সহায়তা চান।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গণহত্যা দিবস পালন, স্বদেশে ফেরা হয়নি ৯ বছরেও

কক্সবাজার প্রতিনিধি

মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা দমন-পীড়নের ৯ বছর আজ। দিনটিকে রোহিঙ্গারা 'রোহিঙ্গা গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছেন।

এ উপলক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে গণহত্যার বিচার এবং নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের দাবিতে কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০টার দিকে উখিয়ার ৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একটি সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। 'ইউনাইটেড কাউন্সিল অব রোহিঙ্গা' (ইউসিআর)-র নামক একটি রোহিঙ্গা সংগঠন এই সমাবেশের আয়োজন করে। আয়োজনে এ সমাবেশে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা অংশ নেন। সমাবেশে বক্তারা ২০১৭ সালে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত গণহত্যা, নির্যাতন ও বাস্তুচ্যুতির বিচার এবং নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার দাবি জানান।

মিয়ানমারের আরাকানে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন টেকসই হবে না বলে বক্তারা জানান। এজন্য তারা আন্তর্জাতিক মহলের কার্যকর উদ্যোগ কামনা করেন।

ইউসিআরের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যানেলের সদস্য ও রোহিঙ্গা অধিকারকর্মী সৈয়দ উল্লাহ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "২০১৭ সালের গণহত্যার দীর্ঘ ৯ বছর অতিক্রম হতে চললেও আমরা আজও কাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার পাইনি। আমাদের প্রধান দাবি- আমরা আমাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে ফিরে যেতে চাই। তবে নাগরিকত্ব, সার্বিক নিরাপত্তা এবং মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা ছাড়া কোনো প্রকার লোক-দেখানো বা অপরিকল্পিত প্রত্যাবাসন আমরা মেনে নেব না।"

উখিয়ার ৩ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝি রশিদ উল্লাহ বলেন, "স্বদেশে ফিরতে মন চায়। কিন্তু কীভাবে ফিরব? মিয়ানমারের ওপারে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলছে, আমাদের ঘরে ফেরে এখনো অনিশ্চিত।"তবে দ্রুত প্রত্যাবাসনের দাবি জানান এই রোহিঙ্গা নেতা।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইন অঞ্চলের মংডু, বুচিথং ও রাসেথং জেলার রোহিঙ্গাদের ওপর নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে। সে সময় বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঢল নামে। তখন সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় ৭ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসে আশ্রয় নেয়।

ওই দিনটিকে স্মরণে কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা 'রোহিঙ্গা জেনোসাইড রিমেম্বার ডে' পালন করে আসছে।

এদিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আয়োজিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে।

৮ এপিবিএনের অধিনায়ক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ জানান, "ক্যাম্পের ভেতর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এপিবিএনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক।

'ক্লিন ঢাকা' কর্মসূচির সর্বশেষ তথ্য ও চলমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রেস ব্রিফিং

'নাগরিকদের যখন নিজেদের হাতে ঝাড়ু নিতে হয়, তখন বুঝতে হবে প্রশাসন ব্যর্থ'

---------------------মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহি পরিষদ সদস্য, ঢাকা মহানগরী উত্তর আমীর ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের উদ্যোগে (২৫-৩১আগস্ট) চলমান 'ক্লিন ঢাকা' কর্মসূচির সর্বশেষ তথ্য অবহিতকরণ এবং দেশের ও ঢাকার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট ২০২৬) সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন 'ক্লিন ঢাকা' কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সিটি করপোরেশনের জবাবদিহি এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে তার অবস্থান তুলে ধরেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহি পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি ড.মুহাম্মদ রেজাউল করিম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রচার-মিডিয়া সেক্রেটারি মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার।

'নাগরিকদের যখন নিজেদের হাতে ঝাড়ু নিতে হয়, তখন বুঝতে হবে প্রশাসন ব্যর্থ' ঢাকা শহরে নাগরিকদের নিজেদের উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামতে হচ্ছে কেনড়এ প্রশ্ন তুলে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন,

"আমাদেরকে কেন শহরের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামতে হলো? এটা কি সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব নয়? নাগরিকদের যখন নিজেদের হাতে ঝাড়ু নিতে হয়, তখন বুঝতে হবে প্রশাসন ব্যর্থ।"

তিনি বলেন, প্রতিবছর একই সমস্যা বারবার ফিরে আসছে। অনেক কিছু কাগজে-কলমে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে মাঠপর্যায়ে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে নাগরিক সেবা ও প্রশাসনিক জবাবদিহির যে শৃঙ্খল থাকা প্রয়োজন, তা ভেঙে পড়েছে।

এর আগে ২৭ আগস্ট প্রকাশিত খোলা চিঠিতেও তিনি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কাছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাজেট, ওয়ার্ডভিত্তিক বর্জ্য অপসারণের পারফরম্যান্স, অভিযোগ নিষ্পত্তির হার এবং প্রতিবছর একই সংকট ফিরে আসার কারণসহ পাঁচটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জবাব দাবি করেছিলেন। জাতীয় নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, নির্বাচন হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবেড়এমন কথা বলা হলেও বর্তমান ক্ষমতাসীনরা তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, ঢাকাবাসী এর আগে এমন লোডশেডিং দেখেনি।

সিটি করপোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে সিটি করপোরেশন নির্বাচন আয়োজনের কথা বলা হলেও এখন আর কোনো 'মেকানিজম' কাজে দেবে না। যত সময় নেওয়া হোক না কেন, সিটি করপোরেশন নির্বাচন আর বিলম্ব করা যাবে না। তিনি বলেন, "দ্রুত সিটি করপোরেশন নির্বাচন দিতে হবেড়এটাই আমাদের পরিষ্কার দাবি। সবার আগে সিটি নির্বাচন চাই।"

নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন,"মাঝাভাঙা নির্বাচন কমিশন আমরা চাই না। কারও পা-চাটা ব্যক্তি হবেন না। চাটাচাটি বাদ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান।"

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কোনো ধরনের

ব্যর্থতা কিংবা কারচুপির চেষ্টা করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

তিনি আরও দাবি করেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো স্থানীয় নির্বাচনেও সরাসরি মিডিয়া কাভারেজের মাধ্যমে নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে।

'ক্লিন ঢাকা' কর্মসূচির বিষয়ে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও নাগরিকবান্ধব করে গড়ে তুলতে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা অভিযান কোনো রাজনৈতিক পয়েন্ট স্কোর করার কর্মসূচি নয়; বরং নাগরিক দায়িত্ব ও জবাবদিহির প্রশ্ন থেকেই তারা মাঠে নেমেছেন।

তার প্রকাশিত খোলা চিঠিতেও তিনি উল্লেখ করেন, গত কয়েকদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঢাকা উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার পাশ, ড্রেনের মুখ ও খালের ধারে জমে থাকা বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে।

একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেনড়সিটি করপোরেশনের বাজেট, জনবল, যানবাহন ও পূর্ণাঙ্গ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থাকা সত্ত্বেও এসব স্থানে দিনের পর দিন বর্জ্য জমে থাকে কেন?

তিনি বলেন, 'ক্লিন ঢাকা' কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি তার দেওয়া খোলা চিঠিতে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তরও জনসমক্ষে দাবি করছেন।

মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন,"ইতোমধ্যে বিরোধী দল ছায়া সরকার গঠন করেছে। একইভাবে আমরা 'ছায়া সিটি করপোরেশন প্রশাসন' গঠন করব। তবে সেটা কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে।"

তিনি বলেন, জনগণের সামনে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, কাজের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও পরিচ্ছন্ন নগর ব্যবস্থাপনার নমুনা তুলে ধরাই তাদের লক্ষ্য।

'ক্লিন ঢাকা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে তিন ধরনের ময়লা আলাদাভাবে রাখার জন্য বিন স্থাপন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সংগৃহীত বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে কলম ও খাতা তৈরি করা হবে এবং সেগুলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা শুধু ময়লা অপসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা এবং এর মাধ্যমে সামাজিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করাও তাদের কর্মসূচির অংশ।

ঢাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন,"আমরা যদি ঢাকা সিটির দায়িত্ব পাই, তাহলে সরকার পুরো বিশ্বে তা নিয়ে গর্ব করবে।"

ঢাকার কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন,"ঢাকা শহরে কোনো বেকার যুবক থাকবে না।"

দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ উন্নয়ন দেখতে চাইলে জামায়াতে ইসলামীকে পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব দিয়ে দেখুক। দায়িত্ব পেলে এমন উন্নয়ন করা হবে, যাতে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারেন বলে তিনি দাবি করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ের শেষ পর্যায়ে ঢাকাবাসীর উদ্দেশে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন,"শুধু দেখার জন্য হলেও জামায়াতকে পাঁচ বছর সিটির দায়িত্বে দিন। সরকার দেশ চালাক, আমরা ঢাকা সিটিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ নগরীতে গড়ে তুলি।"

তিনি বলেন, একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য শহর গড়ে তুলতে নতুন কোনো প্রযুক্তির আবিষ্কার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি। তার খোলা চিঠিতেও এই তিনটিকেই কার্যকর নগর ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। খোলা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, জনগণের টাকার হিসাব জনগণের জানার অধিকার রয়েছে এবং উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের জবাব তিনি জনসমক্ষে প্রত্যাশা করছেন।

কৃষকের সোনালি আঁশের স্বপ্ন যেন পরিণত হচ্ছে দুঃস্বপ্নে

জেলা প্রতিনিধি

চলতি মৌসুমে পাটের আশানুরুপ ফলন না পেয়ে হতাশ লালমনিরহাটের পাটচাষিরা। অল্প ফলনের পাশাপাশি ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার শঙ্কায় ভুগছেন তারা।

উৎপাদন খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাম না পেলে গত কয়েক বছরের মতো এবারো লোকসানের মুখ দেখবেন তারা। পাশাপাশি আগামী মৌসুমে পাট চাষে নিরুৎসাহিত হবে এই জেলার কৃষকেরা। তাদের সোনালি আঁশের স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে।

জেলার আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম ও সদর উপজেলার বিভিন্ন চরাঞ্চল ও গ্রামে এবার ব্যাপকভাবে পাটের আবাদ হয়েছে। বিশেষ করে তিস্তা, ধরলা ও সানিয়াজান নদীর চরাঞ্চলের অনাবাদি ও বন্যাপ্রবণ জমিতে এবং জেলার কিছু কিছু উচু এলাকার জমিতেও পাট চাষে আগ্রহ বেড়েছে কৃষকদের মাঝে। যেসব জমিতে ধানসহ অন্যান্য ফসল ভালো হয় না, সেসব জমিতেও পাটের আবাদ করেছে কৃষকেরা। তবে ফলন ভালো নাসরেজমিনে জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, জাগ দেওয়া বা পচানো পাট থেকে আঁশ বের করার কাজে জোর দিয়েছে কৃষকেরা। কোনো কোনো কৃষকের পাট এখনও পরিপূর্ণ জাগ বা পচানো হয়নি তবে কিছু দিনের মধ্যে পুরোপুরি শেষ হবে পাট থেকে আঁশ ছারানোর পর্ব। কৃষকেরা পাট কাটার পরে ডোবা নালা পুকুর ও খাল বিলের পানিতে বিশেষ কায়দায় স্তুপ আকারে রেখে দেয় পাট, ২০-২৫ দিন পরে জাগ আসলে বা পচন হলে সেখান থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নেয়।

কৃষকরা জানান, এ বছর চলতি মৌসুমের শুরুতে খরার কারণে পাটের জমিতে সেচ দিতে হয়েছে। আবার পরবর্তীতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে উৎপাদন কিছুটা কমেছে। এ বছর অনেক এলাকায় রোগবালাইয়ের প্রকোপও তুলনামূলক বেশি ছিল। ফলে পাটের ফলন আশানুরূপ হয়নি।

পাট চাষিরা জানান, গত কয়েক বছর পাটের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় উৎপাদন খরচ তুলতে হিমশিম খেতে হয়েছে তাদের। কখনো

কখনো পাট বিক্রি করে লাভের পরিবর্তে লোকসান গুনতে হয়েছে। কৃষক বলছে, তাদের কাছে এক সময়ের সোনালী আঁশ গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবারো ফলন ভালো না হওয়ার পাশাপাশি ভালো দাম না পেলে সেই ক্ষত শুকবে না তাদের।

পাটের বাজার নিয়ে কৃষকদের মধ্যে রয়েছে বড় শঙ্কা। কৃষকের অভিযোগ, পাট কাটার মৌসুমে স্থানীয় ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীরা সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এতে কৃষকরা উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে পাট বিক্রি করতে বাধ্য হন। অথচ পরে সেই পাটই বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন মধ্যস্বত্বভোগীরা।

পাট চাষিরা বলছেন, সরকারি উদ্যোগে পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা গেলে এবং সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পাট কেনার ব্যবস্থা করা হলে তারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। ধান ও গমের মতো পাটের ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা চালুর দাবি জানিয়েছেন তারা।

আদিতমারী উপজেলার পাটচষি আব্দুল আহাদ বলেন, প্রকৃত পাটচাষিদের প্রশিক্ষণ,উন্নতমানের বীজ ও কৃষি উপকরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। তাদের দাবি, যারা প্রকৃতপক্ষে পাট চাষ করেন, তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দেওয়া হলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

কালীগঞ্জের কৃষক আব্দুর রাসেল বলেন, পাটের জমিতে পানি জমা হয়ে থাকার কারণে এবার পাটের গাছ লম্বা হয়নি ফলে পাটের আঁশ ভালো হয়নি। এবারও আমদের লোকশানের মুখ দেখতে হবে।

চরাঞ্চলের কৃষক রমনী কান্ত বলেন, আমরা প্রতিবার আশা নিয়ে পাট চাষ করি কিন্তু প্রতিবারই লোকশানের মুখ দেখি। অতিবৃষ্টির কারণে এবার পাটের গাছ আশানুরূপ বড় হয়নি তাই ফলন কম হয়েছে। আমরা চাই সরকার পাটের দাম নির্ধারণ করে দিক। এতে কিছুটা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারব।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বরিশাল থেকে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ

বরিশাল প্রতিনিধি

বাস শ্রমিকদের মারধর এবং মহাসড়কে মাহিন্দ্রা চলাচল বন্ধের দাবিতে বরিশালে ফের বাস ধর্মঘট ও সড়ক অবরোধ করেছেন নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের শ্রমিকরা। এতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কসহ অভ্যন্তরীণ রুটে দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ বাসসহ সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুর ১টার দিকে বরিশালের রহমতপুর এলাকায় অভ্যন্তরীণ রুটের একটি বাসের চালক ও হেলপারকে মারধরের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, বাস শ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত বাস ধর্মঘট চলবে। তিনি অতিসত্বর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। বাস শ্রমিকরা জানান, সোমবার বাস ও মাহিন্দ্রা শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে প্রায় তিন ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ ছিল। পরে উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে রহমতপুর এলাকায় পুনরায় মাহিন্দ্রা শ্রমিকরা একটি বাসের চালক ও হেলপারকে মারধর করেন। এ ঘটনায় হাসানসহ চারজন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন বাস শ্রমিকরা। গুরুতর আহত হাসানকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিকরা। এদিকে বাস শ্রমিকদের মারধরের ঘটনায় জড়িতদের ।